অভিবাসীর আইনি অধিকার
প্রায়োগিক সংকট ও সমাধানসূত্র

সম্পাদনা
তাসনিম সিদ্দিকী
মোঃ শিমনউজ্জামান

তাসনিম সিদ্দিকী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক এবং রেফিউজি এন্ড মাইগ্রেটরী মুভমেন্টস্ রিসার্চ ইউনিটের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। শ্রম অভিবাসনের কারণ ও প্রভাব, নারী অভিবাসন, ডায়াসপোরা, রেমিটেন্স, জলবায়ু পরিবর্তন এবং অভিযোজন বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তার বিভিন্ন প্রকাশনা রয়েছে। অভিবাসন বিষয়ক বিভিন্ন নীতিমালা পরিবর্তনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। সম্প্রতি দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের 'ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজি ফর ক্লাইমেট ইন্ডিউজ্ড ইন্টারনালি ডিসপ্লেস্ড পারসন্স ইন বাংলাদেশ'-এর খসড়া তৈরির কাজে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। 'আন্তর্জাতিক অভিবাসন নীতিমালা ২০০৬' এবং আইন কমিশনের উদ্যোগে 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩'-এর খসড়া তৈরিতেও তার ভূমিকা রয়েছে। ২০০৩ সালে বাংলাদেশের নারী অভিবাসী শ্রমিকদের ওপর তার পরিচালিত গবেষণা এদেশের স্বল্পদক্ষ নারী শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক অভিবাসনের উপর হতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। তার সম্প্রতি প্রকাশিত বইগুলোর মধ্যে 'ইমপ্যাক্ট অব মাইগ্রেশন অন পোভার্টি অ্যান্ড গ্রোথ ইন ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যাডাপটেশন (২০১৯) অন্যতম।

অভিবাসীর আইনি অধিকার

প্রায়োগিক সংকট ও সমাধানসূত্র

সম্পাদনা

তাসনিম সিদ্দিকী

মোঃ শিমনউজ্জামান

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়	(১-১০) তম অধিবেশনে পেশকৃত অভিযোগসমূহ এবং বিশেষজ্ঞ মতামত	.....	১ - ৩৪
দ্বিতীয় অধ্যায়	(১১-২০) তম অধিবেশনে পেশকৃত অভিযোগসমূহ এবং বিশেষজ্ঞ মতামত	.....	৩৫ - ৬৪
তৃতীয় অধ্যায়	(২১-৩০) তম অধিবেশনে পেশকৃত অভিযোগসমূহ এবং বিশেষজ্ঞ মতামত	.....	৬৫ - ৮৭
চতুর্থ অধ্যায়	(৩১-৪০) তম অধিবেশনে পেশকৃত অভিযোগসমূহ এবং বিশেষজ্ঞ মতামত	.....	৮৮ - ১২৩
পঞ্চম অধ্যায়	(৪১-৫৬) তম অধিবেশনে পেশকৃত অভিযোগসমূহ এবং বিশেষজ্ঞ মতামত	.....	১২৪ - ১৩১

প্রথম অধ্যায়:
(১-১০) তম অধিবেশনে পেশকৃত অভিযোগসমূহ এবং বিশেষজ্ঞ মতামত

১.

‘অভিবাসীর আদালত’-এর প্রথম অধিবেশনে পেশকৃত মোঃ লালু খানের অভিযোগ:

আমি মোঃ লালু খান; টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতী উপজেলার বাসিন্দা। ভাগ্যের অন্বেষণে বিদেশ গিয়ে আমি বিড়ম্বনা ও ভোগান্তির শিকার হই। ‘অভিবাসীর আদালত’ টেলিভিশনের একটি দর্শকপ্রিয় অনুষ্ঠান। সেখানে গিয়ে অভিবাসীরা তাদের দুঃখ-কষ্টের কথা বলে। বিদেশ গমন করে আমার নিজের ভোগান্তির অভিজ্ঞতা বলতে আজ ‘অভিবাসীর আদালত’-এ এসেছি।

ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় বিদেশ যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। আলাপ হয় পাশের গ্রামের দালাল তোফাজ্জলের সাথে। সে আশ্বাস দেয় এবং প্রস্তাব করে সাইপ্রাস যাওয়ার জন্য। ভেবে চিন্তে রাজী হই। দালাল তোফাজ্জলের সাথে ৮,৫০,০০০/- টাকার (১০,০৪৬/- ইউএস ডলার) চুক্তি হয়। দালাল বলে, খরচ দিলেই সব হয়ে যাবে। জমানো কিছু টাকা এবং জমি বিক্রি ও ঋণ করে বাকী টাকা জোগাড় করে দালাল-কে দিই এবং ২০১৪ সালে দালালের সাথে হওয়া চুক্তি মোতাবেক সাইপ্রাস গিয়ে পৌঁছাই।

পৌঁছানোর পর প্রায় তিন মাস অতিবাহিত হয়ে যায়। কিন্তু কোনো চাকরি বা কাজ খুঁজে পাই না। খাওয়ার কষ্ট শুরু হয়। আমি দিশেহারা হয়ে পড়ি। একই ভাবে সেখানে পৌঁছানো আরো কিছু বাংলাদেশীর সাথে দেখা হয়। আমরা অসহায় অবস্থার মধ্যে ছিলাম। উপায় খুঁজে না পেয়ে সবাই দেশে ফেরার জন্য কান্নাকাটি করতে থাকি। এ সময় সাইপ্রাসে, দালাল চক্রের একজন প্রস্তাব করেন, জনপ্রতি ৫০,০০০/- টাকা (৫৯১/- ইউএস ডলার) করে দিলে তাদেরকে দেশে ফেরার ব্যবস্থা করে দেবেন। টাকা না দিলে পাসপোর্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র ছিড়ে ফেলার হুমকিও দেয় সে। একটা সময় ভাবা শুরু করেছিলাম, আর কখনোই বুঝি দেশে ফিরতে পারব না। এই চিন্তা করে আমরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ি। আমি বাড়িতে যোগাযোগ করে গরু বিক্রি করে ও নানা উপায়ে, বহু কষ্টে টাকা জোগাড় করি। এরপর দালালের নির্দেশ অনুযায়ী দেশে মোস্তফা নামে এক দালালের বিকাশ নম্বরে টাকা পাঠিয়ে দিই সবাই।

অবশেষে অনেক চেষ্টা-তদবীর শেষে প্রায় তিন মাস পর দেশে ফেরত আসি। দেশে ফিরেই দালালের সাথে যোগাযোগের জন্য অনেক চেষ্টা করি। ফুলকি গ্রামে, দালালের বাড়িতে গেলেই তার ভাই ফজলু বলত, এভাবে ঘুরে কোনো লাভ নেই। আর কখনোই এসো না। টাকা ফিরে পাওয়ার আশায় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের মাধ্যমে একটা সালিশ ডাকি। সালিশের জন্য চেয়ারম্যান তিনবার নোটিশ দেন। কিন্তু দালাল তোফাজ্জল প্রতিবারই অনুপস্থিত থাকে। পরে কালিহাতীর এক প্রভাবশালী ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মাধ্যমে সালিশ ডাকলে দালাল এসে হাজির হয়। আমাকে ৬ লাখ টাকা ফেরত দেওয়া হবে বলে সালিশে সিদ্ধান্ত হয়। সালিশের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ২ লাখ টাকা ফেরত দিলেও বাকী ৪ লাখ টাকা এখনও ফেরত দেয়নি দালাল। টাকা ফেরত পেতে আমার করণীয় কী, আপনাদের কাছে জানতে চাই।

বিশেষজ্ঞ মতামত:

মোঃ হুমায়ুন কবীর, জর্জকোট, টাঙ্গাইল

লালু খানের ঘটনাটি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ও হৃদয়বিদারক। এরকম হাজারো ঘটনা সমাজে আছে। কোর্ট-কাছারিতে শুরুতেই না গিয়ে আবারো মধ্যস্থতার মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করার পরামর্শ দেবো আমি। সেখানে না হলে মোঃ লালু খানকে বলব, ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩-এর ৩১ ধারার অধীন একটি ফৌজদারী মামলা দায়ের করতে। সেই সাথে একই আইনের অধীন আপনি একটি দেওয়ানী মোকদ্দমাও দায়ের করতে পারেন। এছাড়া আপনি বিএমইটি-তে ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদন করতে পারেন।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:

'অভিবাসীর আদালত'-এ প্রাপ্ত পরামর্শের ভিত্তিতে অভিযোগকারী স্থানীয় মেডিয়েশন কমিটির কাছে মধ্যস্থতার জন্য অনুরোধ করেন। কমিটি মধ্যস্থতার জন্য দুই পক্ষকে মোট ছয়বার নোটিশ প্রদান করে। কিন্তু প্রতিবারই বাদী অভিযুক্ত ব্যক্তি অনুপস্থিত থাকে। পরবর্তীতে অভিযোগকারী আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন। মামলা চলমান থাকা অবস্থায় কয়েক বার শুনানীর পর দুই পক্ষ মিলে ২,৪৫,০০০/- টাকার (২,৮৭৫/- ইউএস ডলার) বিনিময়ে মিমাংসা করে নেয় এবং অভিযোগকারী মামলাটি প্রত্যাহার করে নেয়।

২.

'অভিবাসীর আদালত'-এর প্রথম অধিবেশনে পেশকৃত মোঃ আব্দুল্লাহ-এর অভিযোগ:

আমার নাম মোঃ আবদুল্লাহ। আমি নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারের বাসিন্দা। এলাকার এক দালালের সাথে আলাপের পর প্রথম বিদেশ যাওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করি। জাহাজে করে মালয়েশিয়া যাওয়ার প্রস্তাব করে সে। দালাল বলে, জাহাজে করে গেলে সহজ হবে, খরচ কম হবে। আমি আগ্রহী হয়ে উঠি। এভাবেই আমার বিদেশ গমনের গল্প শুরু হয়েছিল। আজ 'অভিবাসীর আদালত'-এ এসেছি আমার পুরো গল্পটি বলতে।

২০১৩ সাল। দালালের পরামর্শ মতো নারায়ণগঞ্জ থেকে চট্টগ্রাম যাই। এরপর সেখান থেকে কক্সবাজার গিয়ে পৌঁছাই। কক্সবাজার থেকে ট্রলারে করে সমুদ্রের মধ্যে একটি জাহাজে গিয়ে উঠি। এভাবে সারারাত আমার মতো অনেকে এসে ওই জাহাজে ওঠে। পরদিন জাহাজ ছাড়ে। জাহাজ ছাড়ার পনেরো দিন পর আমাদের জাহাজ থাইল্যান্ড গিয়ে পৌঁছায়। থাইল্যান্ড পৌঁছার পর এমন এক পরিস্থিতির মুখোমুখি হই, যা কখনোই চিন্তা করিনি। ওখানে দালালদের একটি চক্র আমাদের জিম্মি করে ফেলে। এরপর আমাদের সবার পরিবারের কাছ থেকে মুক্তিপণ আদায় করে চক্রটি। জীবন বাঁচাতে সবাই টাকা দিই।

সেখান থেকে মুক্ত হয়ে আমাদের কয়েকজন অবৈধভাবে মালয়েশিয়ার পেনাং-এ গিয়ে পৌঁছাই। সেখানে আমি কোনমতে একটা কাজ পেয়ে যাই এবং টানা তিন বছর থাকি। এ সময় আলাপ হয় মালয়েশিয়া প্রবাসী কবির নামীয় এক দালালের সাথে। আমি সেখানে অবৈধভাবে ছিলাম। আমাকে বৈধ করে দেওয়ার প্রস্তাব করে সে আমার কাছ থেকে ৩,০০,০০০/- টাকা (৩,৫৩৮/- ইউএস ডলার) নেয় এবং আমার পাসপোর্ট জমা নেয়। কিছুদিন অতিবাহিত হলে দালাল বলে, এভাবে বৈধ করা যাবে না। মালয়েশিয়ার বৈধ কাগজপত্র করতে হলে তোমাকে দেশে ফিরে নতুন করে আসতে হবে।

২০১৭ সালের এপ্রিল মাসে দালালের কথামতো দেশে ফিরে আসি। দেশে ফেরার পর দালাল বিদেশ যেতে আগ্রহী আরো পাঁচজন লোক গোছাতে বলে। দালাল বলে, সবাই একসাথে টাকা জমা দিলে খরচ কম হবে। টাকা-পয়সা খরচ করে বিদেশ গিয়ে এভাবে ফিরে আসায় বাড়ির লোকজন হতাশ হয়ে পড়েছিল। তাদের মুখের দিকে তাকাতে পারতাম না। আর কোনো উপায় ছিল না। সবদিক বিবেচনা করে লোক গুছিয়ে দিই। দালাল আমাদের ছয়জনের কাছ থেকে ৩ লাখ করে মোট ১৮,০০,০০০/- টাকা (২১,২৩১/- ইউএস ডলার) নেয়। এরপর যাওয়ার সময় হলে আমাদেরকে ভিসা ও বিমানের টিকিট দিয়ে দু'বার করে এয়ারপোর্ট নিয়ে দু'বারই ফেরত পাঠিয়ে দেয়। প্রকিবারই বলে যে, ফ্লাইট বাতিল হয়ে গেছে।

এর কিছুদিন পর ভিসা অফ হয়ে গেছে বলে, আমার কাছ থেকে আরো ৫০,০০০/- টাকা (৫৮৯/- ইউএস ডলার) নেয়। দালালকে ধরলে আমাদের সোনালী ব্যাংকের একটি ব্ল্যাংক চেক জামানত হিসেবে প্রদান করে। পরবর্তীতে ব্যাংকে গিয়ে জানা জানতে পারি, অ্যাকাউন্টটি দীর্ঘদিন আগে বন্ধ হয়ে গেছে। সঞ্চিত টাকা খুইয়ে আমরা সবাই এখন অসহায়।

বিশেষজ্ঞ মতামত:

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জর্জকোট, টাঙ্গাইল

এখানে ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ৩১ ও ৩৬ ধারায় অপরাধ সংঘঠিত হয়েছে। মোঃ আব্দুল্লাহ আপনি উক্ত ধারায় এখতিয়ারভূক্ত প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে একটি ফৌজদারী মামলা দায়ের করতে পারেন। এছাড়াও একই আইনের অধীন টাকা আদায়ের জন্য আপনি একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা দায়ের করতে পারেন।

ড. তাসনিম সিদ্দিকী, প্রতিষ্ঠাতা চেয়ার, রামরু

রামরু'ই প্রথম সমুদ্রপথে অভিবাসনের বিষয়টা সরকারের কাছে তুলে ধরে। এই অভিবাসন প্রক্রিয়াটা সম্পূর্ণ বেআইনী। এটার ভিতর দিয়ে ওখানে গিয়ে ভালো কাজ পেলেও উনি কিন্তু ওখানে বৈধ না। এ বিষয়ে আমাদের মালয়েশিয়া সরকারের কাছে দাবি করা উচিত, কারণ তারা জানে সেখানে অবৈধভাবে লোকজন আছে। কিন্তু তারা যে কাজ করছে, তাদের দেখেও দেখছে না। ওখানে থাকা বাংলাদেশী নাগরিকরা তাদেরকে আবার ঠকাচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে মানব পাচার প্রতিরোধ আইনেও মামলা দায়ের করা উচিত।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:

'অভিবাসীর আদালত'-এ প্রাপ্ত পরামর্শের ভিত্তিতে রামরু'র লিগ্যাল সাপোর্ট সেল-এর সহায়তায় অভিযোগকারী বিএমইটি-তে একটি অভিযোগ দাখিল করেন। অভিযোগটি এখনও অনিষ্পন্ন অবস্থায় আছে।

৩.

‘অভিবাসীর আদালত’-এর প্রথম আধিবেশনে পেশকৃত কোহিনুর আক্তারের অভিযোগঃ

আমি কোহিনুর আক্তার। আমার বাড়ি টাঙ্গাইল জেলার পাইকড়া ইউনিয়নে। আমার স্বামী বিদেশ যেতে গিয়ে প্রতারণার শিকার হয়েছেন। টাঙ্গাইল জেলায় রামরু’র কর্মীরা অভিবাসীদের নিয়ে কাজ করে। আমি তাদের কাছে আমার সমস্যার কথা খুলে বলি। তারা আমাকে ‘অভিবাসীর আদালত’-এর কথা বলেন। আরো বলেন, ‘অভিবাসীর আদালত’ অনুষ্ঠানে অবিবাসীরা নিজেদের সমস্যা তুলে ধরেন এবং আইনজীবী ও বিশেষজ্ঞরা আইনগত সমাধান পথ বলে দেন। তাই আজ রামরু’র কর্মীদের পরামর্শে ‘অভিবাসীর আদালত’-এ এসেছি আমার স্বামীর অভিবাসনের গল্প শোনাতে।

আমার স্বামী কৃষি কাজ করে টাকা উপার্জন করতো। তা দিয়ে ভালভাবে সংসার চলে যেত। আমার ছেলে-মেয়ে স্কুলে পড়াশোনা করে। তাদের পড়াশোনার খরচ ভালোভাবে দিতে পারতাম না আমরা। একদিন সকালে আমার স্বামী মাঠে কাজ করার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয়। কিছুক্ষণ পর বাড়ি ফিরে এসে আমাকে বলে, ‘আজ রাস্তায় দালাল সাইফুলের সাথে দেখা হয়েছে। সে মালয়েশিয়ায় লোক পাঠায়। অনেকেই ওখানে গিয়ে অনেক টাকা উপার্জন করেছে। আমি যদি একবার যেতে পারি তাহলে আমরা অনেক টাকার মালিক হতে পারবো। ৪০,০০০/- টাকা (৪৭০/- ইউএস ডলার) মাসিক বেতন।’ শুনে আমারো বেশ ভাল লাগে। আমার স্বামী দালাল সাইফুল ইসলামের সাথে ৪,৫০,০০০/- টাকার (৫,২৯৭/- ইউএস ডলার) বিনিময়ে প্রফেশনাল ভিসায় বৈধভাবে মালয়েশিয়া পাঠানোর চুক্তি করে। আমার স্বামী জমি বিক্রি করে ২০১৬ সালে দালালকে প্রস্তাবমতো টাকা দেয়। কিন্তু দালাল কোনো প্রশিক্ষণের জন্য ডাকে না। বলে, সব কাগজপত্র ঠিক আছে। ওখানে গেলে চাকরি হয়ে যাবে। ২০১৬ সালে আমার স্বামী মালয়েশিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা করে।

ওখানে যাওয়ার পর চুক্তি অনুযায়ী বেতন ও কাজ পায় না। যে কোম্পানির সাথে চুক্তি হয়, সেই কাগজপত্র অবৈধ ছিল। কাজ নাই, টাকা নাই, থাকার জায়গাও নাই। না খেয়ে এখানে-ওখানে ঘুরতে হয়। দালালকে জিজ্ঞেস করলে বলে, ‘প্রথমে কিছুদিন কষ্ট হবে। পরে সব ঠিক হয়ে যাবে।’ কিছুদিন পর এক বাংলাদেশী ভাইয়ের সহায়তায় একটা চাকরি জোটে। এই কাজে যে টাকা বেতন পায় তা দিয়ে নিজের খরচই ঠিকমতো চলে না, দেশে পাঠানো তো দূরের কথা। আমাদের টাকা রোজগারের আর কোনো উৎস নেই। আমি ছেলে-মেয়ে নিয়ে অনেক কষ্টে দিন কাটাচ্ছি।

আমার স্বামী লুকিয়ে লুকিয়ে কাজ করে। আমরা সব সময় ভয়ে থাকি, সে কখন পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। দালালের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি কিন্তু দালাল যোগাযোগ করে না। মোবাইল বন্ধ করে রাখে। দালালের বাড়িতে গিয়ে তাকে বলি, আমার স্বামীকে ফেরত দিতে অথবা বৈধ কাজ দিতে। দালাল কথা এড়িয়ে যায়। আমি ইউনিয়ন পরিষদে অভিযোগ করলে সালিশ ডাকা হয় কিন্তু সালিশে দালাল আসে না। আমার করণীয় সম্পর্কে আপনাদের কাছে জানতে চাই।

বিশেষজ্ঞ মতামতঃ

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

আপনার স্বামীর সাথে দালাল ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ৩১ ধারার অপরাধ সংঘটন করেছেন। আপনি উক্ত ধারার বিধান মোতাবেক একটি ফৌজদারী মামলা দায়ের করতে পারেন।

ড. তাসনিম সিদ্দিকী, প্রতিষ্ঠাতা চেয়ার, রামরু

কোন প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসতে হবে আপনার এই কেইসটা নিয়ে আদালত পর্যন্ত যাওয়ার জন্য। এই কাজগুলো করার জন্য অর্থনৈতিক যে সহায়তার প্রয়োজন, ওই জায়গাটায় ঘাটতি রয়েছে। এরকম মামলার খরচ ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ড দিতে পারে। রামরু ও অন্যান্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হয়তো এক্ষেত্রে সরকারের সহায়ক হিসেবে কাজ করতে পারে।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:

'অভিবাসীর আদালত'-এ প্রাপ্ত পরামর্শের ভিত্তিতে অভিযোগকারী রামরু'র সহায়তায় স্থানীয় মেডিয়েশন কমিটির কাছে মধ্যস্থতার জন্য আবেদন করেন। মেডিয়েশন কমিটি নোটিশের মাধ্যমে উভয় পক্ষকে নিয়ে ছয়বার আলোচনায় বসে। মধ্যস্থতায় সিদ্ধান্ত হয়, দালাল রিক্রুটিং এজেন্সির সাথে যোগাযোগ করে চুক্তি অনুযায়ী কাজ ও বেতন পাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, দালাল চুক্তি অনুযায়ী কাজ ও বেতন পাওয়ার ব্যবস্থা করায় অভিযোগটির মিমাংশা হয়।

৪.

'অভিবাসীর আদালত'-এর প্রথম অধিবেশনে পেশকৃত মাবিয়া খাতুনের অভিযোগ:

আমি মাবিয়া খাতুন; কুষ্টিয়া জেলার মিরপুরের বাসিন্দা। আমি একদিন আমার বোনের বাড়ি যাই। তখন আমার বোনের মেয়ে জানায়, টিভিতে প্রত্যেক শনিবার 'অভিবাসীর আদালত' নামে একটি অনুষ্ঠান হয়। ওখানে অভিবাসীরা তাদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের উপায় জানতে পায়, বিশেষ করে যারা টাকা দিয়ে প্রতারিত হয় তাদের টাকা ফেরত পেতে সাহায্য করে। এ কথা শোনার পর আমি অনুষ্ঠানটি দেখি এবং এখানে আসার উপায় জেনে নিই। আজ 'অভিবাসীর আদালত'-এ এসেছি আমার নিজের অভিবাসনের গল্প শোনাতে।

আমার স্বামী অসুস্থ ছিল। কাজ করতে পারতো না। আমার ছেলেমেয়ে অনেক ছোট ছিল। নিজের সংসার চালানোর জন্য আমি গার্মেন্টস্-এ কাজ নিই। যা বেতন পাই তা দিয়ে অনেক কষ্টে সংসার চালাই। একদিন কাজে যাওয়ার সময় বোয়েসেলের বিজ্ঞপ্তি দেখতে পাই। ওখানে লেখা ছিল জর্ডানে আনেক নারী গার্মেন্টস্ কর্মীর প্রয়োজন। খরচও কম পড়বে। আমি বেশি টাকা লাগবে না জেনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। আমি এলাকার দালাল মেহেদীর সাথে যোগাযোগ করি। মেহেদী আমার থেকে ৬০,০০০/- টাকা (৭০৬/- ইউএস ডলার) নিয়ে ২০১২ সালে আমাকে গার্মেন্টস্ ওয়ার্কার হিসেবে জর্ডান পাঠায়।

জর্ডান পৌঁছে কোনো কাজ পাই না। একটা ঘরে আটকে রাখে। ঠিকমতো খাবারও দেয় না। দেশে ফেরত আসতেও দেয় না। ফেরত পাঠায়ও না। এ সময় দেশে দালালের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করে ব্যর্থ হই। এভাবে কিছুদিন থাকার পর একটা গার্মেন্টস কারখানায় কাজ দেয়। সেখানে বেতন কম ছিল। তারপরও কাজ করতাম, কারণ আমার কাছে অন্য কোনো উপায় ছিল না। এইভাবে দুই বছর সাত মাস কাজ করার পর হঠাৎ একদিন কারখানায় আগুন ধরে মালিক অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং কারখানা বন্ধ করে দেয়। আমার চাকরি চলে যায়। কাজের জন্য যখন বাসা থেকে বের হই তখন সংঘবদ্ধ একটি পাচারচক্রের হাতে ধরা পড়ি। তারা আমার ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে। আমার বাড়ি থেকে মুক্তিপণ চায়। বিভিন্ন সময় আমার পরিবারের

কাছ থেকে অনেক টাকা মুক্তিপণ আদায় করে কিন্তু আমাকে দেশে পাঠায় না। এভাবে ১০,০০,০০০/- টাকা (১১,৭৭২/- ইউএস ডলার) দেওয়ার পর আমাকে দেশে ফেরত পাঠায়।

দেশে আসার পর দালালকে ফোন করি। সে ফোন ধরে না। দালালের বাড়িতে গিয়ে তাকে পাই না। সে পুরোপুরি পলাতক এখন। মোবাইল বন্ধ করে রেখেছে। থানায় অভিযোগ করি, পুলিশ এ বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ নেয় না। আমার কাছে ফোনের সব রেকর্ড আছে। আমি কি বিচার পাবো না?

বিশেষজ্ঞ মতামত:

মোঃ হুমায়ুন কবীর, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

এটা আসলে খুবই দুঃখজনক ঘটনা। এখানে অভিবাসন সংক্রান্ত প্রতারণার পাশাপাশি মানবপাচার সংক্রান্ত অপরাধও সংঘটিত হয়েছে। বিষয়টি বেশ জটিল। আপনি ওখানে যে পাচারচক্রের হাতে পড়েছিলেন তাদের সাথে দেশের দালালদের যোগাযোগ আছে কিনা তা বের করাটা জরুরী। এটা বের করা গেলে আর সাক্ষী পাওয়া গেলে, আপনি মানব পাচার প্রতিরোধ আইনের অধীন মামলা করতে পারবেন। এছাড়া ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ৩১ ধারার বিধান মোতাবেক দালালের বিরুদ্ধে একটি ফৌজদারী মামলা দায়ের করতে পারেন।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:

'অভিবাসীর আদালত'-এর সংশ্লিষ্ট পর্ব প্রচারের পর অভিযোগকারী আদালতে মামলা দায়ের করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়। পরে তিনি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করায় অভিযোগটির সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে আর জানা সম্ভব হয় না।

৫.

'অভিবাসীর আদালত'-এর দ্বিতীয় অধিবেশনে পেশকৃত তুহিনের অভিযোগ:

আমি তুহিন। আমার ঠিকানা এলেঙ্গা, কালিহাতী, টাঙ্গাইল। 'অভিবাসীর আদালত' একটি সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে অভিবাসন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, আইনজীবী এবং প্রতারিত অভিবাসীরা অংশ নেন। অভিবাসীরা তাদের সাথে হওয়া প্রতারণা ও দুঃখ-কষ্টের কথা তুলে ধরেন বিশেষজ্ঞদের পরামর্শের আশায়। আজ আমি নিজের অভিবাসনের গল্প শোনাতে এই অনুষ্ঠানে এসেছি।

আমার পরিবার অনেক বড় ছিল। আর্থিক টানাপোড়েন ছিল। ছোট একটি ব্যবসা করতাম। একদিন কাজ করতে গিয়ে আমার এক বন্ধুর সাথে দেখা। সে ওমান থাকে। ওখানে গিয়ে অনেক টাকা উপার্জন করে দেশে চলে এসেছে। তার থেকে সব শুনে আমি ভাবলাম, ওমান যাবো। এরপর বিদেশ যাওয়ার জন্য কত টাকা লাগে এবং কিভাবে প্রসেসিং করতে হয় তা জানার জন্য আমার গ্রামের দালাল হায়দারের কাছে যাই। হায়দার আমাকে ওমান পাঠানোর জন্য খুব আগ্রহ প্রকাশ করে। দোকানে সেলসম্যানের কাজ ও বেশি বেতনের লোভ দেখায়। সব মিলিয়ে ৩,৩০,০০০/- টাকা (৩,৮৮৫/- ইউএস ডলার) খরচ হবে বলে জানায় সে। আমি দালালের কথা শুনে রাজী হলে তার সাথে চুক্তি হয়। আমি ঋণ করে টাকা জোগাড় করে দালাল হায়দারকে দিই। আমার সকল কাগজপত্র ঠিক করে ২০১৭ সালের নভেম্বর মাসে আমাকে ওমান পাঠায় সে।

ওমান যাওয়ার পর দালালের কথার সাথে কাজের কোনো মিল পাই না। দোকানে কাজ না দিয়ে মরুভূমিতে কাজ দেয়। প্রচণ্ড গরমে গরু-ছাগল চরানোর কাজ ছিল। তার ওপর বেতন নিয়মিত দিত না। খাবার দিত শুকনো রুটি। আমি এসব খাবার খেতে পারতাম না। কাজ করতে অনেক কষ্ট হতো। এভাবে দশ দিন কাটার পর কোম্পানি কিছু না জানিয়ে টিকিট কেটে আমাকে দেশে পাঠিয়ে দেয়। দালালের সাথে কথা বললে সে বলে, 'আমি তোমাকে পাঠাইনি, আমার বেয়াই পাঠিয়েছে। আমি টাকা দিতে পারব না।'

দেশে ফিরে দালালের সাথে যোগাযোগ করি আর টাকা ফেরত চাই। দালাল টাকা ফেরত দিতে পারবে না বলে দেয়। গ্রামের লোকজন নিয়ে সালিশ ডাকলে সে অস্বীকার করে টাকা নেওয়ার কথা। এখন আমি কার কাছে যাবো, টাকা কিভাবে ফেরত পাবো? আমি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। আমার করণীয় সম্পর্কে আপনাদের কাছে জানতে চাই।

বিশেষজ্ঞ মতামত:

এস এম রেজাউল করীম, অ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

আপনি রামরুর সহায়তা নিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে মধ্যস্থতায় বসতে পারেন। সেখানে প্রতিকার না পেলে আপনি বিএমইটি-তে অভিযোগ করতে পারেন। এছাড়াও ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ৩১ ধারা অনুসারে ফৌজদারী মামলা দায়ের করতে পারেন।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:

'অভিবাসীর আদালত'-এ প্রাপ্ত পরামর্শের ভিত্তিতে অভিযোগকারী রামরু'র সহায়তায় স্থানীয় মেডিয়েশন কমিটির কাছে মধ্যস্থতার জন্য আবেদন করেন। কমিটি দুই পক্ষকে নোটিশ প্রদান করে মধ্যস্থতার আয়োজন করে। চতুর্থ অধিবেশনে উভয় পক্ষের সমঝোতার ভিত্তিতে ৯০,০০০/- টাকায় (১,০৬০/- ইউএস ডলার) অভিযোগটির মিমাংসা হয়।

৬.

'অভিবাসীর আদালত'-এর দ্বিতীয় অধিবেশনে পেশকৃত আশরাফের অভিযোগ:

আমি আশরাফ। আমার বাড়ি টাংগাইল জেলার কালিহাতীতে। আমার গ্রামে রামরু'র কর্মীরা অভিবাসীদের নিয়ে কাজ করে। যারা অভিবাসন করতে চায় তাদের সঠিক তথ্য দিয়ে সাহায্য করে এবং যারা দালালকে টাকা দিয়ে প্রতারণার শিকার হয় তাদের টাকা ফেরত পেতে সাহায্য করে। আমি অভিবাসন করতে গিয়ে প্রতারণার শিকার। তাই রামরু'র কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করি। তারা আমাকে 'অভিবাসীর আদালত'-এ আসতে বলে। আজ আমি এই অনুষ্ঠানে এসেছি নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলতে।

আমার বড় ভাই মালয়েশিয়া থাকেন। ২০১৪ সালে সে এক দালালের মাধ্যমে ঋণ করে মালয়েশিয়া যায় এবং এক বছরে তার ঋণ পরিশোধ করে। তার পরিবার এখন অনেক সুখে আছে। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিই মালয়েশিয়া যাওয়ার জন্য। আমার পাশের গ্রামের দালাল আব্দুল মতিন মালয়েশিয়া থাকে। আমি তার স্ত্রীর সাথে যোগাযোগ করি। দালাল আব্দুল মতিন বলে, তাকে ৪,০০,০০০/- টাকা (৪,৭০৯/- ইউএস ডলার) দিলে সে আমাকে কুয়ালালামপুরে নিয়ে যেতে পারবে। আমাকে তেলের পাম্পে কাজ দেবে। বেতন হবে ৪০,০০০/- টাকা (৪৭০/- ইউএস ডলার)। আমি দালালকে বলি, 'এখন এত টাকা কই পাবো? আমার কাছে এত টাকা নেই।' দালাল আমাকে বলে, 'তুমি আমার পরিচিত। এখন তুমি আমাকে ২০,০০০/- টাকা (২৩৫/- ইউএস ডলার) দাও।

আমি পাসপোর্ট করে তোমাকে নিই। তুমি এখানে এসে বাকি টাকা দিও। আমি তার কথামতো টাকা দিয়ে ২০১৫ সালে মালয়েশিয়া চলে যাই।

মালয়েশিয়া যাওয়ার পর এয়ারপোর্টে কয়েকজন লোক আমাকে নিতে আসে। আমি ওদের সাথে যাই। ওরা আমাকে কোনো কাজ দেয় না। আমার কাছ থেকে সব কাগজপত্র নিয়ে নেয় এবং একটা ঘরে বন্দী করে রাখে। অনেক মারধর করে। আরো টাকা চায়। আমার কাছে টাকা নাই দেখে আমার বাড়িতে ফোন করে মুক্তিপণ চায়। আমার কষ্ট দেখে আমার বাবা জমি বিক্রি করে ৩,৬০,০০০/- টাকা (৪,২৩৮/- ইউএস ডলার) দালালের স্ত্রী নাসিমা-কে দেয়। তারপর ওরা আমাকে মুক্তি দেয়। আমি নিজের খাওয়ার খরচ জোগাড় করার জন্য লুকিয়ে লুকিয়ে কাজ করতে থাকি, কারণ আমার কাছে কোনো কাগজপত্র নেই। একদিন কাজ করতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়ি। পুলিশ আমাকে জেলে নেয়। জেলে আমার কষ্ট আরো বেড়ে যায়। ওখানে আমাকে অনেক মারধর করতো; দিনে তিনবার উলঙ্গ হয়ে গোসল করতে হতো। এভাবে অনেকদিন পার হওয়ার পর আমাকে মুক্তি দেয়। আমি দেশ থেকে টাকা নিয়ে টিকিট করে দেশে ফিরে আসি।

দেশে এসে দালালের বাড়ি যাই। দালালের স্ত্রী কথা বলতে চায় না। টাকা ফেরত চাইলে দিতে রাজি হয় না। দালালের দুইটা মেয়ে ছিল। দালালের স্ত্রী আমাকে হুমকি দেয়। বলে, আর একদিন যদি আমার বাড়িতে আসো নারী নির্যাতনের কেইস দেবো। আমার কী করণীয় তা আপনাদের কাছে জানতে চাই।

বিশেষজ্ঞ মতামত:

এস এম রেজাউল করীম, অ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

আপনি ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনে খুব একটা সুবিধা করতে পারবেন না। তাই আপনি ২০১২ সালের মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন আইনে একটি মামলা দায়ের করতে পারেন।

শামীম আহম্মেদ চৌধুরী নোমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, বায়রা

যদি আপনার কাছে স্মার্ট কার্ড থাকত, বৈধভাবে বিদেশ যেতেন তাহলে এরকম সমস্যায় পড়তেন না। যদি কেউ বৈধভাবে বিদেশ গিয়ে কোনো রকম সমস্যায় পড়েন, তাহলে সরকার এটা দেখেন। আমরা যে সিস্টেম চালু করেছি এর মাধ্যমে লাখ-লাখ লোক বিদেশ যাচ্ছেন কিন্তু এখন পর্যন্ত কেউ প্রতারিত হন নাই। উনি পার্সোনাল কানেকশনের মাধ্যমে বিদেশ গিয়েছিলেন। ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিয়ে গেলে এসব সমস্যা হওয়ার কথা না। এই সমস্যা হয় সঠিক প্রসেস-এর মাধ্যমে না যাওয়ার কারণে।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:

'অভিবাসীর আদালত'-এ প্রাপ্ত পরামর্শের ভিত্তিতে অভিযোগকারী রামরু'র লিগ্যাল সাপোর্ট সেল-এর সহায়তায় বিএমইটি-তে একটি অভিযোগ দাখিল করেন। অভিযোগটি এখনও অনিষ্পন্ন অবস্থায় আছে।

৭.

'অভিবাসীর আদালত'-এর দ্বিতীয় অধিবেশনে পেশকৃত তোফাজ্জলের অভিযোগ:

আমার নাম তোফাজ্জল। ঠিকানা এলেঙ্গা, কালিহাতী, টাঙ্গাইল। আমার এক বন্ধু বিদেশ গিয়ে প্রতারণার শিকার হয়। দালাল অনেক টাকা নিয়ে ওকে বিদেশ পাঠায়। ওখানে কাজ না পাওয়ার কারণে ফিরে আসতে হয় দেশে। দেশে ফিরে দালালের থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করে সে। আমি জানতে চাই, কিভাবে সে টাকা ফেরত পেয়েছিল।

তখন আমার বন্ধুর আলাপে 'অভিবাসীর আদালত'-এর কথা আসে। এরপর আমিও নিয়মিত 'অভিবাসীর আদালত' অনুষ্ঠানটি দেখি। আমার জীবনেও এরকম একটি অভিজ্ঞতা আছে। আজ এই অনুষ্ঠানে এসেছি নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলতে।

আমার প্রতিবেশী আইয়ুব বিদেশে লোক পাঠায়। তাকে এলাকার লোকজন দালাল আইয়ুব বলেই জানে। আইয়ুব একদিন আমার বাড়িতে আসে। আলাপের এক ফাকে আমাকে বলে, 'জানো তো আমি দুবাইয়ে লোক পাঠাই? এ যাবৎ আমি অনেকগুলো লোক পাঠিয়েছি। তারা অনেক ভালো কাজ করছে। তারা অনেকেই অনেক টাকা উপার্জন করছে। বাড়ি-গাড়ি, জমি-জমা কিনেছে। তারা অনেক সুখে আছে। তুমি যদি একবার কষ্ট করে টাকা যোগাড় করে দুবাই যেতে পারো তাহলে অনেক লাভবান হবা। ঋণ করে গেলেও এক বছরের মধ্যে তা পরিশোধ করতে পারবে। খরচ পড়বে ১,৯০,০০০/- টাকা (২,২৩৫/- ইউএস ডলার)।' সে আরো বলে, ভালো কোম্পানিতে কাজ এবং বেতন অনেক বেশি হবে। আমি ভাবার জন্য দালাল আইয়ুবের কাছে কিছু সময় নিই।

বিষয়টা নিয়ে আমার পরিবারের সাথে আলোচনা করি। সব শুনে তারা তারা সম্মতি জানায় দুবাই যাওয়ার ব্যাপারে। আমার বাবা আমাদের এক আত্মীয়ের কাছ থেকে ধার করে টাকা জোগাড় করে। আমি ২০০৯ সালে দালাল আইয়ুবকে তার প্রস্তাবমতো টাকা দিই দুবাই যাওয়ার জন্য। টাকা নেওয়ার পর দালাল আমাকে এড়িয়ে চলতে শুরু করে। দালালকে জিজ্ঞেস করলে অপেক্ষা করতে বলে। বলে, সব ব্যবস্থা হচ্ছে। এভাবে আজ পাঠাবো কাল পাঠাবো করে কিন্তু পাঠাতে পারে না। আমাকে বলে, 'তোমাকে খুব তাড়াতাড়ি পাঠাবো কাগজপত্র ঠিক করছি'। কিছুদিন পরে আবার বলে, 'দুবাইয়ে এখন লোক নিচ্ছে না। লোক নিলে সাথে সাথেই পাঠাবো।' এভাবে নানা বাহানায় অনেক বছর পার হয় কিন্তু পাঠাতে পারে না।

ধৈর্য্য হারিয়ে এক সময় সিদ্ধান্ত নিই, আর বিদেশেই যাবো না। আমি দালালের কাছে টাকা ফেরত চাই। দালাল টাকা ফেরত দিতে রাজী হয় না। আমি টাকা দেওয়ার সময় কোনো লিখিত ডকুমেন্ট রাখিনি। মেম্বরের পরামর্শে গ্রামের লোকজন নিয়ে সালিশ ডাকি। কিন্তু সালিশে দালাল আসে না। এভাবে আরো কয়েকবার সালিশের মাধ্যমে চেষ্টা করে ফল পাই না। এর মাঝে অনেক বছর চলে গেছে। টাকা পাওয়ার আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। 'অভিবাসীর আদালত' দেখে আবার মনে আশার আলো জেগেছে। আমি কিভাবে টাকা ফেরত পেতে পারি তা আপনাদের কাছে জানতে চাই?

বিশেষজ্ঞ মতামত:

এস এম রেজাউল করীম, অ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

অনেক আগের ঘটনা। ২০০৯ সালে প্রতারিত হয়েছেন। তখন ২০১৩ সালের আইনটি বলবৎ ছিল না। আপনি বাংলাদেশ দন্ডবিধির ৪০৫, ৪০৬ ধারায় ফৌজদারী মামলা দায়ের করে মৌখিক সাক্ষ্য প্রমাণাদি উপস্থাপন করতে পারলে প্রতিকার পাবেন।

শামীম আহম্মেদ চৌধুরী নোমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, বায়রা

কোনো এজেন্সির কারণে কেউ প্রতারিত হলে আমরা প্রতিকারের ব্যবস্থা করি। আমাদের চারটা আর্বিট্রেশন সেল আছে। কোনো এজেন্সির মাধ্যমে কোনো কর্মী যদি বিদেশ গিয়ে কোনো ধরণের সমস্যায় পড়ে, তাহলে আমরা তা সমাধানের চেষ্টা করি। বাইরে কেউ আটকা পড়লেও আমরা নিজ খরচে তাকে বাংলাদেশে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করি।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:

'অভিবাসীর আদালত'-এ প্রাপ্ত পরামর্শের ভিত্তিতে অভিযোগকারী রামরু'র সহায়তায় স্থানীয় মেডিয়েশন কমিটির কাছে মধ্যস্থতার জন্য আবেদন করেন। মেডিয়েশন কমিটির নোটিশ দেওয়ার পরও অভিযুক্ত ব্যক্তি অনুপস্থিত থাকায় খোঁজ নিয়ে জানা যায়, তিনি অন্যত্র থাকেন। যার ফলে মধ্যস্থতা প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। দুই বছর পর অভিযুক্ত ব্যক্তির খোঁজ পাওয়া যায়। বর্তমানে মধ্যস্থতা প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

৮.

'অভিবাসীর আদালত'-এর তৃতীয় অধিবেশনে পেশকৃত শফিকুলের অভিযোগ:

আমি শফিকুল; টাঙ্গাইলের গোপালপুরের বাসিন্দা। 'অভিবাসীর আদালত' অভিবাসীদের জন্য সচেতনতামূলক একটি জনপ্রিয় অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে অভিবাসন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, আইনজীবী এবং প্রতারিত হওয়া অভিবাসীরা অংশ নেয়। অভিবাসীরা বিশেষজ্ঞ পরামর্শের আশায় তাদের সাথে ঘটে যাওয়া প্রতারণার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন এবং বিশেষজ্ঞরা সঠিক সমাধান বলে দেন। তাই আমি আজকের 'অভিবাসীর আদালত'-এ নিজের অভিবাসনের অভিজ্ঞতা শোনাতে এসেছি।

আমি ২০১৬ সালে প্রথম সিদ্ধান্ত নিই বিদেশ যাওয়ার। এই উদ্দেশ্যে আমি একটা রিক্রুটিং এজেন্সির সাথে যোগাযোগ করি। এজেন্সির নাম মা ইন্টারন্যাশনাল। এজেন্সির সাথে আমার চুক্তি হয় ৩,৮০,০০০/- টাকার (৪,৪৭১/- ইউএস ডলার) বিনিময়ে আমাকে সিঙ্গাপুরে পাঠাবে। সেখানে একটা কোম্পানিতে আমাকে কাজ দেবে এবং বেতন অনেক বেশি হবে। আমি ২০১৭ সালে তাকে চুক্তিমতো টাকা দিইরন এবং নিয়ম অনুসারে বিএমইটি থেকে ট্রেনিং নিই। ট্রেনিং শেষে এজেন্সি আমার কাছ থেকে আরো ১,০০,০০০/- টাকা (১,১৭৬/- ইউএস ডলার) দাবি করে। তখন আমি চুক্তির কথা বলি এবং আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলি। তখন তারা আমাকে বলে, 'অন্তত আরো ৩০,০০০/- টাকা (৩৫৩/- ইউএস ডলার) দাও, তোমাকে খুব দ্রুত পাঠিয়ে দেবো।' এই কথা শুনে আমি টাকা দিই। এর কিছুদিন পর ফ্লাইটের ডেট পড়ে এবং আমি সিঙ্গাপুর চলে যাই।

ওখানে গিয়ে চুক্তির সাথে কাজ ও বেতনের কোনো মিল পাই না। অন্য কাজ দেয় এবং বেতন কম। কোম্পানির কাছ থেকে জানতে পারি, কন্ট্রাক্ট পেপার ভুয়া ছিল। আমি কাজ পরিবর্তন করে দিতে বলি কোম্পানিকে। কোম্পানি পারবে না বলে জানায়। আমি এজেন্সিকে জানাই। এজেন্সি বলে, আমাদের করার কিছু নাই। তিনদিন পর কোম্পানি আমার সকল কাগজপত্র বাতিল করে দেয়। আমি সিঙ্গাপুর ম্যানপাওয়ার অফিসে যাই। ওরা কোনো পদক্ষেপ নেয় না। এরপর নিয়োগকারী আমাকে দেশে পাঠিয়ে দেয়।

দেশে ফিরে এসে এজেন্সির কাছে যাই। তারা বলে, 'আমরা কিছু করি নাই, কোম্পানি সব কিছু করেছে। আমরা কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করে আপনার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করে দেবো। আপনি বাড়ি চলে যান। কাগজপত্র রেডি করে আপনাকে ডাকবো।' পরবর্তীতে যখন আমি যোগাযোগ করি, তখন তারা বলে, 'এখনও কোম্পানির সাথে যোগাযোগ হয় নাই। আমরা খুব তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করে আপনার টাকা ফেরত দিবো।' কিন্তু সময় গেলেও টাকা ফেরত দেয় না। আজ দেবে কাল দেবে বলে তারিখ দিতেই থাকে। এখন কিভাবে টাকা ফেরত পাবো তা আপনাদের কাছে জানতে চাই।

বিশেষজ্ঞ মতামত:

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনে অভিবাসনের নামে প্রতারণার ক্ষেত্রে শাস্তির বিধান রয়েছে। তবে প্রথমে মধ্যস্থতার মাধ্যমে টাকা তোলার চেষ্টা করতে হবে। তা না হলে উক্ত আইনের ২৮ ধারার বিধান অনুসারে দেওয়ানী মোকদ্দমার মাধ্যমে টাকা ফেরত পেতে পারেন।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:

'অভিবাসীর আদালত'-এ প্রাপ্ত পরামর্শের ভিত্তিতে অভিযোগকারী রামরু'র লিগ্যাল সাপোর্ট সেল-এর সহায়তায় বিএমইটি-তে একটি অভিযোগ দাখিল করেন। বিএমইটি'র সালিশে উভয় পক্ষকে নিয়ে আলোচনা সাপেক্ষে ২,০০,০০০/- টাকায় (২,৩৫৫/- ইউএস ডলার) অভিযোগটির মিমাংসা হয়।

৯.

'অভিবাসীর আদালত'-এর তৃতীয় অধিবেশনে পেশকৃত মর্জিনা আক্তারের অভিযোগ:

আমি মর্জিনা আক্তার। আমার বাড়ি টাঙ্গাইলের পাইকড়া ইউনিয়নে। 'অভিবাসীর আদালত' একটি সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে বিশেষজ্ঞ ও আইনজীবীর সামনে প্রতারিত হওয়া অভিবাসীরা তাদের গল্প তুলে ধরে। তাদের সমস্যা-সংকট শুনে বিশেষজ্ঞরা আইনগত প্রতিকারের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করে থাকেন। রামরু'র মাধ্যমে এ ব্যাপারে অবহিত ও আগ্রহী হয়ে আজ 'অভিবাসীর আদালত'-এ এসেছি আমার স্বামীর অভিবাসনের গল্প শোনাতে।

আমাদের ইউনিয়নের দালাল নাছিমা বেগমের স্বামী মালয়েশিয়া থাকেন। একদিন কাজ থেকে বাড়ি ফিরে আমার স্বামী আমাকে বলে, 'আজ রাস্তায় দালাল নাছিমার সাথে দেখা। সে তো মালয়েশিয়ায় লোক পাঠায়। তার স্বামী ওখানে আছে। অনেকেই তার মাধ্যমে ওখানে গিয়ে অনেক টাকা উপার্জন করেছে। আমি যদি একবার যেতে পারি তাহলে আমরা অনেক টাকার মালিক হতে পারবো।' আমিও স্বামীর কথায় সায় দিলাম। এরপর দালাল নাছিমার সাথে আমার স্বামী ৪,৫০,০০০/- টাকা (৫,২৮৭/- ইউএস ডলার) খরচে ওয়েলডিং-এর কাজের জন্য একটি চুক্তি করে; যেখানে মাসিক বেতন হবে ৪০,০০০/- টাকা (৪৭০/- ইউএস ডলার)। চুক্তি অনুযায়ী টাকা জোগাড় করতে আমরা কিছু জমি বিক্রি করি ও ঋণ করি। টাকা সংগ্রহ শেষে ২০১৬ সালে দালাল নাছিমাকে চুক্তি মাফিক পুরো টাকা দেয় আমার স্বামী। আমার স্বামীকে কোনো প্রশিক্ষণ করায় না। বলে সব কাগজপত্র ঠিক আছে, ওখানে গেলে চাকরি হয়ে যাবে। ২০১৬ সালে আমার স্বামী মালয়েশিয়া যায়।

ওখানে যাওয়ার পর চুক্তি অনুযায়ী কাজ দেয় না আমার স্বামীকে। সেখানে দালালদের আরেকটি চক্র তাকে একটা রুমে আটকে রেখে আমাদের কাছে ৩,০০,০০০/- টাকা (৩,৫২৫/- ইউএস ডলার) দাবি করে। আমি নাছিমার সাথে যোগাযোগ করলে বলে, এটাতে তার স্বামীর কোনো হাত নেই। আমরা বাধ্য হয়ে, কোনো উপায় না পেয়ে সকল জমি বেঁচে টাকা জোগাড় করে ওদের দিই। তখন ওরা আমার স্বামীকে মুক্তি দেয়। ওদিকে তার কাজ নাই, টাকা নাই, থাকার জায়গাও নাই। না খেয়ে রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরতে থাকে। এভাবে সে বছরখানেক পালিয়ে কাজ করে নিজের থাকা-খাওয়ার খরচ চালায়। কিন্তু দেশে টাকা পাঠাতে পারে না। এদিকে দেশে আমাদের টাকা রোজগারের আর কোনো উৎস নেই। আমি ছেলে-মেয়ে নিয়ে অনেক কষ্টে দিন কাটাচ্ছি।

আমার স্বামী লুকিয়ে লুকিয়ে কাজ করে। আমরা সব সময় ভয়ে থাকি, কখন পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। দালালের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি। কিন্তু দালাল যোগাযোগ করে না। মোবাইল ফোন বন্ধ রাখে। দালালের বাড়িতে গিয়ে তাকে বলি, আমার স্বামীকে ফেরত পাঠাতে অথবা বৈধ কাজ দিতে। দালাল বলে তাদের কিছু

করার নেই। আর কোনো সদুত্তর দেয় না। এখন আমার স্বামী ও আমার কী করণীয় তা আপনাদের কাছে জানতে চাই।

বিশেষজ্ঞ মতামত:

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। এখানে ২০১২ সালের মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন আইনের ৬ ধারায় অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। এই আইনের অধীন একটি মামলা দায়েরের পাশাপাশি ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ৩১ ধারার অধীন দালালের বিরুদ্ধে একটি প্রতারণার মামলাও দায়ের করতে পারেন।

ড. তাসনিম সিদ্দিকী, প্রতিষ্ঠাতা চেয়ার, রামরু

স্থানীয় পর্যায়ে মধ্যস্থতার মাধ্যমে টাকা আদায়ের চেষ্টা করা যেতে পারে। যেহেতু আপনার স্বামী সেখানে অবৈধ ভাবে আছেন, তাই তাকে ফিরিয়ে আনা ও ক্ষতিপূরণের দাবি করতে পারেন। মানবপাচার একটি গুরুতর অপরাধ। সেই অপরাধ সংঘটিত হয়েছে বলেও আমাদের অ্যাডভোকেট সাহেব বললেন। সুতরাং পরামর্শমতো মামলা দায়ের করাও উচিত।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:

'অভিবাসীর আদালত'-এ প্রাপ্ত পরামর্শের ভিত্তিতে অভিযোগকারী রামরু'র সহায়তায় স্থানীয় মেডিয়েশন কমিটির কাছে মধ্যস্থতার জন্য আবেদন করেন। মেডিয়েশন কমিটি নোটিশের মাধ্যমে উভয় পক্ষকে নিয়ে ছয়বার আলোচনায় বসে। মধ্যস্থতায় সিদ্ধান্ত হয়, দালাল রিক্রুটিং এজেন্সির সাথে যোগাযোগ করে চুক্তি অনুযায়ী কাজ ও বেতন পাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, দালাল চুক্তি অনুযায়ী কাজ ও বেতন পাওয়ার ব্যবস্থা করায় অভিযোগটির মিমাংশা হয়।

১০.

'অভিবাসীর আদালত'-এর তৃতীয় অধিবেশনে পেশকৃত আব্দুল লতিফের অভিযোগ:

আমি আব্দুল লতিফ; টাঙ্গাইল সদরের বাসিন্দা। আমার এক বন্ধু দালালের মাধ্যমে বিদেশ গিয়ে কাজ না পাওয়ার কারণে দেশে ফেরত আসে। দেশে ফিরে আইনি ব্যবস্থার মাধ্যমে দালালের কাছ থেকে সে টাকা উদ্ধার করে। তার কাছেই প্রথম 'অভিবাসীর আদালত' টিভি অনুষ্ঠানটির কথা শুনি। সে আমাকে বলে, 'তুমিও দালাল দ্বারা প্রতারিত। 'অভিবাসীর আদালত'-এ গিয়ে নিজের সমস্যা খুলে বলো। আশা করি একটা সমাধানের পথ খুঁজে পাবে।' বন্ধুর কথা শুনে রামরুর সহায়তায় আজ আমি 'অভিবাসীর আদালত'-এ এসেছি নিজের সংকটের কথা তুলে ধরতে।

আমি দেশে একটি কোম্পানিতে কাজ করতাম। ওখানে দালাল লাল মিয়ার সাথে আমার পরিচয় হয়। লাল মিয়া আমাকে প্রলোভন দেখায় বাহরাইন যাওয়ার জন্য। আমাকে বলে তার কাছে ভালো ভিসা আছে। কাজ কম, বেতন বেশি। দালাল কয়েকজনের নাম বলে, যারা বিদেশ গিয়ে অনেক টাকা উপার্জন করেছে। ৪,৫০,০০০/- টাকা (৫,২৮৭/- ইউএস ডলার) খরচ পড়বে বলে জানায় সে। আমি লাল মিয়ার প্রস্তাবে রাজী হয়ে যাই। আমি ২০১৬ সালে ঋণ করে লাল মিয়াকে তার প্রস্তাবমতো চেকের মাধ্যমে পুরো টাকা দিই। একই বছর দালাল আমাকে বাহারাইন পাঠায় ফ্রি ভিসায়।

বাহরাইন পৌঁছার পর চুক্তি অনুযায়ী কাজ দেয় না। যা কাজ দেয়, বেতন দেয় অনেক কম। এ বেতন দিয়ে ঠিকমতো নিজের খাবারের টাকায় হয় না। কাজ করতে অনেক কষ্ট হতো। নানা ধরণের কায়িক পরিশ্রম করতে হতো। শরীরের ওপর অনেক চাপ যেত। তবু আমি কষ্ট করে কাজ করতে থাকি। তিন মাস কাজ করার পর হঠাৎ আমার ভিসা বাতিল হয়ে যায়। তখন আমি সেখানে অবৈধ হয়ে যাই। আমি দালালের সাথে এ ব্যাপারে কথা বলার চেষ্টা করি। দালাল কথা বলে না। আমি অবৈধ হয়ে চারমাস রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরি। কোনো কাজ পাই না। অনাহারে-অর্ধাহারে রাস্তায় রাত কাটাতে থাকি। এভাবে চারমাস পার হবার পর আমি একেবারে নিরুপায় হয়ে পড়ি। এক পর্যায়ে বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে টিকিট কেটে দেশে চলে আসি।

দেশে ফিরেই দালালের বাড়ি যাই। কিন্তু দালালের দেখা পাই না। সে গা ঢাকা দেয়। আমি গ্রামের মাতুব্বরের কাছে যাই। মাতুব্বর সালিশ ডাকেন। সালিশে দালাল আসে এবং তার ৭০,০০০/- টাকা (৮২৪/- ইউএস ডলার) জরিমানা হয়। দালাল জরিমানার টাকা দেওয়ার জন্য এক বছর সময় নেয়। এক বছর পার হয়ে গেছে। এখন দালাল-কে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এ অবস্থায় আমার করণীয় কী- তা 'অভিবাসীর আদালত'-এর মাধ্যমে আপনাদের কাছে জানতে চাই?

বিশেষজ্ঞ মতামতঃ

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

আপনার ঘটনাটি দুঃখজনক। আপনার আরো সচেতন হওয়া দরকার ছিল। ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ৪১ ধারার অধীন প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস্ নিয়ে সরকারের কাছে আবেদন করতে পারেন। এছাড়াও একই আইনের ৩১ ধারার অধীন এখতিয়ারভূক্ত প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে একটি ফৌজদারি মামলা দায়ের করতে পারেন।

ড. তাসনিম সিদ্দিকী, প্রতিষ্ঠাতা চেয়ার, রামরু

মামলা করার অধিকার সকলেরই আছে। কিন্তু মামলা করতে গেলে টাকার দরকার হয়। সেটা অনেকের পক্ষেই কষ্টকর। তাই বিএমইটি-তে অভিযোগ করতে পারেন আগে। এছাড়াও স্থানীয় পর্যায়ে সালিশের মাধ্যমে সুরাহার জন্য আরো একবার চেষ্টা করে দেখতে পারেন।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থাঃ

'অভিবাসীর আদালত'-এ প্রাপ্ত পরামর্শের ভিত্তিতে অভিযোগকারী রামরু'র সহায়তায় স্থানীয় মেডিয়েশন কমিটির কাছে মধ্যস্থতার জন্য আবেদন করেন। মেডিয়েশন কমিটির নোটিশ পাওয়ার পরও অভিযুক্ত ব্যক্তি অনুপস্থিত থাকেন। যার ফলে মধ্যস্থতা প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না।

১১.

'অভিবাসীর আদালত'-এর চতুর্থ অধিবেশনে পেশকৃত মোঃ ছোবহানের অভিযোগঃ

আমি মোঃ ছোবহান; টাঙ্গাইল সদর উপজেলার বাসিন্দা। টাঙ্গাইল জেলায় রামরু'র কর্মীরা অভিবাসীদের নিয়ে কাজ করে। তারা প্রতারিত অভিবাসীদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে দেয়। সঠিক তথ্য দিয়ে সহায়তা করে। আমি অভিবাসী হতে গিয়ে প্রতারিত হই এবং তাদের সাথে কথা বলি। তারা আমাকে 'অভিবাসীর আদালত'-এর কথা বলে। তারপর থেকে আমি এই অনুষ্ঠানটি নিয়মিত দেখি। আমার খুব ভালো লাগে। আজ আমি 'অভিবাসীর আদালত'-এ এসেছি নিজের প্রবাস জীবনের গল্প শোনাতে।

আমার পাশের গ্রামের দালাল রইস মিয়া মালয়েশিয়ায় লোক পাঠায়। আমার এলাকার অনেক লোক তার মাধ্যমে মালয়েশিয়া গেছে। তারা এখন অনেক টাকা উপার্জন করছে। রইস মিয়া একদিন আমার বাড়িতে এসে বলে, তার কাছে মালয়েশিয়ার ভালো ভিসা আছে। কোম্পানির কাজ। বেতনও অনেক বেশি। আমি বলি, 'আমার কাছে তো অতো টাকা নেই।' দালাল তখন বলে, 'তোমার খরচ পড়বে ৩,০০,০০০/- টাকা (৩,৫৩১/- ইউএস ডলার)। তুমি এখন ১,০০,০০০/- টাকা (১,১৭৭/- ইউএস ডলার) দাও। আমি তোমার কাগজপত্র ঠিক করে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুমি ওখানে গিয়ে কাজ করে বাকি টাকা দিয়ে দিয়ো।' দালালের কথা মতো আমি ঋণ করে এক লক্ষ টাকা তাকে দিয়ে দিই। সে সকল কাগজপত্র ঠিক করে। পাসপোর্ট ও ভিসা করে। আমার লেখাপড়া খুবই কম ছিল। কাগজের লেখা ভালোভাবে বুঝতে পারিনি। এরপর ফ্লাইটের তারিখ পড়লে চুক্তি অনুযায়ী মালয়েশিয়া চলে যাই।

ওখানে পৌঁছার পর এয়ারপোর্টে কয়েকজন লোক আমাকে নিয়ে একটা বাসায় যায়। ওখানে আমাকে দুই দিন রাখে। কোন কাজ দেয় না। কাজের কথা বললে খারাপ ব্যবহার করে, মারধোর করে। ওখানে গিয়ে জানতে পারি, আমাকে ওয়ার্কিং ভিসায় না, ট্যুরিস্ট ভিসায় পাঠিয়েছে। তাই তার কাজ দিতে পারছে না। আমি দালালের সাথে যোগাযোগ করি। দালাল আমাকে দেশে ফিরে আসতে বলে। বলে, 'দেশে এসো। আমি তোমাকে আবার পাঠিয়ে দেবো।'

দেশে এসে দালালের সাথে যোগাযোগ করি। দালাল বলে, 'তোমার পাসপোর্ট আবার জমা দাও, আমি তোমাকে পাঠিয়ে দেবো। পাসপোর্ট জমা দেওয়ার সাত দিনের মধ্যে আমাকে আবার মালয়েশিয়া পাঠায়। এবার ওখানকার এয়ারপোর্টের কাছে আমাকে আটকে রাখে। একদিন আটকে রাখার পর আমার সকল কাগজপত্র ও টাকাপয়সা নিয়ে নেয়। এরপর আমাকে দেশে পাঠিয়ে দেয়। দেশে আসার পর দালালের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করে ব্যর্থ হই। দালালের বাড়ি গেলে, সে দেখা করে না। মোবাইল বন্ধ করে রাখে। আমার কাছে কোনো কাগজপত্র নেই। আমি কোথায় যাবো? এখন কী করেই বা আমার টাকা উদ্ধার করব আপনাদের কাছে জানতে চাই?

বিশেষজ্ঞ মতামত:

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

সব বিষয়ে মামলা করে সমাধান পাওয়া সম্ভব হয় না। তাই আগে থেকেই সচেতন হতে হয়। অভিবাসনে প্রতারিত হওয়ার একটি বড় কারণ অভিবাসী ভাই-বোনদের অসচেতনতা। আপনি বলেছেন, আপনার কাছে কোনো কাগজপত্র নেই। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করে ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ৩১ ধারায় একটি ফৌজদারী মামলা দায়ের করতে পারেন।

ড. তাসনিম সিদ্দিকী, প্রতিষ্ঠাতা চেয়ার, রামরু

স্থানীয়ভাবে মধ্যস্থতার চেষ্টা করতে পারেন। এ ব্যাপারে রামরু আপনাকে সহায়তা করতে পারে। এতে প্রতিকার লাভ না হলে মামলা করতে পারেন।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:

'অভিবাসীর আদালত'-এর সংশ্লিষ্ট পর্ব প্রচারের পর অভিযোগকারী বিদেশে চলে যাওয়ায় অভিযোগটির কোনও অগ্রগতি হয় না।

১২.

‘অভিবাসীর আদালত’-এর চতুর্থ অধিবেশনে পেশকৃত মোঃ নুরুজ্জামানের অভিযোগঃ

আমি মোঃ নুরুজ্জামান। আমার বাড়ি টাঙ্গাইলের এলেঙ্গায়। আমার স্ত্রী প্রথম আমাকে ‘আভিবাসীর আদালত’-এর কথা বলে। এরপর থেকে প্রতি শনিবার অভিবাসীদের নিয়ে হওয়া এই অনুষ্ঠানটি দেখতে থাকি। এখানে অভিবাসীরা নিজের দুঃখ-কষ্ট ও সংকটের কথা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানটির শেষে ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার দেয় যোগাযোগ করার জন্য। আমি ওই নাম্বারে যোগাযোগ করি এবং ‘অভিবাসীর আদালত’-এ আসার ব্যাপারে আমার আগ্রহ জানাই। আজ আমি আপনাদের সামনে অভিবাসন নিয়ে আমার অভিজ্ঞতার কথা বলতে এসেছি।

আমার পরিবার অনেক বড়। ছোট একটা দোকান ছিল বাজারে। দোকান থেকে যা আয় হতো, তা দিয়ে কোনোমতে সংসার খরচ চালাতাম। একদিন আমার দোকানে এলাকার দালাল ওয়াসিম আসে। সে আমাকে বলে, তার ভাই ওমানে লোক নেয়। সে আরো বলে, ‘তুমি দেশে অনেক কষ্টে জীবন-যাপন করছো। একবার ওখানে যেতে পারলে অনেক টাকা রোজগার করতে পারবে। আমার কাছে ভালো ভিসা আছে। ক্লিনারের ভিসা। অনেক ভালো কাজ; বেতন বেশি। তুমি চাইলে আমি ভাইয়ের সাথে কথা বলতে পারি। খরচ পড়বে ২,৫০,০০০/- টাকা (২,৯৪২/- ইউএস ডলার)।’ আমি ভাবলাম একবার যদি ঋণ করে ওমান যেতে পারি, তাহলে অনেক বছর কাজ করতে পারব। খুব তাড়াতাড়ি ঋণ পরিশোধ করতে পারব। আমার সংসারে কোনো দুঃখ-কষ্ট থাকবে না। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিই যাওয়ার জন্য। ২০১২ সালে দালাল ওয়াসিমকে তার বাবা ও স্ত্রীর উপস্থিতিতে তার প্রস্তাবমতো টাকা দিই। এরপর ভিসা আসে এবং ফ্লাইটের তারিখ পড়ে। আমি ওমান চলে যাই।

ওখানে গিয়ে জানতে পারি, আমার কাগজপত্র ঠিক নেই। যে কাজের জন্য আমাকে এখানে পাঠানো হয়েছে, তা হয় না। ওরা আমাকে কোনো কাজ দিতে পারে না। থাকার জায়গাও দিতে পারে না। আমি রাস্তায়-রাস্তায় না খেয়ে ঘুরতে থাকি। অনেক সময় মসজিদে রাত কাটাই। দালালের সাথে যোগাযোগ করার অনেক চেষ্টা করতে থাকি। দালাল ফোন ধরে না। আমি কাজ জোগাড় করার অনেক চেষ্টা করে ব্যর্থ হই। অনেকের হাতে-পায়ে ধরেছি একটা কাজ দেওয়ার জন্য; কেউ দেয়নি। এভাবে ক’মাস কাটার পর আমি আর টিকতে না পেরে বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে টিকিট কেটে চলে আসি।

দেশে এসে দালালের বাড়ি যাই। তার বাড়ির লোকজন কথা বলতে চায় না। আমাকে উল্টো হুমকি দেয়। স্থানীয়ভাবে সালিশ ডাকলে দালাল আসে না। এখন তারা বাড়ি থেকে পলাতক। আমি যাদের থেকে ঋণ নিয়েছিলাম সে বাড়ি এসে চাপ দিচ্ছে টাকার জন্য। এখন কিভাবে টাকা উদ্ধার করব। আমার করণীয় কী তা আপনাদের কাছে জানতে চাই?

বিশেষজ্ঞ মতামতঃ

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

আপনার অভিজ্ঞতা শুনলাম। এরকম দুঃখজনক ঘটনা আমরা প্রায়শই ঘটতে দেখছি। আপনি ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ২৮ ধারার বিধান অনুসারে টাকা আদায়ের জন্য একটি দেওয়ানি মোকদ্দমা এবং ৩১ ধারার বিধান মোতাবেক প্রতারণার বিরুদ্ধে একটি ফৌজদারী মামলা দায়ের করতে পারেন।

ড. তাসনিম সিদ্দিকী, প্রতিষ্ঠাতা চেয়ার, রামরু
ভবিষ্যতের জন্য সচেতন হবেন। স্থানীয়ভাবে মধ্যস্থতার মাধ্যমে সুরাহার জন্য আরেকবার চেষ্টা করতে পারেন।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:
'অভিবাসীর আদালত'-এ প্রাপ্ত পরামর্শের ভিত্তিতে অভিযোগকারী রামরু'র সহায়তায় স্থানীয় মেডিয়েশন কমিটির কাছে মধ্যস্থতার জন্য আবেদন করেন। মেডিয়েশন কমিটির নোটিশ পাওয়ার পরও অভিযুক্ত ব্যক্তি অনুপস্থিত থাকায় খোঁজ নিয়ে জানা যায়, তিনি অন্যত্র আছেন। যার ফলে মধ্যস্থতা প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না।

১৩.
'অভিবাসীর আদালত'-এর চতুর্থ অধিবেশনে পেশকৃত মোঃ মজনু মিয়ার অভিযোগ:

আমি মোঃ মজনু মিয়া। আমি টাঙ্গাইল সদর উপজেলার বাসিন্দা। আমার এক প্রতিবেশী দালালের মাধ্যমে বিদেশ গিয়ে কাজ না পেয়ে দেশে ফেরত আসে। দেশে ফিরে রামরু'র সহায়তায় আইনি প্রতিকার পায়। সে আমাকে প্রথম 'অভিবাসীর আদালত'-এর কথা বলে। তার কাছে শুনে এক শনিবার টেলিভিশনে অনুষ্ঠানটি দেখি। এরপর রামরু-তে যোগাযোগ করে এই অনুষ্ঠানটিতে আসার পরিকল্পনা করি। আমার নিজের দূর্ভোগের কথা বলতে আজকের এই 'অভিবাসীর আদালত'-এ এসেছি।

আমাদের যৌথ পরিবার। ছোট-খাট ব্যবসা আর কৃষিকাজ করে সংসারের খরচ চালাতাম। আমার আয়ের উপরেই আমার পরিবার বেশি নির্ভর ছিল। একদিন বিদেশ ফেরত এক প্রতিবেশীর সাথে দেখা। সে মালয়েশিয়া থাকে। ওখানে গিয়ে অনেক টাকা উপার্জন করে দেশে এসেছে। তখন আমি ভাবলাম, আমিও তো মালয়েশিয়া যেতে পারি। বিদেশ যাওয়ার জন্য কত টাকা লাগে এবং কিভাবে প্রসেসিং করতে হয় তা জানার জন্য আমার গ্রামের দালাল মালেকের কাছে যাই। মালেক আমাকে মালয়েশিয়া পাঠানোর ব্যাপারে খুব আগ্রহ প্রকাশ করে। বেশি বেতনের কনস্ট্রাকশনের কাজ দিতে পারবে বলে জানায়। আমি দালালের কথা শুনে তাকে ব্যবস্থা নিতে বলি। দালালের সাথে চুক্তি হয়, ৩,৫০,০০০/- টাকা (৪,১১৯/- ইউএস ডলার) খরচ দিলে আমাকে মালয়েশিয়া নেবে। এখন ১,৩০,০০০/- টাকা (১,৫৩০/- ইউএস ডলার) দিতে হবে। বাকি টাকা যাওয়ার পর বেতন থেকে কেটে নেবে।

ঋণ করে ও জমি বিক্রি করে ২০১৬ সালে দালালকে প্রস্তাবমতো টাকা এবং সকল কাগজপত্র জমা দিই। টাকা নেওয়ার কিছুদিন পর দালাল আমাকে একটা ভিসা দেয় আর বলে, 'কাল তোমার ফ্লাইট। ঢাকায় আসতে হবে।' আমি কেনাকাটা করে ঢাকায় আসি। ঢাকা আসার পর বলে, 'ফ্লাইট হবে না। বাসায় ফিরে যাও। ফ্লাইট ঈদেও পর।' এভাবে মোট তিনবার ঢাকায় আনে কিন্তু বিদেশ পাঠাতে পারে না। শেষবার আমাকে খিলক্ষেতের অফিসে নিয়ে সকল কাগজপত্র রেখে দেয়। এভাবে তালবাহানা করতে থাকে। আমি ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে যায়। আমি সিদ্ধান্ত নিই, আর বিদেশেই যাবো না। আমি দালালের কাছে টাকা ফেরত চাই। সে টাকা ফেরত দিতে চায় না।

এখন দালালের সাথে আর যোগাযোগ করতে পারছি না। তার বাড়িতে গিয়ে জানতে পারি, সে পলাতক। তার বাড়ির লোকজনের সাথে কথা বলতে চাইলে তারা কথা বলতে চায় না। দালালের মোবাইল ফোনও বন্ধ। এখন কী করে আমি আমার টাকা ফেরত পেতে পারি আপনাদের কাছে জানতে চাই?

বিশেষজ্ঞ মতামত:

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

আপনার গল্প শুনলাম। দুঃখজনক ঘটনা। আপনি ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ২৮ ধারার বিধান অনুসারে টাকা আদায়ের জন্য একটি দেওয়ানি মোকদ্দমা এবং ৩১ ধারার বিধান মোতাবেক প্রতারণার বিরুদ্ধে একটি ফৌজদারী মামলা দায়ের করতে পারেন।

ড. তাসনিম সিদ্দিকী, প্রতিষ্ঠাতা চেয়ার, রামরু

স্থানীয়ভাবে মধ্যস্থতার মাধ্যমে সুরাহার জন্য চেষ্টা করতে পারেন। এ ব্যাপারে রামরু আপনাকে সহায়তা করবে। সচেতনতার কোনো বিকল্প নেই। প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ উত্তম।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:

'অভিবাসীর আদালত'-এ প্রাপ্ত পরামর্শের ভিত্তিতে অভিযোগকারী রামরু'র সহায়তায় স্থানীয় মেডিয়েশন কমিটির কাছে মধ্যস্থতার জন্য আবেদন করেন। কমিটি দুই পক্ষকে নোটিশ প্রদান করে মধ্যস্থতার আয়োজন করে। অভিযুক্ত ব্যক্তি অনুপস্থিত থাকলে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, তিনি গুরুতর অসুস্থ ও মৃত্যুশয্যায়। তাই মধ্যস্থতা প্রক্রিয়া স্থগিত থাকে।

১৪.

'অভিবাসীর আদালত'-এর চতুর্থ অধিবেশনে পেশকৃত মোঃ শিপনের অভিযোগ:

আমি মোঃ শিপন। আমি টাঙ্গাইলের কালিহাতী থেকে এসেছি। এক শনিবার দুপুরে টিভি দেখছিলাম। এমন সময় দেখতে পাই, একজন অভিবাসী তার প্রবাস জীবনের কষ্টের কথা বলছে। আমি পুরো অনুষ্ঠানটি দেখি। এ অনুষ্ঠানে অভিবাসীরা নিজেদের দুঃখ-কষ্ট, প্রতারণা ও সংকটের গল্প বলেন এবং বিশেষজ্ঞরা সমস্যা সমাধানের উপায় বলে দেন। অনুষ্ঠানের শেষে একটি ঠিকানা দেয় যোগাযোগ করার জন্য, যে ঠিকানায় ভূক্তভোগীরা যোগাযোগ করতে পারবে। আমিও অভিবাসী হতে গিয়ে প্রতারণার শিকার। আমি ঐ ঠিকানায় যোগাযোগ করে নিজের সমস্যার কথা বলি। তারা আমাকে 'অভিবাসীর আদালত' টেলিভিশন অনুষ্ঠানে আসতে বলে। তাই আজ আমি নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলতে আজ এই অনুষ্ঠানে এসেছি।

একদিন সকালে এলাকার সাঈদ আলী আমার বাড়িতে আসে। সে সম্পর্কে আমার মামা হয়। আলাপের এক ফাকে সে আমাকে বলে, 'তুমি দেখছি অনেক কষ্টে সংসার চালাচ্ছো। ঠিকমতো কাজ পাও না। আমার এক পরিচিত দালাল আছে। সে অল্প খরচে দুবাই-এ লোক পাঠায় এবং ভালো কাজ দেয়। বেতনও বেশি পাওয়া যায়। তুমি কষ্ট করে যদি একবার যেতে পারো তাহলে অনেক টাকা আয় করতে পারবে। তুমি যদি রাজি থাকো, তাহলে আমি কথা বলব।' আমি বললাম, 'আপনাকে পরে জানাবো।' সাঈদের সাথে হওয়া সকল কথা আমি আব্বাকে বলি। আব্বা সব শুনে সম্মতি জানান। আব্বার সম্মতি পেয়ে আমি সাঈদ আলীর সাথে এলেঙ্গার সঠিকপুরে যাই দালাল শাহজাহানের সাথে দেখা করতে। দালাল বলে, তার কাছে দুবাইয়ের ভিসা আছে। কোম্পানিতে কাজ, থাকা-খাওয়ার খরচ কোম্পানির। যেতে খরচ পড়বে ১,৯০,০০০/- টাকা (২,২৩৬/- ইউএস ডলার)। বাড়িতে ফিরে এসে টাকা কথা জানালে জমি বিক্রি করে আমাকে টাকা দেয়। আমি দালাল শাজাহান-কে কথামতো টাকা বুঝিয়ে দিই। সে বলে, এক মাস পর ভিসা দেবে।

এক মাস পার হয়ে যায়। দালাল কোনো যোগাযোগ করে না, ভিসা দেয় না। আমি দালালের বাড়িতে যাই। দালাল বলে, 'ভিসা প্রসেসিং করতে একটু সময় লাগছে। আপনাকে খুব তাড়াতাড়ি পাঠাবো। এভাবে আরও একমাস হয়ে যায় কিন্তু দালাল কিছু জানায় না। তাকে চাপ দিলে সে আমাকে একটা টিকিট দিয়ে বলে, 'কাল আপনার ফ্লাইট।' আমি সব কেনাকাটা করে, সকল জিনিসপত্র নিয়ে দুবাই যাওয়ার উদ্দেশ্যে ঢাকায় আসি। আমাকে একটা বাসায় রাখে। দু'দিন পর বলে, ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। আমি মনখারাপ করে বাড়ি চলে আসি। এরপর থেকে দালালের সাথে আর যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। দালালের বাড়ি গিয়ে জানতে পারি, সে বাড়ি থেকে পলাতক। মোবাইল বন্ধ করে রেখেছে। গ্রামের লোকজন নিয়ে সালিশ ডাকলে দালাল আসে না। আমি খুব গরীব পরিবারের সন্তান। কী করে টাকা উদ্ধার করব, আপনাদের কাছে জানতে চাই?

বিশেষজ্ঞ মতামত:

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

আপনার সাথে সুস্পষ্ট প্রতারণা হয়েছে। বিষয়টি অত্যন্ত দুঃখজনক। ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ৩৬ ধারা মোতাবেক প্ররোচনার অভিযোগে সাঈদ আলী ও ৩১ ধারার বিধান মোতাবেক দালাল শাজাহানের বিরুদ্ধে এখতিয়ারভূক্ত আদালতে মামলা দায়ের করতে পারেন।

ড. তাসনিম সিদ্দিকী, প্রতিষ্ঠাতা চেয়ার, রামরু

একটা বিষয় মনে রাখতে হবে যে, আমি যার মাধ্যমে যেতে চাচ্ছি সে আমাকে নিতে পারবে কিনা। এখন দুবাইয়ে লোক নিচ্ছে না। আর এই খরচ দিয়ে দুবাই যাওয়া সম্ভব নয়। টাকা দেওয়ার আগে বুঝতে হবে যার কাছে টাকা জমা দিচ্ছেন সে আসলে বিদেশে পাঠাতে পারবে কিনা। এটা লোকাল সালিশের মাধ্যমে সমাধানের জন্য আরো একবার উদ্যোগ নিতে পারেন। এ ব্যাপারে রামরু আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:

'অভিবাসীর আদালত'-এ প্রাপ্ত পরামর্শের ভিত্তিতে অভিযোগকারী রামরু'র সহায়তায় স্থানীয় মেডিয়েশন কমিটির কাছে মধ্যস্থতার জন্য আবেদন করেন। মেডিয়েশন কমিটি দুই পক্ষকে নোটিশ প্রদান করে মধ্যস্থতার আয়োজন করে। সেখানে উভয় পক্ষ উপস্থিত হয়ে ৬৫,০০০/- টাকায় (৭৬৫/- ইউএস ডলার) অভিযোগটির মিমাংসা করে।

১৫.

'অভিবাসীর আদালত'-এর পঞ্চম অধিবেশনে পেশকৃত নুরজাহান খাতুনের অভিযোগ:

আমি নুরজাহান খাতুন। আমার বাড়ি টাঙ্গাইল সদরে। আমার ছোটবোন একদিন টিভি দেখছিল। আমিও পাশে বসে ছিলাম। একসময় দেখতে পাই, একটা মেয়ে তার প্রবাস জীবনের দুঃখের কথা বলছে। অনুষ্ঠানটি মনোযোগ দিয়ে দেখলাম শেষ পর্যন্ত। কারণ আমিও অভিবাসী হতে গিয়ে প্রতারণার শিকার। পরে জানলাম, অনুষ্ঠানটির নাম 'অভিবাসীর আদালত'। এই অনুষ্ঠানে অভিবাসীরা নিজের সমস্যার কথা তুলে ধরেন এবং বিশেষজ্ঞরা সমস্যা সমাধানের উপায় বলে দেন। তাই রামরু'র সহায়তায় আজ আমি 'অভিবাসীর আদালত'-এ নিজের সমস্যার কথা বলতে এবং সঠিক প্রতিকার জানতে এসেছি।

আমার বাবা আমাকে পাশের গ্রামের এক ছেলের সাথে বিয়ে দেয়। আমার স্বামীর ব্যবহার ভালো ছিল না। আমাকে অকারণে অনেক মারধোর করতো। অনেক মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করতো। আমার খাবার খরচ দিত না। অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ করতো। আমাকে বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে তাকে দিতে বলতো। আমার বাবা অনেক গরীব; তার কাছে টাকা নাই, আমি কিভাবে তাকে টাকা দিবো। টাকা না দেওয়ার কারণে আমাকে বাবার বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। আজ পাঁচ বছর ধরে আমি বাবার বাড়িতে আছি।

আমার বাবার সংসারে অভাব। আমার বোনেরা বলে, 'তুমি কী ভাবে চলবা? তোমার স্বামী তো কোনো টাকা পয়সা দেয় না। খোঁজ-খবরও নেয় না। তুমি বিদেশ চলে যাও। ওখানে গিয়ে কাজ করলে অনেক টাকা উপার্জন করতে পারবা।' আমি আমার বোনের কথায় রাজী হই। আমি এলাকার দালাল ইসহাকের সাথে যোগাযোগ করি। দালাল বলে, তার কাছে সৌদি আরবের ভালো ভিসা আছে। বেতনও ভালো। বাসা-বাড়িতে কাজ করতে হবে। আমি দালালকে বলি, 'ভালো না দিলে আমি যাবো না। দালাল বলে, 'ভালো ভিসা দেবো। ১,০০,০০০/- টাকা (১,১৭৬/- ইউএস ডলার) লাগবে।' আমি রাজী হই এবং বাড়িতে বলি। বাড়ি থেকেও রাজী হয় এবং জমানো টাকা থেকে প্রস্তাবমতো নিয়ে দালাল-কে দেয়।

টাকা নেওয়ার পর দালাল গা ঢাকা দেয়। তার আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না। দালালের বাড়ি গিয়েও তাকে পাই না। নানা ভাবে চাপ দিলে একপর্যায়ে আমাকে একটা ভিসা দেয়। খোঁজ নিয়ে জানতে পারি এটা ভুয়া ভিসা। আমি যেতে রাজী হই না। এরপর আমি সিদ্ধান্ত নেই আর যাবো না। দালালের কাছ থেকে টাকা ফেরত চাই। সে টাকা দেয় না। সালিশ ডাকলে সে আসে না। কিভাবে আমার টাকা উদ্ধার করতে পারি তা আপনাদের কাছে জানতে চাই?

বিশেষজ্ঞ মতামত:

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

আপনার ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক। অনেক নারী এরকম ভাবে প্রতারক চক্রের খপ্পরে পড়ে তাদের সঞ্চিত অর্থ হারাচ্ছেন। বাংলাদেশ দন্ডবিধির ৪০৫ ও ৪০৬ ধারায় মামলা করে মৌখিক সাক্ষ্য উপস্থাপন করতে পারলে প্রতিকার পেতে পারেন। এছাড়াও ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ৩১ ধারায় মামলা দায়ের করতে পারেন।

মেরিনা সুলতানা, পরিচালক (প্রোগ্র্যাম), রামরু

একজন নারীর বিদেশ গমনের ক্ষেত্রে আরো অধিক সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং সচেতন হতে হবে। প্রয়োজন যত বেশিই হোক না কেন তাড়াহুড়ো করা যাবে না। জেনে বুঝে সঠিক তথ্য নিয়ে যেতে হবে।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:

'অভিবাসীর আদালত'-এ প্রাপ্ত পরামর্শের ভিত্তিতে অভিযোগকারী রামরু'র সহায়তায় স্থানীয় মেডিয়েশন কমিটির কাছে মধ্যস্থতার জন্য আবেদন করেন। কমিটি দুই পক্ষকে নোটিশ প্রদান করে মধ্যস্থতার আয়োজন করে। তৃতীয় অধিবেশনে উভয় পক্ষ উপস্থিত হয়ে ৩০,০০০/- টাকায় (৩৫৩/- ইউএস ডলার) অভিযোগটি মিমাংসা করেন।

১৬.

‘অভিবাসীর আদালত’-এর পঞ্চম অধিবেশনে পেশকৃত মোঃ শহিদুল ইসলামের অভিযোগঃ

আমি মোঃ শহিদুল ইসলাম। আমার বাড়ি টাংগাইলের সদর উপজেলায়। আমাদের এলাকায় একদিন একজন লোকের সাথে দেখা হয়। সে আমাকে বলে, ‘আমরা অভিবাসীদের নিয়ে কাজ করি। শুনেছি আপনার ভাই বিদেশ যেতে গিয়ে প্রতারিত হয়েছেন? আপনি আপনার ভাইয়ের পক্ষে ‘অভিবাসীর আদালত’-এ এসে তার কষ্টের কথা তুলে ধরতে পারেন। তাই আজ রামরু’র সহায়তায় আমি ‘অভিবাসীর আদালত’-এ এসেছি নিজের ভাইয়ের অভিবাসনের বেদনাদায়ক গল্প শোনাতে।

আমার পাশের বাড়ির দালাল নাসিমার তার স্বামী আজম মালয়েশিয়া থাকে। ওখানে কাজ দেওয়ার জন্য লোক নেয়। আমাদের যৌথ পরিবার। দেশে আমরা যে কাজ করি তাতে খুব কষ্টে সংসার চলে। তাই আমার ভাই সিদ্ধান্ত নেয় দালাল আজমের মাধ্যমে মালয়েশিয়া যাবে। আমরা তার স্ত্রী নাসিমার সাথে দেখা করি। নাসিমা বলে, ‘আমার কাছে প্রফেশনাল ভিসা আছে। বেতন ৪০,০০০/- টাকা (৪৭০/- ইউএস ডলার)। কাজের পরিবেশ ভাল। কোনো প্রশিক্ষণ নিতে হবে না। আমি সকল কাগজপত্র ঠিক করে দিবো। ওখানে যাওয়ার সাথে সাথেই কাজ দেবে। সব মিলিয়ে খরচ পড়বে ৩,৫০,০০০/- টাকা (৪,১১৮/- ইউএস ডলার)।’ দালালের স্ত্রীর কথা শুনে আমাদের ভাল লাগে। আমরা দালালের স্ত্রীর সাথে মৌখিকভাবে চুক্তিবদ্ধ হই। জমি বিক্রি করে এবং কিছু টাকা ঋণ করে ২০১৬ সালে দালালের স্ত্রী নাসিমাকে দিই। দালাল ফ্লাইটের তারিখ দিয়ে ঢাকায় আসতে বলে।

আমার ভাই রাজু ঢাকায় গেলে তাকে অবৈধভাবে মালয়েশিয়া নেয়। প্রথমে ঢাকা থেকে সিঙ্গাপুর, সিঙ্গাপুর থেকে ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোনেশিয়া থেকে নৌপথে মালয়েশিয়া। ওখানে যাওয়ার পর আমার ভাই বুঝতে পারে, সে সেখানে অবৈধ। তাকে চুক্তি অনুযায়ী কাজ ও বেতন না দিয়ে একটা ঘরে আটকে রাখে। অনেক মারধোর করে বাড়ি থেকে আরো টাকা নিতে বাধ্য করে। আমাদের বলে, ‘আরো ৩,০০,০০০/- টাকা (৩,৫৩০/- ইউএস ডলার) না দিলে তোমার ভাইয়ের হাড়-মাংস খুঁজে পাবে না।’ আমরা ভয় পেয়ে টাকা দিই। টাকা নেয় দালাল আজমের স্ত্রী নাসিমা ও তার ভাই সাইফুল। টাকা নেওয়ার পর আমার ভাইকে মুক্তি দেয়।

এক বছর হলো, আমার ভাই মালয়েশিয়ায় অবৈধভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নিজের খাবার খরচ জোগাড় করতে লুকিয়ে-লুকিয়ে কাজ করতে হচ্ছে তাকে। সে বাড়িতে টাকা পাঠাতে পারে না। এদিকে আমাদের জমি-জমাও সব বিক্রি করে দিতে হয়েছে। সংসারে অভাব-অনটন যাচ্ছে না। দালাল ও তার পরিবারের সাথে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। দালালের বাড়িতে গেলে তার বাবা-ভাই মারতে আসে। গ্রামের লোকজন নিয়ে সালিশ ডাকলে তারা আসে না। এখন কী করে টাকা উদ্ধার করব আপনাদের কাছে জানতে চাই?

বিশেষজ্ঞ মতামতঃ

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

আপনার সাথে মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইনে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। উক্ত আইনের বিধান মোতাবেক আপনি দালালের স্ত্রী নাসিমা ও দালালের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে পারবেন। এছাড়াও ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ২৮ ধারার বিধান মোতাবেক টাকা আদায়ের জন্য একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা দায়ের করতে পারেন।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:
'অভিবাসীর আদালত'-এর সংশ্লিষ্ট পর্ব প্রচারের পর অভিযোগকারী আদালতে মামলা দায়ের করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয় এবং পরবর্তীতে মামলা দায়ের করে। বর্তমানে মামলাটির শুনানী চলমান।

১৭.
'অভিবাসীর আদালত'-এর ষষ্ঠ অধিবেশনে পেশকৃত মোঃ খালেক মিয়ার অভিযোগ:

আমি মোঃ খালেদ মিয়া; ঠিকানা এলেঙ্গা, কালিহাতী, টাঙ্গাইল। 'অভিবাসীর আদালত' অভিবাসীদের নিয়ে একটি জনপ্রিয় অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে প্রতারিত হওয়া অভিবাসীরা তাদের সাথে ঘটে যাওয়া প্রতারণা ও নানাবিধ সংকটের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন এবং উপস্থিত বিশেষজ্ঞরা সেসবের সঠিক সমাধান বলে দেন। তাই রামরু'র সহায়তায় আজ আমি 'অভিবাসীর আদালত'-এ এসেছি নিজের অভিবাসনের গল্প শোনাতে।

আমার আর্থিক অবস্থা তেমন ভালো ছিল না। আমার পরিবার অনেক বড় ছিল। ক্ষুদ্র ব্যবসা করে সংসার চালাতাম। একদিন বাজারে এক পুরোনো বন্ধুর সাথে দেখা। সে ওমান থাকে। ওখানে গিয়ে অনেক টাকা উপার্জন করে দেশে চলে এসেছে। তখন আমি ভাবলাম আমিও ওমান যাব। বিদেশ যাওয়ার জন্য কত টাকা লাগে এবং কিভাবে প্রসেসিং করতে হয়, তা জানার জন্য গ্রামের এক দালালের কাছে যাই। দালাল আমাকে ওমান পাঠানোর জন্য খুব আগ্রহ প্রকাশ করে। ভালো কাজ ও বেশি বেতনের প্রলোভন দেখায়। আমি দালালের কথা শুনে রাজী হয়ে যাই। দালালের সাথে চুক্তি হয়, দোকানে কাজ দেবে। খরচ লাগবে ৩,৬০,০০০/- টাকা (৪,২৫২/- ইউএস ডলার)। আমি কষ্ট হলেও ঋণ করে প্রস্তাবমতো টাকা জোগাড় করে দালালকে দিই। আমার মেডিকেল টেস্ট হয়। এরপর সকল কাগজপত্র ঠিক করে আমাকে ওমান পাঠায় সে।
ওমান যাওয়ার পর কোম্পানিতে কাজ পাই। কিছুদিন কাজ করার পর কোম্পানি আমাকে আবার মেডিকেল করায়। দুইদিন পর রিপোর্ট আসলে আমাকে বলে, 'তোমার শরীরের সমস্যা আছে। তুমি মেডিকেলে আনফিট। তুমি আর কাজ করতে পারবে না। তোমাকে দেশে পাঠিয়ে দেবো।' আমি তখন দালালের সাথে যোগাযোগ করি। দালাল বলে, 'তুমি ওখান থেকে পালিয়ে যাও। আমি তোমাকে অন্য কোথাও কাজ দেবো। আমি তাকে বলি, 'আমি তো কিছুই চিনি না। কিভাবে পালিয়ে যাবো?' তখন দালাল বলে, 'তুমি দেশে চলে এসো। আমি আবার তোমাকে পাঠাবো।'

দালালের কথামতো আমি দেশে ফিরে আসি। দেশে আসার পর দালালের সাথে যোগাযোগ করি। দালাল বলে, 'তোমার কাগজপত্র আবার আমাকে জমা দাও।' আমি সকল কাগজপত্র জমা দিই। দালাল আজ পাঠাবো, কাল পাঠাবো করে কিন্তু পাঠাতে পারে না। আমি একসময় সিদ্ধান্ত নিই যে, আমি আর যাবো না। আমি টাকা ফেরত চাই। দালাল টাকা ফেরত দিতে পারবে না, বলে দেয়। আমি সব টাকা সুদের উপর নিয়ে দিয়েছিলাম দালালকে। সুদ বাড়ছে কিন্তু টাকা দিতে পারছি না। আমি অনেক ক্ষতিগ্রস্ত। আমি কী করে টাকা ফেরত পাবো আপনাদের কাছে জানতে চাই?

বিশেষজ্ঞ মতামত:
মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল
আপনার কথা শুনলাম। দুঃখজনক অভিজ্ঞতা। প্রথমে স্থানীয় পর্যায়ে মধ্যস্থতার চেষ্টা করতে পারেন। আপনি ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ৩১ ধারায় একটি ফৌজদারী মামলা দায়ের করতে

পারেন। একই আইনের ২৮ ধারায় টাকা আদায়ের জন্য একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা দায়ের করতে পারেন। এছাড়াও সরকারের কাছে একটি পিটিশন দায়ের করতে পারেন।

মেরিনা সুলতানা, পরিচালক (প্রোগ্র্যাম), রামরু

এখান থেকে মেডিকেল টেস্টে ফিট দেখিয়ে পাঠিয়েছে। ওখানে গিয়ে আনফিট হয়েছেন। আমরা বেশ কিছু অভিযোগ এমন পাচ্ছি। দালাল কৌশলে এখানে মেডিকেলে ফিট দেখিয়েছে, যাতে সে দায়বদ্ধতা এড়াতে পারে। যেখান থেকে মেডিকেল সনদ দিচ্ছে সেখানে গিয়ে প্রতিরোধ করতে পারলে এ ধরণের সমস্যা দূর হবে।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:

'অভিবাসীর আদালত'-এ প্রাপ্ত পরামর্শের ভিত্তিতে অভিযোগকারী রামরু'র লিগ্যাল সাপোর্ট সেল-এর সহায়তায় বিএমইটি-তে একটি অভিযোগ দাখিল করেন। বিএমইটি'র সালিশে ১,৩০,০০০/- টাকায় (১,৫৩১/- ইউএস ডলার) অভিযোগটির মিমাংসা হয়।

১৮.

'অভিবাসীর আদালত'-এর সপ্তম অধিবেশনে পেশকৃত মোঃ সাইদুল ইসলামের অভিযোগ:

আমি মোঃ সাইদুল ইসলাম। আমার বাড়ি টাঙ্গাইলের এলেঙ্গায়। আমি একদিন ঘরে বসে টিভি দেখছিলাম। অন্যান্য অনুষ্ঠান দেখতে দেখতে 'অভিবাসীর আদালত' নামে একটা অনুষ্ঠান দেখলাম। ঐ অনুষ্ঠানে কয়েকজন অসহায় অভিবাসী তাদের প্রবাস জীবনের দুঃখ-কষ্ট ও প্রতারিত হওয়ার ঘটনা তুলে ধরলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত আইনজীবী আইনগত সমস্যা সমাধানের উপায় বলে দিলেন এবং বিশেষজ্ঞরা সমস্যা সমাধানের সঠিক উপায় বলে দিলেন এবং বিভিন্ন সচেতনতামূলক তথ্য প্রদান করলেন। আমিও অভিবাসী হতে গিয়ে প্রতারিত হয়েছি। তাই আজ আমি 'অভিবাসীর আদালত'-এ এসেছি নিজের অভিবাসনের গল্প শোনাতে।

আমার পাশের গ্রামে দালাল নুরুজ্জামানের বাড়ি। একদিন কাজে যাওয়ার সময় দালাল নুরুজ্জামানের সাথে দেখা। সে আমাকে বলে, 'তুমি কই যাও।' আমি তখন একটা হোটেলে কাজ করতাম। আমার উত্তরে নুরুজ্জামান বলল, 'দেশে কাজ করে আর কয় টাকা পাও? তুমি যদি সিসিলি যাও ওখানে হোটেলে কাজ করলে অনেক টাকা উপার্জন করতে পারবে। আমার কাছে সিসিলি'র একটি হোটেলে কাজের ভিসা আছে। মাসিক বেতন ৪৮,০০০/- টাকা (৫৬৭/- ইউএস ডলার)। খরচ পড়বে ৩,৬০,০০০/- টাকা (৪,২৫২/- ইউএস ডলার)। একবার যদি কষ্ট করে যেতে পারো, তাহলে অনেক টাকা উপার্জন করতে পারবে।' আমি দালালের কথা বাড়িতে গিয়ে বলি। বাড়ির লোকজন শুনে আগ্রহী হয় এবং সম্মতি জানায়। আমি ধার করে টাকা জোগাড় করে দালালকে দিই। ২০১৫ সাল তখন। ফ্লাইটের কথা বলে আমাকে ঢাকায় আসতে বলে সে। আমি ঢাকায় চলে আসি।

ঢাকায় এসেও ফ্লাইট পাই না। তার বদলে আমাকে চট্টগ্রাম নিয়ে যায় বাসে করে। আমাকে চট্টগ্রাম দুইদিন রাখে। তারপর আমাকে টিকিট দেয় এবং সিসিলি পাঠায়। ওখানে গিয়ে এয়ারপোর্টে নামার পর জানতে পারি, এটা ছিল সুদান। কিছু সময় পর সুদান এয়ারপোর্টে একদল লোক আসে এবং আমাকে তাদের সাথে নিয়ে যায়। ওখানে নিয়ে কোন কাজ দেয় না, খাবার দেয় না। আমাকে একটা গুহার মধ্যে আটকে রাখে। কাজ চাইলেই মারধোর করে। খাবার চাইলে বাড়ি থেকে টাকা আনতে বলে। আমাকে বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে তাদেরকে দিতে বলে। টাকা না দিলে আমাকে মেরে ফেলবে বলেও জানায়। বাধ্য হয়ে বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে দিই। এভাবে

কাটার ২২ দিন পর আমার সকল কাগজপত্র , পাসপোর্ট রেখে দিয়ে আমাকে মুক্তি দেয়। মুক্তি পাওয়ার পর আমার থাকার কোনো জায়গা পাই না। না খেয়ে রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরি।

এভাবে এক মাস কাটার পর বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে দেশে চলে আসি। দেশে আসার পর দালালের সাথে যোগাযোগ করি। দালাল বলে, আমাকে আবার পাঠাবে। আমি আর যেতে চাই না। টাকা ফেরত চাইলে দালাল ফেরত দিতে পারবে না বলে দেয়। গ্রামের লোকজন নিয়ে সালিশ ডাকলে দালাল আসে না। আমি অনেক ক্ষতিগ্রস্ত। কিভাবে টাকা ফেরত পাবো আপনাদের কাছে জানতে চাই।

বিশেষজ্ঞ মতামতঃ

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

অত্যন্ত দুঃখজনক। ২০১২ সালের মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইনের মাধ্যমে প্রতিকার সম্ভব। এই আইনে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা আছে।

ড. নুরুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ পরিচালক, বিএমইটি

প্রশিক্ষণ ছাড়া সিসিলি-তে কোনো হোটেলে কাজ পাওয়া যায় না। যাওয়ার আগে সচেতন হওয়া উচিত ছিল।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থাঃ

'অভিবাসীর আদালত'-এ প্রাপ্ত পরামর্শের ভিত্তিতে অভিযোগকারী রামরু'র লিগ্যাল সাপোর্ট সেল-এর সহায়তায় বিএমইটি-তে একটি অভিযোগ দাখিল করেন। অভিযোগটি এখনও অনিষ্পন্ন অবস্থায় আছে।

১৯.

'অভিবাসীর আদালত'-এর সপ্তম অধিবেশনে পেশকৃত কানচু মিয়ার অভিযোগঃ

আমি কানচু মিয়া; টাঙ্গাইলের ভাবলার বাসিন্দা। আমার ছোট ছেলে আমাকে একদিন বলল, 'বাবা, টিভিতে প্রতি শনিবার অভিবাসীদের নিয়ে একটা অনুষ্ঠান হয়।' এক শনিবার অনুষ্ঠানটি দেখলাম। দেখলাম, ওখানে অভিবাসীরা গিয়ে নিজেদের সমস্যার কথা বলে এবং বিশেষজ্ঞরা সঠিক সমাধানের উপায় বলে দেন। আমার খুবই ভালো লাগে। আমিও অভিবাসনের নামে প্রতারণার শিকার। তাই আজ রামরু'র সহায়তায় আমি 'অভিবাসীর আদালত'-এ এসেছি নিজের প্রতারিত হওয়ার গল্প শোনাতে।

আমার পাশের গ্রামের দালাল সাঈদ মালয়েশিয়া থাকে। সে ওখানে অনেক লোক নিয়ে কাজ দেয়। এলাকার অনেকে মালয়েশিয়া গিয়ে ভাল উপার্জন করছে, বাড়ি-গাড়ি করছে। তাই আমারও খুব ইচ্ছা হয় মালয়েশিয়া যাওয়ার। আমি দালালের স্ত্রী আসমা বেগমের সাথে যোগাযোগ করি। সে আমাকে তার স্বামীর সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেয়। দালাল আমাকে বলে, তার কাছে ভালো ভিসা আছে। কোম্পানিতে কাজ, বেতন ভালো। কোনো প্রশিক্ষণ নিতে হবে না। সে বলে, 'আমি সকল কাগজপত্র ঠিক করে দেবো। এখানে আসা মাত্রই কাজ পাবে।' আমি তার কথা শুনে রাজী হয়ে যাই। কিছু টাকা ধার করে এবং কিছু টাকা জমি বিক্রি করে জোগাড় করে ২০১৫ সালে দালালের স্ত্রী আসমা বেগম-কে প্রস্তাবমতো ২,৫০,০০০/- টাকা (২,৯৫৩/- ইউএস ডলার) দিই।

আমরা একসাথে তিনজন টাকা দিই যাওয়ার জন্য। কিন্তু টাকা নেওয়ার পর দালাল ও তার স্ত্রী মালয়েশিয়া নেওয়ার জন্য কোনো পদক্ষেপ নেয় না। দালালের সাথে যোগাযোগ করলে বলে, কাগজপত্র ঠিক করতে একটু

সময় লাগছে। আরো কিছুদিন কেটে যাওয়ার পর আবার যোগাযোগ করি। দালাল তখন বলে, এখন কোম্পানিতে লোক নিচ্ছে না, আরও কিছু সময় লাগবে। এভাবে নানা তালবাহানায় অনেক সময় পার হয়ে যায়। এক সময় আমাদের তিনজনের মধ্যে একজনকে ভিসা দেয়। তাকে ফ্লাইটের কথা বলে ঢাকা যেতে আসতে বলে। ঢাকা গেলে তাকে বিমানে না নিয়ে বাসে করে চট্টগ্রামে নেয় এবং নৌপথে মালয়েশিয়া নেয়। ওখানে পৌঁছার পর সে কোনো কাজ পায় না। তার অনেক দূর্ভোগ হয়। এটা জেনে আমি সিদ্ধান্ত নিই, বিদেশ না যাওয়ার।

আমি দালালের স্ত্রীর কাছে টাকা ফেরত চাই। তাকে বলি, দালালের সাথে কথা বলিয়ে দিতে। কিন্তু সে তা করায় না। আমাকে এড়িয়ে চলে। তার বাড়ি গেলে বলে, 'আমার স্বামীর সাথে যোগাযোগ নেই। এরপর আবার আমার বাড়ি আসলে আপনাকে নারী নির্যাতনের কেইস দেবো। এখন আমি কী করে টাকা ফেরত পাবো তা আপনাদের কাছে জানতে চাই?

বিশেষজ্ঞ মতামত:

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

স্থানীয় পর্যায়ে আপোষ-মিমাংসার মাধ্যমে টাকা তোলার চেষ্টা করতে পারেন। এছাড়াও ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ৩১ ধারার একটি ফৌজদারী মামলা এবং ২৮ ধারায় টাকা আদায়ের জন্য একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা করতে পারেন।

মেরিনা সুলতানা, পরিচালক (প্রোগ্র্যাম), রামরু

স্থানীয় পর্যায়ে মধ্যস্থতার মাধ্যমে টাকা ওঠানোর চেষ্টা করতে পারেন। দুই পক্ষ যদি সালিশে বসতে চান তাহলে সমাধান করা সম্ভব। এ ব্যাপারে রামরু সহায়তা করতে পারে।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:

'অভিবাসীর আদালত'-এ প্রাপ্ত পরামর্শের ভিত্তিতে অভিযোগকারী রামরু'র সহায়তায় স্থানীয় মেডিয়েশন কমিটির কাছে মধ্যস্থতার জন্য আবেদন করেন। কমিটি দুই পক্ষকে নোটিশ প্রদান করে। মধ্যস্থতায় অভিযুক্ত অনুপস্থিত থাকে এবং তার স্ত্রী উপস্থিত হয়ে বলে, সে কিছু করতে পারবে না। অভিযোগকারী এখতিয়ারাধীন আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন। বর্তমানে মামলাটির শুনানী চলছে।

২০.

'অভিবাসীর আদালত'-এর সপ্তম অধিবেশনে পেশকৃত রণজিৎ চন্দ্র শীলের অভিযোগ:

আমি রণজিৎ চন্দ্র শীল। আমার বাড়ি টাঙ্গাইলের সদর উপজেলায়। 'অভিবাসীর আদালত' একটি সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান, যা অভিবাসীদের কাছে খুব জনপ্রিয়। এই অনুষ্ঠানে বিশেষজ্ঞরা অভিবাসীদের বিদেশ যাওয়া সংক্রান্ত নানা তথ্য দিয়ে সচেতন করেন এবং অভিবাসনের নামে ঘটা প্রতারণা ও নানা সংকটের প্রতিকার বলে দেন। আমিও অভিবাসী হতে গিয়ে প্রতারণার শিকার। তাই আজ আমি রামরু'র সহায়তায় 'অভিবাসীর আদালত'-এ এসেছি নিজের অভিজ্ঞতা শোনাতে।

আমি ২০১৫ সালে সিদ্ধান্ত নিই বিদেশ যাওয়ার। আমার বিদেশ যাওয়ার আগ্রহের কথা জেনে এলাকার দালাল বিশ্বনাথ আমার বাড়ি এসে বলে, তার হাতে মালয়েশিয়ার ভালো ভিসা আছে। কোম্পানিতে কাজ করতে হবে। মাসিক বেতন ৫০,০০০/- টাকা (৫৯০/- ইউএস ডলার)। আমি তাকে বলি, 'আমি কোনো কাজই তো জানি

না। আমাকে তাহলে প্রশিক্ষণ নিতে হবে।' সে বলে, 'কোনো প্রশিক্ষণ নিতে হবে না। এসিরুমে বসে কাজ করতে পারবে। দুই একদিন কাজ করলে বুঝতে পারবে কাজের ধরণ।' দালালের কথা শুনে আমি রাজী হয়ে যাই। ২০১৬ সালে আমি ঋণ করে দালালকে তার চাহিদামতো ৩,৮০,০০০/- টাকা (৪,৪৮৯/- ইউএস ডলার) দিই। সে আমার সকল কাগজপত্র ঠিক করে, আমাকে মালয়েশিয়া পাঠায়।

ওখানে যাওয়ার পর চুক্তি অনুযায়ী কাজ দেয় না। ভালো কোম্পানিতে কাজ না দিয়ে ফোম কোম্পানিতে কাজ দেয়। বেতন নিয়মিত দিত না। শুধু খাবার খরচ দিত। আমার সকল কাগজপত্র ও পাসপোর্ট জমা রেখে দেয় সেখানে। আমি বেতন চাইলেই অনেক মারধোর করে। এভাবে কিছুদিন কাটার পর কোম্পানি থেকে বলে, বৈধভাবে কাজ করতে হলে আরো কিছু টাকা দিতে হবে। টাকা না দিলে মেরে ফেলার হুমকি দেয়। আমি টাকার জন্য বাড়িতে ফোন করে জানতে পারি, এই দালাল আরো কয়েকজনের কাছ থেকে টাকা নিয়েছে কিন্তু কোনো কাজ দেয়নি। তখন আমি টাকা দিই না। এক পর্যায়ে তারা আমাকে জোর করে দেশে পাঠিয়ে দেয়।

দেশে আসার পর দালালের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করি। কিন্তু সে পলাতক থাকায় তার দেখা পাই না। তার মোবাইল বন্ধ পাই। সালিশ ডাকলে আসে না। এদিকে আমি যাদের কাছ থেকে টাকা ধার করেছি তারা বাড়ি এসে চাপ দিচ্ছে টাকার জন্য। আমি কোথা থেকে টাকা দেবো? আমি হতাশায় ভুগছি। কিভাবে টাকা উদ্ধার করব, আপনাদের কাছে জানতে চাই?

বিশেষজ্ঞ মতামত:

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

এরকম ঘটনা প্রায়শই ঘটতে শুনছি। অত্যন্ত দুঃখজনক অভিজ্ঞতা আপনার। টাকা আদায়ের জন্য বিএমইটি-তে একটি অভিযোগ দাখিল করতে পারেন। ২০১২ মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইনে একটি মামলা দায়ের করলে ফল পাবেন।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:

'অভিবাসীর আদালত'-এর সংশ্লিষ্ট পর্ব প্রচার হওয়ার পর অভিযোগকারী এলাকার ফিরলে অভিযুক্ত ব্যক্তি স্থানীয় লোকজনের সাথে বসে আলোচনা সাপেক্ষে ১,১৫,০০০/- টাকায় (১,৩৫৪/- ইউএস ডলার) অভিযোগটির মিমাংসা করে।

২১.

'অভিবাসীর আদালত'-এর অষ্টম অধিবেশনে পেশকৃত রাজন সরকারের অভিযোগ:

আমি রাজন সরকার; বাড়ি টাঙ্গাইলের কালিহাতীতে। আমার এলাকায় রামরু-কর্মীরা অভিবাসীদের নিয়ে কাজ করে। তারা অভিবাসন সংক্রান্ত সকল তথ্য দিয়ে সাহায্য করে। যারা অভিবাসন করতে গিয়ে বিভিন্ন সমস্যায় পড়েন তাদের সমাধানের উপায় বলে দেন। আমি বিদেশ যেতে গিয়ে প্রতারণার শিকার। আমার সমস্যার কথা তাদের কাছে বলি। তারা আমাকে 'অভিবাসীর আদালত'-এ আসতে বলে। আজ এই অনুষ্ঠানটিতে এসেছি আমার নিজের দুঃখের অভিজ্ঞতা শোনাতে।

আমার আর্থিক অবস্থা তেমন ভালো ছিল না। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি আমি। আমার একার পক্ষে সংসার চালানো খুব কষ্টকর হয়ে ওঠে। একদিন এলাকার দালাল বিশ্বনাথ আমার বাড়িতে এসে। আমাকে বলে,

‘আমার কাছে মালয়েশিয়ার ভিসা আছে। সাপ্লাই কোম্পানিতে কাজ করতে হবে। মাসিক বেতন ৫০,০০০/- টাকা (৫৯০/- ইউএস ডলার)। থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। যেতে খরচ পড়বে ৩,৭০,০০০/- টাকা (৪,৩৭০/- ইউএস ডলার)।’ আমি দালালের কথা শুনে ভেবে-চিন্তে দেখলাম, একবার কষ্ট করে টাকা দিয়ে যদি ওখানে যেতে পারি, তাহলে পাঁচ মাস পর ঋণ পরিশোধ করতে পারব। আমার পরিবার অনেক ভালো থাকবে। আমি ঋণ করে ২০১৬ সালে দালালকে প্রস্তাবমতো টাকা দিই। দালাল আমার হাতে কোনো কাগজপত্র দেয় না।

ওখানে যাওয়ার পর চুক্তি অনুযায়ী যে কাজ ও বেতন দেওয়ার কথা ছিল, তা দেওয়া তো দূরের কথা কোনো কাজই দিতে পারে না। আমাকে একটা ঘরে আটকে রাখে। আমি ওনাদের বলি, আমাকে কাগজপত্র দেন, না হলে কাজ দেন। ওরা বলে, একমাস দেরি হবে কাজ দিতে। একমাস পর আমাকে একটি ফুড ফ্যাক্টরিতে বিক্রি করে দেয়। ওখানে ওরা আমার পাসপোর্টসহ সকল কাগজপত্র রেখে দেয়। কাগজপত্র চাইলে, অনেক টাকা দাবি করে। টাকা না দিলে মেরে ফেলার হুমকি দেয়। আমি বাড়িতে কথা বলি টাকা নেওয়ার জন্য। তখন আমার স্ত্রীর ভাই বলে, ‘তুমি টাকা দিও না। আমার এলাকার আরো কয়েকজন টাকা দিয়েছে কিন্তু কাজ পায়নি। দালালের চাহিদা অনুযায়ী টাকা যোগাড় করতে না পেরে এবং হুমকির ভয়ে দেশে ফিরে আসি।

দেশে ফিরে এসে দালালের সাথে যোগাযোগ করলে, সে এড়িয়ে যায়। কথা বলতে চায় না। বাড়িতে গেলে দেখা করতে চায় না। মোবাইল ফোন বন্ধ করে রেখেছে। সালিশেও বসতে চায় না সে। আমার কাছে কোনো কাগজপত্র নেই। আমি কিভাবে আমার টাকা উদ্ধার করব, আপনাদের কাছে জানতে চাই?

বিশেষজ্ঞ মতামত:

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

আপনার অভিজ্ঞতাটি খুব মর্মস্পর্শী। ২০১২ সালের মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইনের অধীন মামলা দায়ের করতে পারেন।

ড. তাসনিম সিদ্দিকী, প্রতিষ্ঠাতা চেয়ার, রামরু

আপনি প্রতারণার শিকার। যেহেতু অনিয়মিত মাইগ্রেশন, তাই স্থানীয় পর্যায়ে মধ্যস্থতার মাধ্যমে প্রতিকার পেতে পারেন। এ ব্যাপারে রামরু সহায়তা করতে পারে।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:

‘অভিবাসীর আদালত’-এর সংশ্লিষ্ট পর্ব প্রচার হওয়ার পর অভিযোগকারী এলাকার ফিরলে অভিযুক্ত ব্যক্তি সমঝোতার প্রস্তাব করে। এতে অভিযোগকারী রাজী হলে আলোচনা সাপেক্ষে ১,১৫,০০০/- টাকায় (১,৩৫৪/- ইউএস ডলার) অভিযোগটির মিমাংসা করে।

২২.

‘অভিবাসীর আদালত’-এর অষ্টম অধিবেশনে পেশকৃত মোঃ জিয়াউর রহমানের অভিযোগ:

আমি মোঃ জিয়াউর রহমান; টাঙ্গাইল সদরের বাসিন্দা। আমি একদিন বাজারে যাচ্ছিলাম। তখন এক বন্ধুর সাথে দেখা। সে বলল, ‘তোমার ছেলের কী অবস্থা? কেমন আছে সৌদি আরবে?’ আমি তখন বললাম, আমার ছেলের প্রবাস জীবনের কষ্টের কথা। সে আমাকে বলল, “তুমি শনিবার টিভি দেখো। ওখানে ‘অভিবাসীর আদালত’ নামে একটি অনুষ্ঠান হয়। ওখানে ভূক্তভোগীরা নিজেদের সমস্যার কথা বলে এবং বিশেষজ্ঞরা

আইনগত সমাধানের উপায় বলে দেন।" বন্ধুর কাছে শুনে রামরু'র সহায়তায় আজ আমি 'অভিবাসীর আদালত'-এ এসেছি নিজের ছেলের প্রবাস জীবনের গল্প শোনাতে।

আমার আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। একদিন জানতে পারি, সৌদি আরবে অনেক কর্মী নিচ্ছে। সবাই গিয়ে ভাল কাজ পাচ্ছে। একবার কষ্ট করে যেতে পারলে, লম্বা সময় থাকা যাচ্ছে। আমি তখন চিন্তা করি, আমার ছেলেকে পাঠাতে পারলে আমরা সবাই ভালো থাকবো। তাই ২০১৭ সালে সিদ্ধান্ত নিই আমার ছেলেকে সৌদি আরব পাঠাবো। আমি এলাকার দালাল কামরুলের সাথে যোগাযোগ করি। সে আমাকে বলে, তার কাছে সৌদি আরবের ক্লিনারের কাজের ভিসা আছে। বেতন অনেক বেশি। যেতে খরচ পড়বে ৫,৬০,০০০/- টাকা (৬,৬১৫/- ইউএস ডলার)। আমি ধার-দেনা করে দালালকে টাকা দিই। দালাল সকল কাগজপত্র ঠিক করে আমার ছেলেকে সৌদি আরব পাঠায়।

আমার ছেলে ওখানে পৌঁছার পর চুক্তি অনুযায়ী কাজ দেয় না। যাওয়ার আগে দালাল বলেছিল, আল-ফাহাদ কোম্পানিতে কাজ দেবে, কিন্তু কাজ দেয় সাপ্লাই কোম্পানিতে। ওখানে অনেক কষ্ট করে এক মাস কাজ করে আমার ছেলে কিন্তু বেতন দেয় না। ঠিকমতো থাকা-খাওয়ার খরচও দেয় না। নিজের খাওয়ার খরচ জোগাড় করার জন্য লুকিয়ে-লুকিয়ে কাজ করতে হয় তাকে। বাড়িতে কোনো টাকা পাঠাতে পারে না। দালালের বাড়ি গিয়ে দালালকে বলি আমার ছেলেকে বেতনসহ কাজ দেন, না হলে দেশে ফেরত আনেন। কিন্তু দালাল বলে, সে কিছু করতে পারবে না। এদিকে দালাল বাড়ি থেকে পলাতক। তার সাথে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। এখন আমার কী করণীয়, আপনাদের কাছে প্রতিকার জানতে চাই?

বিশেষজ্ঞ মতামত:

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

আপনার ছেলের অভিবাসনের ঘটনা শুনলাম। এরকম প্রতারণার কথা আমরা প্রায়শই শুনে থাকি। স্থানীয় পর্যায়ে মধ্যস্থতার মাধ্যমে প্রতিকার পেতে পারেন। সেখানে প্রতিকার না পেলে বিএমইটি-তে অভিযোগ করতে পারেন। এরপরেও প্রতিকার না পেলে ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ৩১ ধারার অধীন মামলা দায়ের করতে পারেন।

ড. তাসনিম সিদ্দিকী, প্রতিষ্ঠাতা চেয়ার, রামরু

আপনার ছেলে যেহেতু রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে গেছেন তাই আপনি মামলা দায়ের করতে পারবেন। অন্য দিকে বিএমইটি-তে অভিযোগ দাখিল করতেও পারবেন।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:

'অভিবাসীর আদালত'-এ প্রাপ্ত পরামর্শের ভিত্তিতে অভিযোগকারী রামরু'র লিগ্যাল সাপোর্ট সেল-এর সহায়তায় বিএমইটি-তে একটি অভিযোগ দাখিল করেন। বিএমইটি'র সালিশে সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সি ৫০,০০০/- টাকা (৫৮৮/- ইউএস ডলার) ক্ষতিপূরণ এবং চুক্তি অনুযায়ী কাজ ও বেতন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলে অভিযোগটির মিমাংসা হয়।

২৩.

'অভিবাসীর আদালত'-এর অষ্টম অধিবেশনে পেশকৃত মোঃ লাল মামুদের অভিযোগঃ

আমি মোঃ লাল মামুদ; টাঙ্গাইল সদর উপজেলার বাসিন্দা। আমি টেলিভিশনে নিয়মিত 'অভিবাসীর আদালত' অনুষ্ঠানটি দেখে থাকি। এটি অভিবাসীদের জন্য একটি সচেতনমূলক অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অভিবাসীরা অভিবাসন সংক্রান্ত অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য এবং নানা রকম সমস্যার সমাধান পান। আমিও অভিবাসনের নামে প্রতারিতদের একজন। তাই আমি আজ 'অভিবাসীর আদালত'-এ এসেছি নিজের সংকটের কথা খুলে বলতে এবং তার প্রতিকার জানতে।

আমার ভাই মালয়েশিয়া থাকে। সে ওখানে গিয়ে অনেক টাকা উপার্জন করেছে। তার সংসারে আগে অনেক অভাব ছিল। এখন তার পরিবার অনেক সুখে আছে। তাই একসময় আমিও সিদ্ধান্ত নিই, বিদেশ যাবো। আমার আগ্রহের কথা শুনে এলাকার দালাল ছানোয়ার আমার বাড়িতে আসে এবং বলে, তার কাছে তিন বছরের চুক্তিতে মাসিক ২০,০০০/- টাকা (২৩৫/- ইউএস ডলার) বেতনে ফাইভ স্টার হোটেলের কাজের ভিসা আছে। যেতে খরচ পড়বে ৩,২৯,০০০/- টাকা (৩,৮৭২/- ইউএস ডলার)। আমি বেশি টাকা উপার্জনের আশায় ২০১৭ সালে ঋণ করে দালাল সানোয়ারকে তার প্রস্তাবমতো টাকা দিই। সে আমার সকল কাগজপত্র ঠিক করে আমাকে সৌদি আরব পাঠায়।

ওখানে যাওয়ার পর চুক্তির সাথে কাজের কোনো মিল পাই না। ফাইভ স্টার হোটেলে কাজ না দিয়ে সাপ্লাই কোম্পানিতে কাজ দেয়। ২০,০০০/- টাকা (২৩৫/- ইউএস ডলার) বেতন দেওয়া তো দূরের কথা যা টাকা দিত তা দিয়ে খাওয়ার খরচই চলত না। অনেক পরিশ্রম করি কিন্তু নিয়মিত বেতন দেয় না। এক মাস কাজ করার পর পরের মাস বসিয়ে রাখে। এরপর কোম্পানি মেডিকেল টেস্ট করায়। রিপোর্ট আসলে আমাকে বলে, আমি নাকি আনফিট। এখানে আর কাজ করতে পারব না। আমি তখন বলি, 'আমি তো বাংলাদেশে ফিট ছিলাম।' তারা আমার কোনো কথা না শুনেই আমাকে দেশে পাঠিয়ে দেয়।

দেশে ফেরার পর দালালের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি। দালাল এড়িয়ে যায়। তার বাড়ি গেলে বলে, 'আমি কিছুই করিনি। আমি একটি এজেন্সির মাধ্যমে পাঠিয়েছি। আমার কাছে কোনো কাগজপত্র নেই। কোন এজেন্সির মাধ্যমে সেটাও জানি না। গ্রামের লোকজন নিয়ে সালিশ ডাকলে দালাল আসে না। আমি অনেক ক্ষতিগ্রস্ত। আমার কী করণীয় তা আপনাদের কাছে জানতে চাই?

বিশেষজ্ঞ মতামতঃ

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ৩১ ধারায় একটি ফৌজদারী মামলা দায়ের করতে পারেন। আমি সবাইকে বলব, যদি আপনাদের মেডিকেল টেস্টে আনফিট দেখায়, তাহলে আপনারা যাওয়ার বৃথা চেষ্টা করবেন না। যদি দালাল বা এজেন্সি পাঠিয়ে দিতে চায় তারপরও আপনারা যাওয়ার জন্য রাজী হবেন না।

ড. তাসনিম সিদ্দিকী, প্রতিষ্ঠাতা চেয়ার, রামরু

সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলেছে। এটা বাংলাদেশে হচ্ছে না। ওই দেশের অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান থেকে মেডিকেল টেস্ট করানো হয়। ওখানে কাজ না দিতে পেরে মেডিকেল টেস্টে আনফিট দেখাচ্ছে। দালালের প্রতারণার শিকার

হচ্ছে। ওরা মিথ্যা বলে মেডিকেলে আনফিট দেখায়। মেডিকেল সেন্টারের সাথে দালালদের যোগাযোগ থাকে আগে থেকেই।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:

'অভিবাসীর আদালত'-এ প্রাপ্ত পরামর্শের ভিত্তিতে অভিযোগকারী রামরু'র সহায়তায় স্থানীয় মেডিয়েশন কমিটির কাছে মধ্যস্থতার জন্য আবেদন করেন। কমিটি দুই পক্ষকে নোটিশ প্রদান করে মধ্যস্থতার আয়োজন করে। তৃতীয় অধিবেশনে উভয় পক্ষ উপস্থিত হয়ে ৭৫,০০০/- টাকায় (৮৮৩/- ইউএস ডলার) অভিযোগটির মিমাংসা করে। ।

২৪.

'অভিবাসীর আদালত'-এর নবম অধিবেশনে পেশকৃত হাসনা বেগমের অভিযোগ:

আমি হাসনা বেগম; টাঙ্গাইল সদর উপজেলার বাসিন্দা। একদিন সকালে আমার ছোট মেয়ে টিভি দেখছিল। টিভিতে 'অভিবাসীর আদালত' নামে একটি অনুষ্ঠান শুরু হয়। আমার মেয়ে আমাকে বলে, 'মা, দেখো টিভিতে অভিবাসীদের নিয়ে একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে।' আমি অভিবাসী হতে গিয়ে প্রতারণার শিকারদের একজন। তাই আমি অনুষ্ঠানটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখি। দেখলাম, অনুষ্ঠানটিতে অভিবাসীদেরকে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ প্রদান করা হলো। অনুষ্ঠান শেষে ভূক্তভোগীদের যোগাযোগ করার জন্য ফোন নম্বর দেওয়া হয়। আমি যোগাযোগ করে আজকের 'অভিবাসীর আদালত'-এ এসেছি আমার প্রবাস জীবনের দুঃখের কথা শোনাতে।

আমার বাবা আমাকে অনেক ছোটবেলায় বিয়ে দিয়ে দেয়। প্রথমদিকে অনেক সুখেই ছিলাম স্বামীর বাড়িতে। যতই দিন যেতে থাকে এবং পরিবার বড় হতে থাকে ততই সংসারে অভাব-অনটন বাড়ে। আমার এই অবস্থা দেখে আমার ভাই বলে, 'তুই সৌদি আরব যা। ওখানে অনেক মহিলাকর্মী নিচ্ছে বাসা-বাড়িতে কাজ করার জন্য। ওখানে গিয়ে কাজ করলে অনেক টাকা আয় করতে পারবি। তোর পরিবার অনেক ভালো থাকবে।' বিষয়টি নিয়ে আমার স্বামীর সাথে আলোচনা করি। সে সম্মতি জানায়। আমরা আমাদের পাশের গ্রামের এক দালালের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলাপ করি। সে বলে, ৬০,০০০/- টাকা (৭০৬/- ইউএস ডলার) খরচ দিলে আমাকে সৌদি আরব নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করবে এবং সেখানে আমাকে বাসা-বাড়িতে কাজ দেবে। খরচের কথা শুনে আমরা রাজী হই এবং ২০১৬ সালে আমার স্বামী ধার করে দালালকে প্রস্তাবমতো টাকা দেয়। দালাল অল্প সময়ের ভেতর আমার সকল কাগজপত্র তৈরী করে আমাকে সৌদি আরব পাঠিয়ে দেয়।

সেখানে পৌঁছে দালালের কথামতো বাসা-বাড়িতে কাজ পাই। কিন্তু বাসার মালিক ভালো ছিল না। আমাকে অনেক কষ্ট দিত। ঠিকমতো খাবার দিত না। ওরা যে খাবার খেত তা আমি খেতে পারতাম না। বাইরে থেকে অন্য খাবার এনে দিত না। তারা আমার ওপর অনেক অত্যাচার করতো। কোনো কাজ সুন্দরভাবে না করতে পারলে অনেক মারধোর করতো। একদিন গৃহকর্তার ছোট মেয়েটা দৌঁড় দিতে গিয়ে পড়ে যায়। তখন আমাকে তিনদিন ঘরের মধ্যে আটকে রাখে; কোনো খাবার দেয় না। তারপর তিনদিন পর খাবার দেয়। আমাকে নিয়মিত বেতন দেয় না। বাড়িতে যোগাযোগ করতেও দেয় না। আমি আট মাস কাজ করি। এর ভেতর তিন মাসের বেতনই বকেয়া রাখে। আমি একদিন আমার ছেলেকে ফোন করি এবং সকল কথা খুলে বলি। আমার ছেলে ধার করে বাড়ি থেকে টাকা পাঠায়। আমি টিকিট কেটে চলে আসি।

দেশে আসার পর ওরা আমার সাথে আর কোনো যোগাযোগ করেনি। আমার কাছে কোনো কাগজপত্র দেয়নি। সকল কাগজপত্র ও আমার ব্যবহার্য সকল জিনিস আসার সময়ই রেখে দেয়। দেশে এসে দালালের সাথে যোগাযোগ করলে সে কিছু করতে পারবে না বলে জানায়। আমি অনেক ক্ষতিগ্রস্ত। বকেয়া বেতন ও ক্ষতিপূরণ পেতে আমার কী করণীয় তা আপনাদের কাছে জানতে চাই?

বিশেষজ্ঞ মতামত:

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

অভিবাসনের নামে কেউ প্রতারিত হলে ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের অধীনে বিচার পাওয়ার ব্যবস্থা আছে। আপনি বললেন, আপনার কাছে কোনো কাগজপত্র নেই। আইনের সহায়তা নিতে হলে অবশ্যই কাগজপত্র লাগবে। এরকম আরো অনেক কেস পাই আমরা। আপনাকে অনুরোধ করবো, কোনো কাগজপত্র না থাকলেও যদি পাসপোর্টের ফটোকপি থাকে তাহলে তা নিয়ে বিএমইটি-তে একটি অভিযোগ দাখিল করেন। প্রতিকার পেতে পারেন।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:

'অভিবাসীর আদালত'-এ প্রাপ্ত পরামর্শের ভিত্তিতে অভিযোগকারী রামরু'র লিগ্যাল সাপোর্ট সেল-এর সহায়তায় বিএমইটি-তে একটি অভিযোগ দাখিল করেন। অভিযোগটি এখনও অনিষ্পন্ন অবস্থায় আছে।

২৫.

'অভিবাসীর আদালত'-এর নবম অধিবেশনে পেশকৃত মোছাঃ সাথীর অভিযোগ:

আমি মোছাঃ সাথী। আমি টাঙ্গাইলের কালিহাতীর বাসিন্দা। 'অভিবাসীর আদালত' একটি সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান; যেখানে ভূক্তভোগী, আইনজীবী এবং বিশেষজ্ঞগণ অংশ নেন। ভূক্তভোগীরা নিজেদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন, আইনজীবী আইনগত সমাধানের পথ বলে দেন এবং বিশেষজ্ঞগণ সমস্যা সমাধানের উপায়ের সাথে অভিবাসন বিষয়ে বিভিন্ন সচেতনতামূলক তথ্য দিয়ে থাকেন। আমি অভিবাসী হতে গিয়ে নির্যাতনের শিকার। তাই আজ আমি এ অনুষ্ঠানে এসেছি নিজের দুঃখের গল্প শোনাতে।

আমার স্বামী আমাকে দেখতে পারতো না। ঠিকমতো সংসার খরচ দিতো না। বাড়ি থেকে যৌতুকের টাকা আনতে বলতো। টাকা দিতে পারতাম না বলে আমাকে অনেক মারধোর করতো। একদিন আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। আমি আমার বাবার বাড়িতে চলে আসি। একদিন বিকেলে এলাকার দালাল সেলিমের সাথে দেখা। সে বলে, 'আমি তোমার কথা শুনলাম। অনেক কষ্টে আছো। আমার কাছে কাতারের ভিসা আছে। বাসা-বাড়িতে কাজ করতে হবে। মাসিক বেতন ২০,০০০/- টাকা (২৩৫/- ইউএস ডলার)। যেতে খরচ পড়বে ১,০০,০০০/- টাকা (১,১৭৬/- ইউএস ডলার)। তুমি গেলে ভেবে দেখতে পারো।' আমি আমার ভাইকে দালালের কথা বলি। ভাই শুনে সম্মতি জানায় এবং ঋণ করে আমাকে দালালের প্রস্তাবমতো টাকা দেয়। দালাল কাগজপত্র তৈরী করে আমাকে কাতার পাঠিয়ে দেয়।

কাতার যাওয়ার পর যে বাসায় কাজ পাই সেখানকার গৃহকর্তার ব্যবহার ভালো ছিল না। কাজে একটু ভুল হলেই মারধোর করতো। খাবারের কষ্টও ছিল। অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করাতো। ঘুমাতে দিতো না। যার ফলে বিশ্রাম পেতাম না ঠিকমতো। ওই বাসায় দুইটা ছেলে ছিল। ওরা আমাকে পাশবিক নির্যাতন করতো। আমি গৃহকর্তার কাছে বিচার দিতাম। মালিক কোনো পদক্ষেপ না নিয়ে উল্টো আমাকে পুলিশের ভয় দেখাতো। আমি ওদের

কথা না শুনলেই আমাকে মারধোর করতো; বাথরুমে আটকে রাখতো। আমাকে কারো সাথে যোগাযোগ করতেও দিতো না। একদিন লুকিয়ে আমার ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করি। আমার ভাই ঘর বিক্রি করে টাকা জোগাড় করে দালালকে দেয় আমাকে ফিরিয়ে আনার জন্য। দালাল টিকিট কেটে আমাকে দেশে ফিরিয়ে আনে।

দেশে আসার পর দালালের সাথে যোগাযোগ করতে পারছি না। আমাকে দেশে ফিরিয়ে সে গা ঢাকা দিয়েছে। কোন এজেন্সির মাধ্যমে গেছি সেটাও জানি না, কারণ আমার কাছে কোনো কাগজপত্র নেই। ক্ষতিপূরণ পেতে আমার কী করণীয় তা আপনাদের কাছে জানতে চাই?

বিশেষজ্ঞ মতামত:

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

আপনার ঘটনাটি অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। নারী অভিবাসী কর্মীদের ক্ষেত্রে এমন ঘটনা প্রায়শই শুনে থাকি। আপনি ওয়ার্ক পারমিট, ভিসা, স্মার্ট কার্ড এসব সংগ্রহ করতে পারলে ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ৩১ ধারায় একটি ফৌজদারী মামলা এবং ২৮ ধারায় একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা দায়ের করতে পারেন।

মেরিনা সুলতানা, পরিচালক (প্রোগ্র্যাম), রামরু

আমাদের যেসব নারী অভিবাসী কর্মীরা বিদেশে যাচ্ছেন তাদের কাজের জায়গায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সরকারী সংস্থাসমূহ বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে। এছাড়াও বেসরকারী সংস্থাসমূহও নানা রকম ইস্যু তুলে আনছে, কাজ করছে। যাওয়ার সময় অরিয়েন্টেশন প্রোগ্র্যাম ভালমতো হয় না। এটা একটা বড় দূর্বলতা। সচেতনতার কোনো বিকল্প নেই।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:

'অভিবাসীর আদালত'-এ প্রাপ্ত পরামর্শের ভিত্তিতে অভিযোগকারী রামরু'র লিগ্যাল সাপোর্ট সেল-এর সহায়তায় বিএমইটি-তে একটি অভিযোগ দাখিল করেন। অভিযোগটি এখনও অনিষ্পন্ন অবস্থায় আছে।

২৬.

'অভিবাসীর আদালত'-এর নবম অধিবেশনে পেশকৃত মোঃ সানোয়ারের অভিযোগ:

আমি মোঃ সানোয়ার; টাঙ্গাইল সদর উপজেলার বাসিন্দা। টাঙ্গাইলে রামরু-কর্মীরা অভিবাসীদের নিয়ে কাজ করে। তারা অভিবাসীদের অভিবাসন সংক্রান্ত সকল তথ্য দিয়ে সাহায্য করে, যারা প্রতারিত হয় তাদের আইনগত প্রতিকার দিতে সহায়তা করে। আমি অভিবাসী হতে গিয়ে দালালের প্রতারণার শিকার। আমি রামরু'র সাথে যোগাযোগ করলে তারা আমাকে 'অভিবাসীর আদালত'-এ আসতে বলে। আজ আমি নিজের দূর্ভোগের কথা, কষ্টের কথা শোনাতে আজকের এ অনুষ্ঠানে এসেছি।

একদিন এলাকার দালাল সাঈদ আমার বাড়িতে আসে। সে জানায়, তার কাছে কাতারের ভালো ভিসা আছে। কোম্পানিতে কাজ। দুই বছরের চুক্তি। মাসিক বেতন ৩৫,০০০/- টাকা (৪১২/- ইউএস ডলার)। যেতে সব মিলিয়ে খরচ পড়বে ৩,৫০,০০০/- টাকা (৪,১১৯/- ইউএস ডলার)। আমার আর্থিক অবস্থা তেমন ভালো ছিল না। ভাবলাম, একবার কষ্ট করে যেতে পারলে সংসারে আর কোনো অভাব থাকবে না। সবদিক চিন্তা কওে রাজী হয়ে যাই এবং ঋণ করে দালালকে টাকা দিই। দালাল সকল কাগজপত্র ঠিক করে। আমাকে মেডিকেল টেস্ট করায়। সব প্রক্রিয়া শেষে ২০১৫ সালের নভেম্বর মাসে আমাকে কাতার পাঠিয়ে দেয়।

সেখানে পৌঁছার পর চুক্তি আনুযায়ী কাজ পাই না। একেক দিন একেক কাজ করাতে থাকে। একদিন বাসা-বাড়ি ঝাড়ু দেওয়ার কাজ দেয় তো আরেকদিন রাজমিস্ত্রির সহযোগী হিসেবে ইট ভাঙার কাজ। এভাবে চলতে থাকে। মাস শেষে বেতন পাই ৮০০ রিয়াল (২১৩/- ইউএস ডলার; ১৮,১২২/- টাকা)। আড়াই মাস কাজ করার পর কোম্পানি আমার মেডিকেল টেস্ট করায়। রিপোর্ট আসলে বলে, আমার ফিটনেস নেই। আমি এখানে থাকতে পারব না। কোনো কথা না শুনে আমাকে দেশে পাঠিয়ে দেয়।

দেশে ফেরার পর দালালের সাথে যোগাযোগ করি। তার কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ চাই। সে ক্ষতিপূরণ দিতে রাজী হয়। কিছুদিন অতিবাহিত হয়। সে কোনো ক্ষতিপূরণ দেয় না। আমি আবার বলি। এক পর্যায়ে সে আমাকে এড়িয়ে চলা শুরু করে। তার সাথে যোগাযোগ করতেই পারছি না আর। আমার জন্য কী আইনগত প্রতিকার রয়েছে তা আপনাদের কাছে জানতে চাই?

বিশেষজ্ঞ মতামত:

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

আপনার কথা শুনলাম। মেডিকেল টেস্টের জটিলতার প্রেক্ষিতে এরকম ভোগান্তির ঘটনা আমরা প্রায়ই দেখে থাকি। অভিবাসী ভাই-বোনদের বলতে চাই, মেডিকেল রিপোর্টে কোনো সমস্যা থাকলে তা লুকিয়ে রেখে কখনোই বিদেশ যাবেন না। আপনার সাথে প্রতারণা করা হয়েছে। আপনি ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ৩১ ধারায় একটি ফৌজদারী মামলা দায়ের করতে পারেন।

মেরিনা সুলতানা, পরিচালক (প্রোগ্র্যাম), রামরু

বিষয়টিকে অবশ্যই আইনের আওতায় আনতে হবে। এখানে সুস্পষ্ট প্রতারণা হয়েছে। প্রতারণা শুধু এটাই নয় যে, কেউ টাকা নিয়ে কাজটা ঠিকমতো করলো না, বরং প্রতারণা এটাও যে ভুয়া মেডিকেল রিপোর্ট দিলো। একটা চক্র এমন প্রতারণা করে চলেছে। এই চক্রকে থামাতে হবে।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:

'অভিবাসীর আদালত'-এ প্রাপ্ত পরামর্শের ভিত্তিতে অভিযোগকারী রামরু'র সহায়তায় স্থানীয় মেডিয়েশন কমিটির কাছে মধ্যস্থতার জন্য আবেদন করেন। মেডিয়েশন কমিটির নোটিশ পাওয়ার পরও অভিযুক্ত ব্যক্তি অনুপস্থিত থাকায় মধ্যস্থতা প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। পরবর্তীতে অভিযোগকারী আদালতে একটি মামলা দায়ের করে। উক্ত মামলায় নিয়মিত হাজিরা না দেওয়ায় মামলাটি খারিজ হয়ে যায়।

২৭.

'অভিবাসীর আদালত'-এর দশম অধিবেশনে পেশকৃত মনিরের অভিযোগ:

আমি মনির; ঠিকানা নবীনগর, সাভার, ঢাকা। আমার বোন একদিন টিভি দেখতে গিয়ে 'অভিবাসীর আদালত' অনুষ্ঠানটি দেখে। সে আমাকে বলে, প্রতি শনিবার টিভিতে 'অভিবাসীর আদালত' নামে একটা অনুষ্ঠান হয়। ওখানে কিছু ভূক্তভোগী থাকে যারা কিনা অভিবাসী হতে গিয়ে প্রতারণার শিকার। তাদের সঠিক বিচার পেতে অনুষ্ঠানটি সহায়তা করে। আমিও আমার ভাগিনাকে বিদেশে পাঠানোর জন্য টাকা দিয়ে পাঠাতে পারিনি। তাই আমি অনুষ্ঠানটি থেকে ফোন নম্বর নিয়ে রাখি। পরে যোগাযোগ করে আজকের অনুষ্ঠানে এসেছি আমার অভিজ্ঞতার কথা শোনাতে এবং পরামর্শ নিতে।

আমার দুইজন ভাগিনা আছে। তারা অনেক ভালো ছাত্র। আমার এবং আমার বোনের ইচ্ছা ওদের দেশের বাইরে পাঠিয়ে ডিগ্রি অর্জন করানো। একদিন বাজারে গিয়ে দালাল নাসির উদ্দিনের সাথে দেখা হয়। সে আমার ভাগিনাদের স্টুডেন্ট হিসাবে মালয়েশিয়া পাঠানোর প্রস্তাব করে। সে বলে, ৬,২০,০০০/- টাকা (৭,৩০১/- ইউএস ডলার) খরচ দিলে আমাকে পাঠাতে পারবে। আমি প্রথমে দালালের কথা বিশ্বাস করি না। দালাল তখন আমাকে অনেক কাগজপত্র দেখায়। তার দেখানো কাগজপত্র দেখে আমি বিশ্বাস করি যে, সে পাঠাতে পারবে।

আমি আমার দুই ভাগিনার পাসপোর্ট জমা দিই। দই বছর পর জিটুজি ফর্ম দেখায়। ২০১৫ সালে আমি সকল কাগজপত্র বিএম ইটি থেকে চেক করিয়ে ঠিক আছে জেনে দালালকে পুরো টাকা প্রদান করি। সে আমাদের ফ্লাইটের তারিখ জানায়। আমরা সকল কেনাকাটা শেষ করে ভাগিনাদের মালয়েশিয়া পাঠাবার জন্য এয়ারপোর্টে আসি। কিন্তু দালাল বলে, 'ফ্লাইট ক্যানসেল হয়েছে।' ফ্লাইট না হওয়ার কারণে আমরা বাড়ি চলে আসি। বাড়ি ফিরে দালালের সাথে যোগাযোগ করলে সে বলে, 'এখন মালয়েশিয়ায় শ্রমিক নিচ্ছে। আমি ওদের কাজের ভিসায় পাঠাতে পারবো।' আমরা যেহেতু অনেক টাকা দিয়ে দিয়েছি তাই সিদ্ধান্ত নিই, কাজের ভিসায় পাঠাতে পারলেও চলবে। দালাল ভিসা দেয়, ম্যান পাওয়ার করে, ট্রেনিং করায়। এর ভেতর ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। এক সময় আমরা সিদ্ধান্ত নেই আর বিদেশেই পাঠাবো না। আমরা টাকা ও পাসপোর্ট ফেরত চাই। টাকা ফেরত চাইলে দালাল প্রথমে রাজি হয় না। বলে, পারবে না ফেরত দিতে। আমারা কেস করব বলে ভয় দেখালে দুইটা চেক দেয়, কিন্তু টাকা তোলা যায় না। আমরা মামলা করি। একটা চেকের বিপরীতে এখনও একটা মামলা চলমান আছে। টাকা ফেরত পাওয়ার জন্য করণীয় কী আপনাদের কাছে জানতে চাই?

বিশেষজ্ঞ মতামত:

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

আমরা আশা করব, যারা বিদেশে যাবেন, সঠিক তথ্য জেনে যাবেন। যেহেতু চেক ডিজওনারের মামলা করেছেন সেহেতু মামলা রায় না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

ড. নুরুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ পরিচালক, বিএমইটি

যেহেতু বিএমইটি'র স্মার্ট কার্ড আছে সেহেতু বিএমইটি-তে একটি অভিযোগ দাখিল করতে পারেন। আশা করি, প্রতিকার পাবেন।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:

'অভিবাসীর আদালত'-এর সংশ্লিষ্ট পর্ব প্রচারের পর অভিযোগকারী আদালতে চলমান চেক ডিজওনারের মামলাটি অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত জানান। পরে তিনি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করায় অভিযোগটির সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে আর জানা সম্ভব হয় না।

২৮.

'অভিবাসীর আদালত'-এর দশম অধিবেশনে পেশকৃত রফিকুল ইসলামের অভিযোগ:

আমি রফিকুল ইসলাম; ঠিকানা টাঙ্গাইল সদর। 'অভিবাসীর আদালত' অভিবাসীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। আনুষ্ঠানটি প্রতি শনিবার হয়। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভূক্তভোগী অভিবাসীরা সঠিক আইনগত পরামর্শ

পায় এবং তাদের ভেতর সচেতনতাও সৃষ্টি হয়। আমি আগ্রহী হয়ে রামরু'র সাথে যোগাযোগ করি। আজ 'অভিবাসীর আদালত'-এ এসেছি নিজের দূর্ভোগের গল্প শোনাতে।

আমার আর্থিক অবস্থার তেমন ভালো ছিল না। তাই সিদ্ধান্ত নিই নিজের অবস্থার উন্নতির জন্য বিদেশ যাবো। বিদেশ কিভাবে যেতে হয় তার সঠিক তথ্য আমি জানতাম না। তাই দালাল লিয়াকতের সাথে যোগাযোগ করি। দালাল আমাকে বলে, তার কাছে ফ্রি ভিসা আছে। কাতারে পাইপের দোকানে কাজ। বেতন অনেক বেশি। আমি নিজের অবস্থার উন্নয়নের কথা চিন্তা করে খুব বেশি না ভেবেই রাজী হয়ে যাই। দালাল ৬,৫০,০০০/- টাকা (৭,৬৫৪/- ইউএস ডলার) খরচের কথা বলেছিল। আমি ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে ২০১৬ সালে দালাল লিয়াকতকে তার প্রস্তাবমতো টাকা দিই। দালাল আমার সকল কাগজপত্র ঠিক করে আমাকে কাতার পাঠায়। আমি বলি, 'কোনো ট্রেনিং নিতে হবে কি না?' দালাল বলে, 'সকল কাগজপত্র ঠিক আছে। যাওয়ার সাথে সাথে কাজ দেবে।' আমি দালালের কথা শুনে চলে যাই।

কাতার যাওয়ার পর দেখি দালালের চুক্তির সাথে কাজের কোনো মিল নেই। ওখানে গিয়ে আর এক দালালের খপ্পরে পড়ি। সে আমার থেকে আরো টাকা দাবি করে। বলে টাকা দিলে কাজ দেবে। আমি এই দালালকে বাংলাদেশী দালালের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দিই। সে আমাকে একটা কাজ দেয়। শুধু কাজ করায় কিন্তু বেতন দেয় না। থাকা খাওয়ার কোনো ব্যবস্থাও করে না। আমি নিরুপায় হয়ে বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করি। এভাবে তিন মাস কেটে যায়। কোনো বেতন না পেয়ে নিরুপায় হয়ে বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে টিকিট কেটে দেশে চলে আসি।

দেশে এসে দালালের সাথে যোগাযোগ করি। তার কাছে ক্ষতিপূরণ চাই। দালাল ক্ষতিপূরণ দিতে পারবে না বলে সাফ জানিয়ে দেয়। আমার কাছে কোনো কাগজপত্র নেই। কোন এজেন্সির মাধ্যমে কাতার গেছি তাও জানি না। ক্ষতিপূরণ পাওয়ার জন্য আমার করণীয় কী তা আপনাদের কাছে জানতে চাই?

বিশেষজ্ঞ মতামত:

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

আপনার ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক। স্থানীয়ভাকে মিমাংসার চেষ্টা করেন। কাগজপত্র সংগ্রহ করতে পারলে, আপনি ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ৩১ ধারার বিধান মতে একটি ফৌজদারী মামলা এবং ২৮ ধারার বিধান মতে একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা দায়ের করতে পারেন। আশা করি, প্রতিকার পাবেন।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:

'অভিবাসীর আদালত'-এ প্রাপ্ত পরামর্শের ভিত্তিতে অভিযোগকারী রামরু'র লিগ্যাল সাপোর্ট সেল-এর সহায়তায় বিএমইটি-তে একটি অভিযোগ দাখিল করেন। অভিযোগটি এখনও অনিষ্পন্ন অবস্থায় আছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ

(১১-২০) তম অধিবেশনে পেশকৃত অভিযোগসমূহ এবং বিশেষজ্ঞ মতামত

২৯.
'অভিবাসীর আদালত'-এর ১৩তম অধিবেশনে পেশকৃত সখিনার অভিযোগঃ

আমার নাম সখিনা। আমি টাঙ্গাইল সদর থানার বাসিন্দা। একদিন আমার মেয়ে টেলিভিশনে 'অভিবাসীর আদালত' অনুষ্ঠানটি দেখে আমাকে বলল, এখানে অভিবাসন বিষয়ে বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরা হয় এবং এর প্রতিকার বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়। তাই আমার মেয়ে আমার নিজের অভিবাসনের গল্প 'অভিবাসীর আদালত'-এ এসে জানাতে বলে। আজ আমি 'অভিবাসী আদালত' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমার অভিবাসনের গল্পটি বলতে এখানে এসেছি।

আমার অল্প উপার্জনে সন্তানদের ভবিষ্যত গড়ে তুলতে পারব কিনা তা নিয়ে সন্দিহান ছিলাম। আমার মা-কে প্রায়ই বলতাম, 'আমার জীবন তো যেনতেন ভাবে কেটে গেল। কিন্তু সন্তানদের একটা ভাল ভবিষ্যত গড়ে যাবো। ওদেরকে যেন আমার মতো কষ্ট করতে না হয়।' মা'র সাথে পরামর্শ করে ২০১৭ সালে বিদেশ যাওয়ার ব্যাপারে মনস্থির করি। আমার পরিচিত একজন দালাল ছিলেন, যিনি সৌদি আরবে লোক পাঠাতেন। ওই দালালের সাথে এ ব্যাপারে আলাপ করি। সে বলে, ২০,০০০/- টাকা (২৩৫ ইউএস ডলার) খরচ করলেই সৌদি আরব যাওয়া যাবে। আমি রাজী হয়ে তাকে টাকা দিলে, সে সব ব্যবস্থা করে। আমাকে হাউসকিপিং বিষয়ে ট্রেনিং দেওয়া হয় এবং বলা হয়, আমার ভিসা হাউস কিপারের ও আমাকে বাসা-বাড়িতে কাজ দেবে। কথামতো, ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাসে সৌদি আরব যাই।

সৌদি আরব পৌঁছানোর পর আমাকে ১৫ দিন একটা অফিসে আটকে রাখা হয়। আমি আরবি ভাষা ঠিকমতো বুঝতে পারি না বলে তারা আমাকে একটি সাপ্লাই কোম্পানিতে কাজ দিতে চায়। আমার বয়স চল্লিশের ওপর হওয়ায় সেখানেও আমাকে নেওয়া হয় না। ওই অফিসেই আমাকে আটকে রাখা হয়। সেখানে আমাকে অনেক মারধর করা হত; সবসময় থাপ্পড় দিয়ে কথা বলত আমার সাথে। ঠিকমত খাবার দিত না। সেখানে আরো ১৫

দিন আটকে রাখা হয় আমাকে। এ সময় বাড়িতে যোগাযোগ করতে দিত না। একবার বাড়িতে কথা বলতে দেয় এবং শর্ত দেয় যে, আমাকে বানিয়ে বলতে হবে, আমি ভালো আছি, এখানে আমার কোন সমস্যা নাই। আমি বানানো কথা না বলার কারণে আমাকে অনেক মারে। আমি শারীরিক ও মানসিক ভাবে অনেক অসুস্থ হয়ে পড়ি।

বাড়ি থেকে আমার লোকজন দেশে এজেন্সির অফিসে চাপ দেয়, আমাকে বাড়িতে ফিরিয়ে দিতে বলে। অবশেষে বাড়ির অনেক চেষ্টা-তদবীরে ওরা আমাকে দেশে ফিরিয়ে আনে। আমাকে কোনও বেতন দেওয়া হয়নি। শূন্য হাতে আমি দেশে ফিরে আসি। দেশে ফিরে দালালের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করে ব্যর্থ হই। সন্তানদের ভবিষ্যৎ গড়ার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। এখন আমি অসহায়। সামাজিকভাবেও আমাকে মূল্যায়ন করা হয় না। 'অভিবাসী আদালত'-এর মাধ্যমে জানতে চাই, আমার তো কোনো অপরাধ ছিল না, তাহলে কেন এমন হলো? এখন আমার করণীয় কী?

বিশেষজ্ঞ মতামত:

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

সখিনার ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক। বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ২২ ধারায় রিক্রুটিং এজেন্সির অনেক দায়িত্ব আছে। রিক্রুটিং এজেন্সি নিয়োগকর্তার প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে। সুতরাং বিদেশে পাঠিয়ে জব কন্ট্রাক্ট অনুযায়ী সবকিছু দেখভাল করার দায়িত্ব এজেন্সির। সখিনা বিএমইটি-তে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন অথবা মধ্যস্থতার মাধ্যমে সুরাহার চেষ্টা করতে পারেন। প্রয়োজনে ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলা দায়েরের মাধ্যমে দালাল ও রিক্রুটিং এজেন্সিকে আইনের আওতায় নিয়ে আসা যেতে পারে।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:

'অভিবাসীর আদালত'-এ প্রাপ্ত পরামর্শের ভিত্তিতে অভিযোগকারী রামরু'র লিগ্যাল সাপোর্ট সেল-এর সহায়তায় বিএমইটি'-তে একটি অভিযোগ দাখিল করেন। অভিযোগটি এখনও অনিষ্পন্ন অবস্থায় আছে।

৩০.

'অভিবাসীর আদালত'-এর ১৩তম অধিবেশনে পেশকৃত রাজীবের অভিযোগ:

আমার নাম রাজীব। আমি কিছুদিন আগে টেলিভিশনে 'আভিবাসীর আদালত' অনুষ্ঠানটি দেখি এবং এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অনেক অভিবাসীর দুঃখ-দূর্দশার কথা শুনি। সেখানে তাদের প্রতিকার বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া দেখে আমিও এই অনুষ্ঠানে এসে আমার সমস্যাটির কথা বলতে আগ্রহী হই। আজ আমার সাথে ঘটে যাওয়া প্রতারণার কথা বলতে এবং প্রতিকারের বিষয়ে জানতে 'অভিবাসীর আদালত'-এ এসেছি।

আমার এক দূর-সম্পর্কের আত্মীয় রিপনের কাছে প্রথম বিদেশ যাওয়ার প্রস্তাব পাই। রিপন ওমান থাকে এবং বাংলাদেশ থেকে লোক নেয়। সে বলে, বিদেশ গিয়ে আমি ভালো বেতনে কাজ করতে পারবো। আমি তাকে বিশ্বাস করি যে সে আমাকে সেখানে নিয়ে ভালো কাজ দেবে এবং আমি আমার অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারব, পরিবার নিয়ে একটু সুখে থাকতে পারবো। আমি রাজী হই। তারপর ঋণ করে তাকে টাকা দিলে সে ওমান থেকেই আমার সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে দেয়। আমি তার কথা মতো কাজ করি এবং আমাকে সে বিদেশ নিয়ে যায়।

ওমান পৌঁচার পর প্রথম এক মাস আমাকে তার কাছে রাখে। বলে, একমাস পর আমাকে ভালো একটা কাজের ব্যবস্থা করে দেবে। এভাবে এক মাস পার হয়ে গেলেও আমাকে কোনো কাজ দেয় না। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, 'এক মাস তো হয়ে গেল, তাহলে আমাকে কাজ দিচ্ছিস না কেন?' সে বলে, 'একটু অসুবিধা হয়ে গেছে, তুই বাড়ি থেকে আরো ১০,০০০/- টাকা (১১৭/- ইউএস ডলার) নিয়ে আয়। এরপর আমি তোর কাজের ব্যবস্থা করে দেবো।' আমি তাকে বিশ্বাস করতাম। তাই বাড়ি থেকে আবারো ঋণ করে টাকা নিয়ে আসি এবং তাকে দিই। এভাবে আরো কিছুদিন অথিবাহিত হয়। এক পর্যায়ে সে বলে, ওমানে এখন সমস্যা যাচ্ছে। এখন কাজ পাওয়া যাচ্ছে না। তুই কিছুদিন পরে ঝামেলা মিটলে আবার আসিস। আমি তোকে খবর দেবো।' আমি হতভম্ব হয়ে পড়ি। ওর সাথে তর্ক হয়। এক পর্যায়ে ও জোর করে আমাকে বিমানবন্দরে এনে দেশে পাঠিয়ে দেয়।

দেশে এসে আমি রিপনের পরিবারের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করি। এরপর পারিবারিকভাবে আয়োজিত সালিশের মাধ্যমে রিপন সেখান থেকে জানায় যে, সে আমাকে কাজের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল, কিন্তু আমি নিজ ইচ্ছায় দেশে চলে এসেছি। সুতরাং সে কোনো টাকা ফেরত দিতে পারবে না। হতাশা তার ওপর ঋণের চাপ। ঋণের টাকার চাপে আমি বাড়িতেও থাকতে পারি না। এ অবস্থায় আমার করণীয় কী, অভিবাসীর আদালত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জানতে চাই?

বিশেষজ্ঞ মতামত:

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

রাজীবের ঘটনাটি দুঃখজনক। এখানে একটি পরিষ্কার প্রতারণা হয়েছে এবং এটি পূর্বপরিকল্পিত। ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ২২ ধারার বিধান অনুযায়ী রিক্রুটিং এজেন্সি কোনোভাবেই তার দায় এড়াতে পারে না। উক্ত ধারায় খুব চমৎকার বলে দেওয়া আছে যে, যদি কোনো এজেন্সি কোন ব্যক্তিকে দেশের বাইরে পাঠায় কাজের উদ্দেশ্যে, সে ক্ষেত্রে তার জব কন্ট্রাক্ট অনুযায়ী শর্তগুলো ঠিকমতো পালন করা হচ্ছে কিনা তার দেখভাল করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব এজেন্সির। আপনি বিএমইটি-তে অভিযোগের মাধ্যমে বিষয়টির সুরাহা করতে পারেন এবং যদি না হয় সে ক্ষেত্রে মামলা দায়ের করে রিক্রুটিং এজেন্সি, নিয়োগকর্তা এবং যে সহকারী ছিলেন তাদের সবাইকে আইনের আওতায় আনতে পারেন।

মেরিনা সুলতানা, পরিচালক (প্রোগ্র্যাম), রামরু

এখানে পূর্ব পরিকল্পিত একটি প্রতারণা হয়েছে। ওনার সব কাগজপত্র ঠিক থাকলে নিশ্চয় তিনি আদালতের মাধ্যমে এর প্রতিকার পাবেন। যিনি বিদেশ যাচ্ছেন তাকে অনেক বেশি সচেতন হতে হবে। সকল কাগজপত্র ভালমতো পরীক্ষা করে তারপর যাওয়া উচিত।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:

'অভিবাসীর আদালত'-এ প্রাপ্ত পরামর্শের ভিত্তিতে অভিযোগকারী রামরু'র সহায়তায় স্থানীয় মেডিয়েশন কমিটির নিকট অভিযোগ করেন। মেডিয়েশন কমিটি দুই পক্ষকে নোটিশ প্রদান করে মধ্যস্থতার আয়োজন করে। মধ্যস্থতায় জানা যায়, অভিযোগকারী স্বেচ্ছায় দেশে ফেরত চলে আসে। পরে অভিযোগকারীও তা মেনে নেয় এবং অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেয়।

৩১.

‘অভিবাসীর আদালত’-এর ১৩তম অধিবেশনে পেশকৃত মোঃ জিল্লুর রহমানের অভিযোগঃ

আমি মোঃ জিল্লুর রহমান; টাঙ্গাইলের ঘাটাইলের বাসিন্দা। টেলিভিশনে ‘অভিবাসীর আদালত’ অনেক দেখেছি। আজ আমার নিজের অভিযোগের কথা বলতে এবং আইনগত প্রতিকারের বিষয়ে জানতে অভিবাসীর আদালতে এসেছি। শুনেছি বিদেশে গেলে মানুষের সব অভাব ঘুচে যায়। ভাগ্য পরিবর্তন হয়ে যায়। আমাকে এই কথাগুলো বলেই সৌদি আরব যাওয়ার ব্যাপারে বুঝিয়েছিল দালাল আরিফ। তাছাড়া বিদেশ গিয়ে এলাকার কয়েকজনের আয়-উন্নতি হতে দেখেছি। আর দেশে অনেক চেষ্টাতেও পরিবারে স্বচ্ছলতা আনতে পারছিলাম না। যার ফলে, আমার ভেতরেও বিদেশ যাওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ তৈরি হয়। এক পর্যায়ে পরিবারের সবার সাথে আলাপ করে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই।

দালাল বলেছিল, ২,০০০/- রিয়াল (৫৩৩/- ইউএস ডলার, ৪৫,০০০/- টাকা) বেতন এবং থাকা-খাওয়া ফ্রি। যেতে খরচ হবে ৫,০০,০০০/- টাকা (৫,৯০১/- ইউএস ডলার)। দালালের কথায় রাজী হয়ে তার প্রস্তাবমতো ২০১৬ সালে তাকে পাঁচ লক্ষ টাকা দিই। টাকা দেওয়ার অল্প কিছু দিনের ভেতর সৌদি আরব যাওয়ার ব্যবস্থা হবে- এমন প্রতিশ্রুতি থাকলেও দালাল আরিফ আমাকে ঘোরাতে থাকে। নানা বাকবিতণ্ডা হয়। এভাবে এক বছর অতিবাহিত হয়ে যায়। এরপর ২০১৭ সালের ১৬ মার্চ কাঙ্ক্ষিত দিনটি আসে। সৌদি আরবের উদ্দেশ্যে বিমানে উঠে বসি।

সৌদি আরব গিয়ে পৌঁছলে দালাল আরিফের ভাই মামুন আমাকে নিয়ে যায় এবং কথামতো দোকানে সেলস্‌ম্যানের কাজ দেয়। থাকা-খাওয়ার একটা ব্যবস্থা হয়। অনেক পরিশ্রমের কাজ হলেও সব ভুলে মন দিয়ে কাজ করতে থাকি। এভাবে এক মাস অতিবাহিত হলেও কোনো বেতন পাই না। জিজ্ঞেস করলে বলে, পরে একবারে বেতন হবে। একে একে সাড়ে পাঁচ মাস পার হয়ে যায়। কোনো বেতন পাই না। আমার ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে যায়। অনেক আশা নিয়ে ধার-দেনা করে বিদেশ এসে গাঁধার খাটুনি খেটেও বেতন হয় না। বাড়িতে টাকা পাঠাতে পারি না। বাড়িতে ফোন করতেও সঙ্কোচ হয়।

এক সময় চরম অধৈর্য্য হয়ে বেতনের কথা বললে নিয়োগকর্তা রেগে যায়। থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা বাতিল করে আমাকে দোকান থেকে বের করে দেয়। অন্যের সাহায্যে অনেক কষ্টে কোনভাবে জীবন চলতে থাকে। তিন মাস কখনো রাস্তায়, কখনো মসজিদে ঘুমোতাম। কেবল শুকনো রুটি আর পানি খেয়ে থাকতাম। অনেক চেষ্টায় একটা ড্রাইভিং-এর কাজ পেলেও ভাল দক্ষতা না থাকায় তা ধরে রাখতে পারিনি। আমার পায়ের নিচের মাটি সরে যায়। কোনো উপায়েই আর টিকে থাকতে পারছিলাম না। এক পর্যায়ে দুই বাংলাদেশী প্রবাসী ভাইয়ের সহায়তায় দেশে চলে আসতে বাধ্য হই। বেতনের জন্য সৌদি আরবে নিয়োগকর্তার সাথে যোগাযোগ করলে বলে, বেতনের সব টাকা দালালের ভাই মামুনের কাছে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। মামুন ও আরিফের কাছে বেতনের ব্যাপারে বললে তারা অস্বীকার করে। ক্ষতিপূরণ চাইলেও তারা কখনোই তা দেবে না বলে জানিয়ে দেয়। অভিবাসীর আদালত সমীপে আমার দূর্ভোগের গল্প তুলে ধরলাম। ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য এখন আমি কী ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি?

বিশেষজ্ঞ মতামতঃ

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

এরকম অভিযোগ আমরা প্রায়শই শুনে থাকি। আমরা সবসময় অভিবাসী ভাইদের একটি অনুরোধ করি, যেন তাঁরা প্রত্যেকটি লেনদেনের ডকুমেন্টস্ রাখেন। মোঃ জিল্লুর রহমানের সাথে যা ঘটে গেছে এবং তাতে ওনার যে শারীরিক, মানসিক এবং আর্থিক ক্ষতি হয়েছে- এ ব্যাপারে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করলে তিনি সুফল পাবেন বলে আমি মনে করি। তবে আমরা সব সময় চাই, আদালতে আসার আগে মধ্যস্থতা কিংবা সালিশের মাধ্যমে নিস্পত্তি হোক। সেটিই উত্তম।

মেরিনা সুলতানা, পরিচালক (প্রোগ্র্যাম), রামরু

মোঃ জিল্লুর রহমান কর্তৃক অর্থ লেনদেনের কাগজপত্র, পাসপোর্ট, ক্লিয়ারেন্স ইত্যাদি থাকলে উনি স্থানীয় পর্যায়ে মধ্যস্থতায় বসতে পারেন। সেই সাথে বিএমইটি-তে অভিযোগ দাখিলের পাশাপাশি আদালতে মামলা দায়েরও করতে পারেন। টাঙ্গাইলে রামরু'র ব্যবস্থাপনায় মেডিয়েশন অনুষ্ঠিত হয়ে তাকে। তিনি সেখানে যেতে পারেন। আশা করি, সমাধান পাবেন।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থাঃ

'অভিবাসীর আদালত'-এর সংশ্লিষ্ট পর্ব প্রচার হওয়ার পরে দুই পক্ষ স্থানীয় লোকজনদের সাথে বসে ৫০,০০০/- টাকায় (৫৮৬/- ইউএস ডলার) মিমাংসা করে।

৩২.

'অভিবাসীর আদালত'-এর ১৪তম অধিবেশনে পেশকৃত পারুল আক্তারের অভিযোগঃ

আমার নাম পারুল আক্তার। আমি টাঙ্গাইল থেকে এসেছি। পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছে 'অভিবাসীর আদালত' অনুষ্ঠানটির কথা প্রথম শুনি। এরপর টেলিভিশনে নিয়মিত অনুষ্ঠানটি দেখতে থাকি। এ অনুষ্ঠানে অভিবাসী কর্মীদের নানা সমস্যার কথা তুলে ধরা হয় এবং তাদের প্রতিকারের পরামর্শ দেওয়া হয়। এজন্য আজ এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমার নিজের দুঃখ-দূর্দশার কথা বলতে আমি 'অভিবাসীর আদালত'-এ এসেছি।

আমার এক প্রতিবেশীর কাছে জানতে পারি, নারীদের কম টাকায় বিদেশে নেওয়া হয় এবং অনেক টাকা বেতন পাওয়া যায়। এরপর বিদেশ যাওয়ার ব্যাপারে আমার পরিবারের সাথে আলোচনা করি। ভাবি, অল্প টাকায় বিদেশ গিয়ে অনেক টাকা দেশে পাঠাতে পারব এবং পরে ফিরে এসে দেশে একটা ভালো ব্যবসা করতে পারব। ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাসে একজন দালালের খোঁজ পাই আমার এক আত্মীয়'র মাধ্যমে। ঐ দালাল আমাকে বলে, ৬০,০০০/- টাকা (৭০৭/- ইউএস ডলার) দিলে তাঁরা একটা মাদ্রাসার কাজে আমাকে বিদেশে পাঠাবে। আমি তার প্রস্তাবে একমত হয়ে বিদেশ যাওয়ার ব্যাপারে মনস্থির করি। এই উদ্দেশ্যে আমি সমিতি থেকে ঋণ করে এবং এক আত্মীয়র কাছ থেকে ধার নিয়ে টাকা জোগাড় করে দালালের হাতে দিই।

ট্রেনিং ও মেডিকেল টেস্ট শেষে কথামতো দালালের সাহায্যে আমি সৌদি আরব যাই। যাওয়ার আগে আমাকে তারা বলেছিল, মাদ্রাসায় কাজ দেবে। কিন্তু সৌদি আরবে যাওয়ার পরে, ওখানকার অফিস থেকে আমাকে বাসা-বাড়িতে গৃহকর্মীর কাজ দেয়। এটা মেনে নিয়েই ওখানে একমাস কাজ করি। বাসার ম্যাডামের ব্যবহার অনেক খারাপ ছিল। আমাকে সব সময় মারধর করত, সারাদিন কাজ করাত, বিশ্রামের সময় দিত না। এভাবে এক মাস কাজ করার পরে আমার হাতে একটা ইনফেকশন হয়। ওই বাসা থেকে আমার কোনো চিকিৎসা করায় না

এবং ঐ অবস্থাতেও আমাকে দিয়ে কাজ করায়। আমি সব কাজ ভালোভাবে করতে পারতাম, কোন সমস্যা হতো না। এরপর হঠাৎ একদিন ওই বাসা থেকে আমাকে অফিসে পাঠিয়ে দেয়। আমি বলি, আমি কাজ করতে পারব, সমস্যা হবে না। কিন্তু তারা আমাকে কোনো কাজ দেয় না, চিকিৎসাও করায় না। ১৫ দিন অফিসে রেখে আমাকে অনেক নির্যাতন করে। আমি অনেক অসুস্থ হয়ে গেলে আমাকে দেশে পাঠিয়ে দেয়। আমাকে ওই বাসা থেকে কোনো বেতন দেয়নি এবং অফিস থেকেও কোনো বেতন দেয়নি। এমনকি আমার কাপড়-কসমেটিকসগুলো রেখে দেয়।

বাড়িতে এসে স্থানীয় ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়ে আমি সুস্থ হই। এরপর দালালের সাথে দেখা করার জন্য তাকে অনেক খোজাখুজি করি। কিন্তু তার কোনো সন্ধান পাই না। বাড়ির ওপর ঋণের বোঝা। সমিতির লোক কিস্তির টাকা নিতে বাড়িতে এসে অনেক খারাপ কথা শোনায়, লাঞ্ছিত করে। যে আত্মীয়র কাছ থেকে ধার করেছিলাম তার টাকা ঠিক সময়ে শোধ না করায় তাদের সাথে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেছে। আমি কিভাবে এর প্রতিকার পাবো তা আপনাদের কাছে জানতে চাই?

বিশেষজ্ঞ মতামতঃ

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

এটি স্পষ্টতই একটি প্রতারণা। সৌদি আরবে গৃহকর্মী হিসাবে গিয়ে এরকম প্রতারণার শিকার হতে আমরা প্রায়ই দেখে থাকি। আপনি এর বিরুদ্ধে ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ৩১ ধারার বিধান মতে মামলা দায়ের করতে পারেন।

ড. নুরুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ পরিচালক, বিএমইটি

এখানে দু'টা বিষয় ঘটেছে- এক সচেতনতার অভাব, দুই প্রশিক্ষণের অভাব। আপনি ভিসা দেখে যাননি। আর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে ক্লিনিং-এর, কিন্তু আপনি গিয়েছেন বাসা-বাড়ির কাজে। বিদেশে যাওয়ার আগে সচেতন হয়ে ভিসা চেক করে নেওয়া উচিত। পারুল আক্তার, আপনি সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে বিএমইটি-তে অথবা নিজ জেলার ডেমো অফিসে অভিযোগ করতে পারেন। আপনি চাইলে টাঙ্গাইলের রামরু অফিসে যোগাযোগ করেও অভিযোগ পাঠাতে পারেন।

ড. তাসনিম সিদ্দিকী, প্রতিষ্ঠাতা চেয়ার, রামরু

নারী অভিবাসনের ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করছি, অভিবাসী নারীদের একটা বড় অংশ গৃহের ভেতরে নিগ্রহের শিকার হচ্ছেন। গত কয়েক মাসে প্রায় চারশ'র মতো নারী অভিবাসী ফিরে এসেছেন। এদের শতকরা প্রায় ৯৫ ভাগই কিন্তু এই পারুলের মত অসহায় অবস্থায়, বন্দিদশার মধ্য থেকে ফিরে এসেছেন। বিদেশে তাদের দায়িত্ব না নিয়ে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই যে একটা অসহায়ত্ব- এই অসহায়ত্ব শুধু অভিবাসীর তা নয়, এই অসহায়ত্ব সরকারের, আমাদের এবং বিদেশে যারা লোক পাঠাচ্ছেন তাদেরও। এই পরিস্থিতিতে অভিবাসী বোনদের আরো বেশি সচেতন হতে বলব।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থাঃ

'অভিবাসীর আদালত' অনুষ্ঠানটি অভিযুক্ত ব্যক্তি সরাসরি দেখে। পরে অভিযোগকারীর সাথে যোগাযোগ করে এলাকায় বসে মিমাংসা করে নেয়।

৩৩.

‘অভিবাসীর আদালত’-এর ১৪তম অধিবেশনে পেশকৃত হাওয়া বেগমের অভিযোগঃ

আমার নাম হাওয়া বেগম। আমি টাঙ্গাইল জেলার কাজিপুরের বাসিন্দা। আমার এক আত্মীয়’র কাছে ‘অভিবাসীর আদালত’ অনুষ্ঠানটির কথা প্রথম শুনি। সে আমাকে জানায়, টেলিভিশনে অভিবাসীদের নিয়ে একটি অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানে বিদেশ থেকে প্রতারিত হয়ে ফিরে আসা অভিবাসীদের আইনগত প্রতিকারের বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়। এরপর আমি রামরুর সাথে যোগাযোগ করে আজ সরাসরি ‘অভিবাসীর আদালত’-এ এসেছি আমার নিজের স্বপ্নভঙ্গের গল্প বলতে।

আমার বাড়ি-ঘরের অবস্থা ভালো না। একটি ভালো পরিবেশ এবং ছেলে-মেয়েদের সুন্দর ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে বিদেশ যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। এলাকার এক দালালের পরামর্শে তাকে ৩০,০০০/- টাকা (৩৫৩/- ইউএস ডলার) দিয়ে আমি সৌদি আরব যাওয়ার জন্য দুই বছরের চুক্তি করি। চুক্তি মোতাবেক গৃহকর্মীর কাজ নিয়ে ২০১৭ সালে সৌদি আরবের উদ্দেশ্যে রওনা করি আমি। সেখানে গিয়ে কথা মতো বাসা-বাড়িতে কাজ করতে থাকি। গৃহকর্তার স্ত্রীর ব্যবহার খুব খারাপ ছিল। সেখান থেকে আমাকে দেশে কথা বলতে দিত না। নিয়োগকারীর স্ত্রী যেকোনো ছুতায় আমার সাথে দূর্ব্যবহার করত। আমি বাড়িতে ফোনে কথা বললে তারা সন্দেহ করত যে, আমি অন্য কোন পুরুষের সাথে কথা বলছি। তারা আমাকে মোবাইল দিত না। এভাবেই আমি কাজ করতে থাকি। কিন্তু চার মাস কাজ করার পর আমার বেতন বন্ধ করে দেয়। তাঁরা আমার ভাষা ঠিকমত বুঝতেন না। বেতনের কথা জিজ্ঞেস করলে আমার উপর নির্যাতন করা শুরু করত। আমাকে অনেক মারধর করত, ঠিকমতো খাবার দিত না এবং সারা দিন-রাত কাজ করিয়ে নিত।

এক পর্যায়ে আমি নিরুপায় হয়ে এজেন্সির অফিসে যোগাযোগ করে আমার সমস্যার কথা বলি। বলি যেন আমাকে অন্য কোথাও কাজের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। কিন্তু অফিস থেকে কোনো কাজের ব্যবস্থা করে দেয় না, আর কোনো খোঁজ খবরও রাখে না। ওই বাড়িতেই কষ্ট করে আমাকে কাজ করতে হয়। আমি সিদ্ধান্ত নিই যেহেতু আমার বাড়ি-ঘর নেই, অনেক কষ্ট করে বিদেশে আসছি, তাই দুই বছর কাজ শেষ করে তারপরে দেশে যাবো, তা সে যত কষ্টই হোক। কিন্তু কয়েক মাস পরে ওই বাসা থেকে আমাকে এজেন্সির অফিসে পাঠিয়ে দেয় এবং সেখান থেকে আমাকে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আমি নয় মাস কাজ করেছি সেখানে, কিন্তু বেতন পেয়েছি মাত্র চার মাসের। আমাকে আর কোনো টাকা-পয়সা তারা দেয়নি।

দেশে ফিরে এসে যেন আমার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। আমি আমার বাড়ি-ঘরের অবস্থা ভালো করতে পারিনি। ছেলে-মেয়েদের জন্য কিছুই করতে পারিনি। এখন আমি অনেক অসহায়। এ অবস্থায় আমার কী করণীয় তা অভিবাসীর আদালতে জানতে চাই।

বিশেষজ্ঞ মতামতঃ

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

হাওয়া বেগমের ঘটনাটি খুবই দুঃখজনক। ওনার সাথে প্রতারণা করা হয়েছে। তিনি ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ২৪ ধারায় শ্রম কল্যাণ উইং-এ অভিযোগ করে প্রতিকার পেতে পারতেন। এখন উক্ত আইনের ৩১ ধারার বিধান মোতাবেক সংশ্লিষ্ট এখতিয়ারভূক্ত আদালতে তিনি একটি মামলা দায়ের

করতে পারেন। একই আইনের ২২ ধারার বিধান অনুযায়ী, এ ঘটনায় রিক্রুটিং এজেন্সি কোনো ভাবেই তার দায় এড়াতে পারে না।

ড. তাসনিম সিদ্দিকী, প্রতিষ্ঠাতা চেয়ার, রামরু

আমরা যে দাবিগুলো করছি, সেগুলো সরকার চেষ্টা করছে নিরসনের জন্য। কিন্তু গৃহের অভ্যন্তরের যে তদারকিটা, সেটার জন্য সরকারকে অনেকগুলো কাজ করতে হবে। সরকারকে তিনটা জায়গায় কাজ করতে হবে- এক, ঐদেশে যে দূতাবাস রয়েছে সেগুলোর মাধ্যমে ঐ অভিবাসীদের মধ্য থেকে জনবল নিয়ে ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ডের ফান্ড দিয়ে সেখানে একটা নিয়মিত মনিটরিং এর ব্যবস্থা করা; দুই, আঞ্চলিক ফোরামের তৎপরতা, যে কোন বিপদের সম্ভবনা দেখলে আমরা সেখানে আর লোক পাঠাব না, তাহলে সেই নিয়োগকর্তা তৎপর হবেন; তিন, আমাদেরকে এটা গ্লোবাল ফোরামে নিয়ে যেতে হবে, যেখানে আন্তর্জাতিক একটা চাপ তৈরি হবে।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:

'অভিবাসীর আদালত' অনুষ্ঠানটি অভিযুক্ত ব্যক্তি সরাসরি দেখে। পরবর্তীতে উভয় পক্ষ এলাকার মুরুব্বিদের সাথে বসে মিমাংসা করে নেয়।

৩৪.

'অভিবাসীর আদালত'-এর ১৪তম অধিবেশনে পেশকৃত পারভিনের অভিযোগ:

আমার নাম পারভিন। আমি টাঙ্গাইল থেকে এসেছি। টাঙ্গাইলের রামরু অফিসের নাজমা আপার মাধ্যমে আমি জানতে পারি, 'অভিবাসীর আদালত' নামে একটি টেলিভিশন অনুষ্ঠান হয় এবং সে অনুষ্ঠানে অভিবাসীদের দুঃখ-দূর্দশার কথা তুলে ধরে এর প্রতিকারের পরামর্শ প্রদান করা হয়। এ কারণেই একজন অভিবাসী হিসাবে রামরুর সহায়তায় আজকের এই 'অভিবাসীর আদালত'-এ এসেছি, নিজের সমস্যা-সংকটের কথা বলতে।

আমার পরিবারে স্বচ্ছলতার জন্য অর্থের প্রয়োজন ছিল। দেশে করার মতো তেমন কোনো কাজ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ মাথায় আসে বিদেশ যাওয়ার চিন্তা। কারণ আমাদের গ্রামের আরো দু'জন মেয়েকে বিদেশে যেতে দেখেছি। তারা এখন নিয়মিত টাকা পাঠায়। ২০১৬ সালে এক পরিচিত দালালের সাথে এ ব্যাপারে কথা বলি। তার মাধ্যমে জানতে পারি, অন্য দেশের থেকে ওমানে কাজের পরিবেশ অনেক ভালো এবং টাকা বেশি। দালাল আমাকে বলে ১,০০,০০০/- টাকা (১,১৭৯/- ইউএস ডলার) দিলে আমাকে ওমান পাঠিয়ে দেবে। আমি দালালকে বলি, টাকার পরিমাণ টা আমার জন্য খানিকটা বেশি। দালাল বলে, পরিচিত বলে আমার কাছ থেকে কম নিচ্ছে। এর চেয়ে কমে আর হবে না। সব ভেবে আমি রাজী হলে, দালালের সাথে দুই বছর ওমানে কাজের চুক্তি হয়। এরপর আমি পরিবারের সাথে বোঝাপড়া করে ও কাছের আত্মীয়দের কাছ থেকে ধার করে দালালকে দিই। কথামতো দালাল আমাকে ওমানে পাঠায়। অনেক আশা নিয়ে আমি ওমান গিয়ে পৌঁছাই।

আমি তাদের ভাষা বুঝতাম না। এটা ছিল একটা বড় সমস্যা। তবু অনেক কষ্ট করে কাজ করতে থাকি। বাসার ম্যাডাম আমার ওপর অনেক নির্যাতন করত তাদের ভাষা বুঝতাম না বলে। কিন্তু আমি ভাষা না বুঝলেও সব কাজ ঠিকমতো করতে পারতাম। তারপরেও আমাকে সব সময় শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের ওপর রাখত। এভাবে অস্বাভাবিক নির্যাতন সহ্য করে সেখানে চুক্তি অনুযায়ী দুই বছর টিকে থাকি আমি। নিয়োগকারী বলেছিল

দুই বছর শেষে একবারে সব টাকা দিয়ে দেবে। কিন্তু দুই বছর পর আমাকে তারা মাত্র এক বছরের বেতন দিয়ে দেশে পাঠিয়ে দেয়।

দুই বছর অনেক কষ্ট করে নিজের পরিবারের মুখের দিকে তাকিয়ে সকল নির্যাতন সহ্য করে কাজ করেছি। কিন্তু ফেরত আসার সময় নিজের প্রাপ্য বেতন নিয়ে আসতে পারিনি। এখন পরিবার নিয়ে খুব কষ্টে দিনাতিপাত করতে হচ্ছে আমাকে। আমার আইনগত অধিকার ও করণীয় সম্পর্কে আপনাদের কাছে জানতে চাই।

বিশেষজ্ঞ মতামত:

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

এখানে পারভিনের ক্ষেত্রে আগের ঘটনাগুলোর পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। রিক্রুটিং এজেন্সি ও দালাল ওনার সাথে প্রতারণা করেছে। ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ২২ ধারার বিধান তথা কর্মসংস্থান চুক্তি অনুযায়ী রিক্রুটিং এজেন্সি তার দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করেনি। একই সাথে এই আইনের ২৩, ২৪ এবং ২৫ ধারায় খুব চমৎকারভাবে উল্লেখ করা আছে যে, বিদেশে কোনো কর্মী নিয়োগের পর, সে তার কন্ট্রাক্ট অনুযায়ী সব কাজ ঠিকমতো পেয়েছে কিনা এবং করতে পারছে কিনা, তার সকল সুযোগ-সুবিধা, বেতন-ভাতা প্রদান করা হচ্ছে কিনা এসব ব্যাপারে রিক্রুটিং এজেন্সির তদারকি থাকা আবশ্যক। পারভিন প্রথমে বিএমইটি-তে অভিযোগ করতে পারেন অথবা স্থানীয় পর্যায়ে মধ্যস্থতার চেষ্টা করতে পারেন। যদি তা না হয়, সে ক্ষেত্রে উক্ত আইনের ২৪ এবং ২৫ ধারায় শ্রম কল্যাণ উইং-এ অভিযোগ করেও প্রতিকার পেতে পারেন।

ড. নুরুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ পরিচালক, বিএমইটি

বিদেশে যাওয়ার আগে সচেতন হয়ে ভিসা চেক করে নিতে হবে। সমস্যা সমাধানের জন্য চুক্তিতে কিছু বিষয় যেমন- এক বাসায় এক দেশে কাজ করাতে হবে, পেমেন্ট ব্যাংকের মাধ্যমে দিতে হবে, টেলিফোনে কথা বলার সুযোগ দিতে হবে ইত্যাদি উল্লেখ করতে হবে। চুক্তিনামা ইংলিশ এবং আরবির পাশাপাশি বাংলাতেও করা যেতে পারে।

ড. তাসনিম সিদ্দিকী, প্রতিষ্ঠাতা চেয়ার, রামরু

পারভিন বিএমইটি-তে অভিযোগ করে বিষয়টির নিষ্পত্তি করতে পারেন অথবা তার নিজ জেলার ডেমো অফিসে অভিযোগ করে এজেন্সিকে ধরে ক্ষতিপূরণ নিতে পারেন।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:

'অভিবাসীর আদালত' অনুষ্ঠানটির সংশ্লিষ্ট পর্ব প্রচারের পর উভয় পক্ষ স্থানীয় পর্যায়ে সমঝোতার উদ্দেশ্যে বসে এবং নিজেরা মিমাংসা করে নেয়।

৩৫.

'অভিবাসীর আদালত'-এর ১৫তম অধিবেশনে পেশকৃত ফারুক হোসেনের অভিযোগ:

আমার নাম ফারুক হোসেন। আমি টাঙ্গাইল সদরের বাসিন্দা। আমার এক বন্ধুর মাধ্যমে জানতে পারি, ডিবিসি চ্যানেলে 'অভিবাসীর আদালত' নামে একটি অনুষ্ঠান হয়, যেখানে নিরাপদ অভিবাসন এবং অভিবাসন প্রত্যাশীদের বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হয়। একই সাথে ফিরে আসা অভিবাসীদের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে

ধরে এর প্রতিকারের পরামর্শ দেওয়া হয়। তাই আজ আমার জীবনের অনেক বড় একটি ক্ষতির কথা উপস্থাপন করতে এবং প্রতিকার সম্পর্কে জানতে এই 'অভিবাসীর আদালত'-এ এসেছি।

পরিবার-পরিজন নিয়ে এক প্রকার অতিবাহিত হচ্ছিল আমার জীবন। সংসারে খুব বেশি অভাব-অনটন ছিল না। তখন ২০১৪ সাল। আমার এক পরিচিত দালাল, নিক্সন আমাকে প্রলোভন দেখায় যে, তাজিকিস্তান নামে একটি দেশ আছে। সেখানে খুব ভালো কাজের একটা সুযোগ এসেছে। একটা ফাইভস্টার হোটেলে কাজের সুযোগ। বেতন ৮০০/- ইউএস ডলার (৬৪,০০০/- টাকা) এবং এই সুযোগ সীমিত কিছু লোকের জন্য। সে আমার পরিচিত বলে আমাকে প্রস্তাবটি দেয় এবং আমি যেন এই তা অন্য কারো সাথে শেয়ার না করি এটা বলে আমার কাছ থেকে পাসপোর্ট নিয়ে যায়।

দালালের প্রস্তাবে রাজী হলে চুক্তি হয় যে, আমাকে তাজিকিস্তান পাঠিয়ে কাজ দেওয়ার পর তাকে আমি ৪,০০,০০০/- টাকা (৪,৭১৬/- ইউএস ডলার) দেবো। চুক্তি অনুযায়ী অপেক্ষা করতে থাকি। পাসপোর্ট নেওয়ার দুই মাস পর আমাকে ঢাকায় নিয়ে গিয়ে একটি কাগজ দেখিয়ে বলে ফ্লাইটের তারিখ হয়েছে, এখন টাকা দিতে হবে। তখন আমি তার কাছে ভিসা দেখতে চাই। সে জানায়, ফ্লাইটের দিন কাগজ দিয়ে দেবে। তারপর জরুরী ভিত্তিতে টাকা জোগাড় করার জন্য আমি কম টাকায় জমি বিক্রি করে দিই এবং চড়া সুদে ঋণ নিয়ে দালাল নিক্সন-কে চুক্তি মোতাবেক চার লক্ষ টাকা দিই। টাকা দেওয়ার সময় নিক্সনের সাথে আরেকজন অপরিচিত দালাল ছিলেন। সাত দিন পর ফ্লাইটের কথা বলে আমিসহ মোট চারজনকে চট্টগ্রাম নিয়ে যায় দালাল। ট্রেইনিং, মেডিকেল টেস্ট, ফিঙ্গারপ্রিন্ট ইত্যাদি কিছুই তখনও হয়নি। এই ব্যাপারগুলো আমি আগে জানতাম না। সেখানে একদিন একরাত রাখার পর আমি ভিসাসহ পাসপোর্ট চাইলে, 'এখন ফ্লাইট হবে না' বলে আমাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়।

বাড়িতে ফেরার এক মাস পর আবার ডেট দেয় এবং কিছুদিন পর তা আবার পিছিয়ে দেয়। তারপর আমি তাকে টাকা ফেরত দিতে বলি। আমি বলি, 'বিদেশ যাবো না।' এরপর প্রায় তিন বছর পার হয়ে যায়। কিন্তু সে আমাকে বিদেশে পাঠায় না এবং টাকাও ফেরত দেয় না। স্থানীয়ভাবে সালিশে বসতে চাইলে উনারা সালিশে উপস্থিত হয় না এবং স্থানীয় প্রভাব দেখায়। টাকা ফেরত চাইলে না দিয়ে মেরে ফেলার হুমকি প্রদান করে। এজন্য আমি থানায় একটি জিডি করে রাখি। আমার জমিটা তো চলেই গেল। ঋণের শোধ দিতে দিতে আমার অবস্থা এখন খুবই করুণ। মানবেতর জীবন-যাপন করছি। অভিবাসীর আদালতের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞদের কাছে জানতে চাই, টাকা আদায়ের জন্য কী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি?

বিশেষজ্ঞ মতামত:

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

এখানে ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ৩১ ধারায় খুব চমৎকার ভাবে বলে দেওয়া আছে যে, যদি কোনো ব্যক্তি বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মিথ্যা আশ্বাস প্রদান করে অর্থ গ্রহণ করে অথবা অর্থ গ্রহণের জন্য কোনো চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, সেক্ষেত্রে সে অপরাধ সংগঠিত করে এবং এজন্য তার শাস্তি ৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং এক লক্ষ টাকা জরিমানা। আপনি ২০১৩ সালের আইনের ৩১ ধারায় মামলা দায়ের করতে পারেন এবং টাকা প্রদানের কোনো এভিডেন্স দেখাতে পারলে সেই টাকাটাও আপনি ফেরত পাবেন।

মেরিনা সুলতানা, পরিচালক (প্রোগ্র্যাম), রামরু
এখানে পুরো বিষয়টাই একটি প্রতারণা। তাজিকিস্থান এখনও সেই ভাবে বাংলাদেশীদের কর্মসংস্থানের জায়গা হয়ে ওঠেনি। আপনি বিদেশ যাচ্ছেন অথচ আপনার কাছে বিএমইটি'র ক্লিয়ারেন্স নেই। আপনি অসচেতন হয়েই কাজটা করেছেন। আপনি কারো কাছে কিছু শেয়ারও করেননি এই ভেবে যে, শেয়ার করলে যদি যেতে না পারেন এবং দালাল চক্র আপনাদের এমনভাবেই প্ররোচিত করেন। আপনার সাথে ঘটে যাওয়া প্রতারণার সমস্ত ডকুমেন্টস নিয়ে আপনি মামলা দায়েরের মাধ্যমে ব্যাপারটির সমাধান পেতে পারেন।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:
'অভিবাসীর আদালত'-এর পরামর্শ অনুযায়ী স্থানীয় পর্যায়ে মধ্যস্থতার মাধ্যমে অভিযোগটি সমঝোতার চেষ্টা করেন অভিযোগকারী। কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তি পরিবারসহ অন্যত্র পালিয়ে থাকায় মধ্যস্থতা প্রক্রিয়ায় নিষ্পত্তি সম্ভব হয়নি।

৩৬.
'অভিবাসীর আদালত'-এর ১৫তম অধিবেশনে পেশকৃত আব্দুর রহিমের অভিযোগ:

আমি আব্দুর রহিম। আমি টাঙ্গাইল জেলার বাসাইল থেকে এসেছি। আমার এক প্রতিবেশী আমাকে প্রথম 'অভিবাসীর আদালত' অনুষ্ঠানটির কথা বলে। এই অনুষ্ঠানে নাকি বিদেশে যেতে কোনো সমস্যা হলে তার প্রতিকার নিয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়। আমি রামরুর সাথে যোগাযোগ করে আজকের 'অভিবাসীর আদালত'-এ এসেছি আমার অভিযোগের কথা বলতে। আমি জানতে চাই, আইনগত প্রতিকার প্রাপ্তিতে আমার কী অধিকার আছে।

পরিবার নিয়ে অভাব-অনটনে কোনরকম জীবন কাটাচ্ছিলাম। আমার এলাকার দালাল নিখিল বাবু বিদেশে লোক পাঠায়। একদিন তার সাথে আলাপ হয়। সে আমাকে বিদেশে যাওয়ার প্রস্তাব করে। নিখিল বাবু আমাকে ৪০,০০০/- টাকা (৪৭১/- ইউএস ডলার) বেতনে মালয়েশিয়ার একটা ফ্যাক্টরিতে কাজ দেবে বলে। ভেবেছিলাম দেশে আমার ভাগ্য পরিবর্তন হবে না। সব দিক চিন্তা করে দালালের প্রস্তাবে রাজী হয়ে যাই। দালাল খরচ বাবদ চেয়েছিল ৪,২০,০০০/- টাকা (৪,৯৫২/- ইউএস ডলার)। টাকা জোগাড় করা আমার জন্য খুব কঠিন ছিল। আমি গরু বিক্রি করে কিছু টাকা সংগ্রহ করি। আর আত্মীয়-স্বজনদের কাছে ঋণ করে বাকী টাকা জোগাড় করে দাবী করা পুরো টাকা দালাল নিখিল বাবুকে দিই।

এরপর সব কিছুই ঠিকঠাক থাকে। কথামতো আমি মালয়েশিয়া গিয়ে পৌঁছাই। সেখানে আমি ফ্যাক্টরির কাজ পাই ঠিকই কিন্তু আমাকে বেতন দেয় মাত্র ৫,০০০/- টাকা (৫৯/- ইউএস ডলার)। দালালকে জিজ্ঞেস করলে বলে, তিন মাস পর বেতন বাড়বে। এই টাকায় আমার থাকা-খাওয়ায় কষ্ট হয়ে যায়। দৈনিক আমি আট ঘন্টা ডিউটি করি। কিন্তু বাড়িতে এক টাকাও পাঠাতে পারি না। তিন মাস পরেও বেতন না বাড়লে দালাল নিখিল বাবুকে ফোন করি। তাকে বলি, 'কই, তিন মাস পরেও তো বেতন বাড়ল না?' সে আবার তিন মাস অপেক্ষা করতে বলে। বলে, পরে ধীরে-ধীরে বেতন বাড়বে। এভাবে ছয় মাস অতিবাহিত হয়। কিন্তু বেতন ৫,০০০/- টাকাই থাকে। তখন আমার খুব কষ্ট হয়ে যায়। দালালকে ফোন করি। সে আমাকে এটাওটা বোঝায়। এক পর্যায়ে সে আমার সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। অবশেষে কষ্ট সহ্য করতে না পেরে আমি আমার শশুরবাড়ির সাহায্য বিমানের টিকেট কেটে দেশে চলে আসি।

দেশে ফিরেই আমি দালাল নিখিল বাবুর কাছে যাই। তাকে জিজ্ঞেস করি কেন সে আমার ফোন ধরে না, কেন সে আমার সাথে প্রতারণা করলো। সে কোনো সদুত্তর দেয় না এবং কোনো ক্ষতিপূরণ দেবে না বলেও জানিয়ে দেয়। উপায় না পেয়ে আমি স্থানীয়ভাবে সালিশ ডাকি। সালিশে সে আমার ওপর দোষ চাপায়। সালিশে তেমন কোনো প্রতিকার পাইনি। এদিকে ঋণের কারণে বর্তমানে আমার সংসার চালাতে খুব কষ্ট হচ্ছে। এখন এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপনাদের কাছে জানতে চাই, ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য এখন আমার করনীয় কী?

বিশেষজ্ঞ মতামতঃ

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ৩১(খ) ধারায় এই অপরাধটি সংগঠিত হয়েছে। আপনাকে অনুরোধ করব, আবারো স্থানীয় পর্যায়ে মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিষয়টির নিস্পত্তি করার চেষ্টা করতে। মধ্যস্থতায় নিস্পত্তি না হলে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করে এখতিয়ারভূক্ত আদালতে একটি মামলার দায়ের করতে পারেন আপনি।

মেরিনা সুলতানা, পরিচালক (প্রোগ্র্যাম), রামরু

অভিবাসন প্রত্যাশীরা বিদেশগমনের ক্ষেত্রে সচেতন হবেন- এটা তাদের কাছে আমাদের একটি প্রত্যাশা। আপনি মালয়েশিয়া যাওয়ার আগে জেলা ডেমো অফিস থেকে সবকিছু জানতে পারতেন। সে সুযোগটি আপনার ছিল। আপনার কাছে নিশ্চয় সব কাগজপত্র আছে। আপনি কাগজপত্র নিয়ে প্রথমে রামরুর সহায়তায় স্থানীয় পর্যায়ে মেডিয়েশনের মাধ্যমে টাকা উদ্ধারের চেষ্টা চালাতে পারেন, অন্যথায় মামলা এবং মোকদ্দমা দায়েরের মাধ্যমে টাকা উদ্ধার করতে পারেন।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থাঃ

'অভিবাসীর আদালত'-এ প্রাপ্ত পরামর্শ অনুযায়ী অভিযোগকারী আদালতে মামলা দায়েরের ইচ্ছা পোষণ করেন। পরবর্তীতে তিনি যোগাযোগের বাইরে চলে যাওয়ায় অভিযোগটির সর্বশেষ অবস্থা জানা যায় না।

৩৭.

'অভিবাসীর আদালত'-এর ১৫তম অধিবেশনে পেশকৃত মোঃ আতিক মিয়ার অভিযোগঃ

আমি মোঃ আতিক মিয়া। আমি টাঙ্গাইল জেলার টেংগুরিয়া পাড়া থেকে এসেছি। টেলিভিশনে অভিবাসীদের নিয়ে প্রচারিত জনপ্রিয় অনুষ্ঠান 'অভিবাসীর আদালত' নিয়মিত দেখে থাকি। আজ 'অভিবাসী আদালত'-এর মাধ্যমে আমার সাথে ঘটে যাওয়া বিদেশ জীবনের কষ্টের ঘটনা তুলে ধরব। আশা করি, বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে এর প্রতিকারের বিষয়ে জানতে পারব।

আমার সংসারে তেমন স্বচ্ছলতা ছিল না। অল্প কিছু কৃষি জমি নিয়ে চাষবাস করে কোনোমতে সংসার চালাতাম। গ্রামের অনেকের বিদেশ যাওয়া দেখে আমিও সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি। পাশের থানার দালাল শাজাহানকে আগে থেকেই চিনতাম। তার সাথে দেখা করে বিদেশ যাওয়ার ইচ্ছের ব্যাপারে জানাই। সে আমাকে লিবিয়া যাওয়ার পরামর্শ দেয় এবং ৪,৩০,০০০/- টাকা (৫,০৭০/- ইউএস ডলার) খরচ হবে বলে জানায়। সেখানে সে আমাকে হাসপাতালের কাজ দেবে এবং মাসিক বেতন ৪০,০০০/- টাকা (৪৭১/- ইউএস ডলার) হবে বলে জানায়। আমি তার প্রস্তাবে রাজী হয়ে যাই। চাষের জমি বিক্রি করে ও ঋণ করে বহু কষ্টে টাকা জোগাড় করি এবং দালালকে দিই। টাকা পেয়ে দালাল আমাকে ঘোরাতে থাকে। এক বছর পর্যন্ত দালাল গা ঢাকা দিয়ে থাকে।

আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। এক বছর পর, ২০১৫ সালে দালাল শাজাহান আমাকে ফোন করে বলে লিবিয়া যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে। অবশেষে আমি লিবিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করি।

লিবিয়া যাওয়ার পর এয়ারপোর্ট থেকে একটি লোক আমাকে একটি ক্যাম্পে নিয়ে যায়। সেখানে তারা আমার কাছে টাকা দাবি করে এবং আমাকে ২২ দিন আটকে রাখে। আমি বাড়িতে যোগাযোগ করে ৩০,০০০/- টাকা (৩৫৩/- ইউএস ডলার) নিয়ে তাদেরকে দিয়ে মুক্তি নিয়ে অন্য একটা জায়গায় চলে যাই। এর মধ্যে আমি দালালের সাথে আর কোনো যোগাযোগ করতে পারি না। এরপর সেখানে কোনোমতে একটা কাজ পাই। একদিন কাজ করলে, দুই দিন বসে থাকতে হতো। ঠিকমত খেতে পেতাম না, বাড়িতে টাকা-পয়সাও দিতে পারতাম না। এদিকে বাড়ির ওপর ছিল ঋণের চাপ। অনেক চেষ্টাতেও টিকতে না পেরে, অবশেষে বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে ২০১৭ সালে দেশে ফিরে আসি।

দেশে ফিরে দালালের সাথে যোগাযোগ করি এবং ক্ষতিপূরণ দাবি করি। সে আমার উপর দোষ চাপিয়ে দিয়ে বলে, তার কাজ সে করে দিয়েছে, সে আমাকে কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে পারবে না। কয়েকবার সালিশের চেষ্টা করলেও দালালকে সালিশে বসাতে পারিনি। গ্রামের মাতব্বররা আমার কাছে প্রমাণ চাইলে তেমন কোনো প্রমাণও আমি দিতে পারিনি। বর্তমানে আমি খুব অসহায় জীবন-যাপন করছি। এখন ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য কী করতে পারি সে বিষয়ে আজকের এই 'অভিবাসীর আদালত'-এর মাধ্যমে আপনাদের কাছে জানতে চাই।

বিশেষজ্ঞ মতামত:

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

আপনার সাথে যা ঘটে গেছে তা অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। এরকম ঘটনা আমরা মাঝেমধ্যেই শুনে থাকি। আপনাকে আটকে রেখে টাকার বিনিময়ে ছাড়া হয়েছে, এটা যদি আপনি প্রমাণ করতে পারেন, তবে ২০১২ সালের মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইনে একটি মামলা দায়ের করতে পারবেন। এছাড়া ক্ষতিপূরণের জন্য মানি স্যুট বা দেওয়ানী মোকদ্দমা করেও সুরাহা পেতে পারেন। পরবর্তীতে কারো হাতে এভাবে টাকা দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনাকে অধিক সচেতন হতে হবে।

মেরিনা সুলতানা, পরিচালক (প্রোগ্র্যাম), রামরু

খুবই দুঃখজনক ঘটনা। একটা ভিন্ন দেশে যাওয়ার জন্য অবশ্যই সে দেশের ভাষা জানতে হবে, কাজ করার জন্য প্রশিক্ষণ নিতে হবে, বিএমইটির ছাড়পত্র থাকতে হবে- এইসব ব্যাপারে অনেক বেশি সচেতন হতে হবে। একজন লোককে কোনো রকম কাগজপত্র ছাড়াই টাকা দিয়ে দেওয়া ঠিক হয়নি। দালালরা সাধারণত এমন ভাবেই প্ররোচিত করে, প্রলোভন দেখায় এবং এই ব্যপারগুলো ভূক্তভোগীরা কারো কাছে বলেন না। বিদেশে যাওয়ার ক্ষেত্রে কাজের দক্ষতা অর্জন, ভাষা শিক্ষা, বৈধ চুক্তি করা, ছাড়পত্র, প্রশিক্ষণ গ্রহণ ইত্যাদির কোনো বিকল্প নেই।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:

'অভিবাসীর আদালত' অনুষ্ঠিত হওয়ার পর অভিযোগকারী রামরু'র লিগ্যাল সাপোর্ট সেল-এর সহায়তায় বিএমইটি-তে একটি অভিযোগ দাখিল করেন। অভিযোগটি এখনও অনিষ্পন্ন অবস্থায় আছে।

৩৮.

‘অভিবাসীর আদালত’-এর ১৫তম অধিবেশনে পেশকৃত মোঃ গোলাম মোস্তফার অভিযোগঃ

আমি মোঃ গোলাম মোস্তফা। আমি ঢাকা জেলার সাভার থেকে এসেছি। ‘অভিবাসীর আদালত’ অনুষ্ঠানটা আমি বহুবার দেখেছি। দেখেছি এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অভিবাসন বিষয়ে বিভিন্ন সমস্যার প্রতিকার সম্পর্কে বলা হয়, দালালদের খপ্পরে পড়ে সর্বস্ব হারানো নিঃস্ব মানুষদের আইনী পরামর্শ দেওয়া হয়। দালালের খপ্পরে পড়ে সর্বস্ব হারিয়ে নিঃস্ব হওয়ার আমার নিজের গল্পটা আজকে আমি ‘অভিবাসীর আদালত’-এর মাধ্যমে বিজ্ঞজনদের কাছে তুলে ধরতে চাই।

আমার একমাত্র ছেলের একটি দূর্ঘটনায় স্পাইনাল কর্ডে সমস্যা হয়ে কর্ম-অক্ষম হয়ে যায় এবং আমার একার পক্ষে সংসার চালানো অনেক কঠিন হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে উপায় না পেয়ে বিদেশ যাওয়ার ব্যাপারে ভাবতে শুরু করি। আমাদের স্থানীয় একজন দালাল আছেন। তার নাম সাইফুল। তার শশুরও বিদেশ যাওয়ার ব্যাপারে কাজ করে। আমি তাদের সাথে যোগাযোগ করি এবং বিস্তারিত বলি। তারা আমাকে কুয়েত যাওয়ার জন্য প্ররোচিত করে এই বলে যে, সে দেশের টাকার মান ভালো, বেতন ভালো, সুযোগ-সুবিধা ভালো। তাই ওনারা আমাকে কুয়েত যেতে বলেন। তারা আমাকে টাকা জোগাড় করতে বলেন। আমার একমাত্র ছেলের চিকিৎসার জন্য জমিয়ে রাখা টাকা এবং আমার একমাত্র সম্বল দোকানটা বিক্রি করে একবারে নিঃস্ব হয়ে মোট ৪,১৪,০০০/- টাকা (৪,৮৮৬/- ইউএস ডলার) দালালের হাতে তুলে দিই। তারা আমাকে যাত্রাবাড়ীর গ্রিনভিউ ইন্টারন্যাশনাল নামে একটি এজেন্সি-তে নিয়ে যায়। সেখান থেকে বলা হয়, আমাকে কুয়েতে বাড়ির দারোয়ানের কাজ দেবে।

এর কিছুদিন পর তারা আমাকে ভিসা দেখায়, মেডিকেল টেস্ট করায় এবং বিএমইটি স্মার্টকার্ড করায়। সবকিছু হয়ে যায়। কিন্তু তারা আমাকে আর বিদেশ পাঠায় না। বিভিন্নভাবে ঘুরাতে থাকে। এদিকে আমি নিঃস্ব হয়ে বসে থাকি। ছেলের চিকিৎসা করাতে পারি না। একটাই আশা বিদেশ গিয়ে টাকা পাঠালে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। এদিকে ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। তাদের সাথে যোগাযোগ করলে বলে, আবার নতুন ভিসায় আমাকে কুয়েত পাঠাবে। এজন্য আমার কাছে সময় চায়। সময় যেতে থাকে কিন্তু আমাকে বিদেশ পাঠায় না। এরপর আমি যাত্রাবাড়ীতে গিয়ে দেখি সেই এজেন্সি তাদের অফিস গুটিয়ে পলাতক অবস্থায় রয়েছে। আমার সাথে আরো কয়েকজন লোক ছিল। তাদের সাথেও একই রকম প্রতারণা করা হয়েছে। সেই চক্রকে আমার এলাকায় আর দেখা যায় না। তাদের পরিবারের সাথে যোগাযোগ করলে, তারা কোনো তথ্য দেয় না। টাকা দেওয়া থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা কাজের ডকুমেন্টস্ আমার কাছে রয়েছে।

এখন আমার জীবনটা একবারে অচল হয়ে গেছে। পরিবার নিয়ে এখন আমার মরার দশা হয়েছে। আমি ‘অভিবাসীর আদালত’-এ উপস্থিত বিজ্ঞজনদের কাছে এর প্রতিকার জানতে চাই। সেই সাথে আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এই অনুষ্ঠানে আসতে পেরে, আমার দুঃখ-দুর্দশার কথা জানাতে পেরে।

বিশেষজ্ঞ মতামতঃ

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

এরকম ঘটনা প্রায়শই শুনি। অত্যন্ত দুঃখজনক। মোঃ গোলাম মোস্তফা, আপনি সব কাগজপত্র নিয়ে বিএমইটি-তে আসতে পারেন। সেখানে প্রতিকার না পেলে সব কাগজপত্র নিয়ে ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান আইনের ৩১ ধারায় একটি ফৌজদারী মামলা এবং ২৮ ধারায় একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা দায়ের করতে পারেন।

মেরিনা সুলতানা, পরিচালক (প্রোগ্র্যাম), রামরু।

যেহেতু আপনার কাছে রিক্রুটিং এজেন্সির নামসহ সকল কাগজপত্র আছে, সেহেতু আপনি প্রথমে বিএমইটি-তে একটি অভিযোগ দাখিল করতে পারেন। এ ব্যাপারে রামরু আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থাঃ

'অভিবাসীর আদালত'-এ প্রাপ্ত পরামর্শ অনুযায়ী অভিযোগকারী এখতিয়ারাধীন আদালতে একটি মামলা দায়ের করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে অভিযোগকারী যোগাযোগ না রাখায় অভিযোগটির বর্তমান অবস্থা জানা সম্ভব হয়নি।

৩৯.

'অভিবাসীর আদালত'-এর ১৭ তম অধিবেশনে পেশকৃত রোজিনার অভিযোগঃ

আমি রোজিনা, টাঙ্গাইল সদরের বাসিন্দা। আমার এক নিকটাত্মীয়ের কাছ থেকে জানতে পারি, টেলিভিশনে 'অভিবাসীর আদালত' নামে একটা অনুষ্ঠান হয়, যেখানে অভিবাসীদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দেওয়া হয় এবং আইনি সহায়তা দেওয়া হয়। তাই আজ আমি 'অভিবাসীর আদালত' অনুষ্ঠানে এসেছি বিদেশ গিয়ে আমার নিজের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার গল্প শোনাতে এবং তার আইনি পরামর্শ জানতে। আমি ২০১৮ সালে জানতে পারি, নারীরা অল্প টাকায় বিদেশ যেতে পারে এবং কাজ করে অনেক টাকা বাংলাদেশে পাঠাতে পারে। এটা জেনে আমি সিদ্ধান্ত নিই বিদেশ যাওয়ার জন্য এবং আমার পরিবারের সাথে আলোচনা করি। পরিবারের সম্মতি নিয়ে স্থানীয় দালাল রাজেদার সাথে আলাপ করি এবং বিস্তারিত জেনে ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ৬০,০০০/- টাকার (৭০৭/- ইউএস ডলার) বিনিময়ে সৌদি আরব যাওয়ার জন্য তার সাথে চুক্তি করি।

সৌদি আরব গিয়ে বাসা-বাড়ির কাজ পাই। কিন্তু সেখানে কাজের পরিবেশ ভালো ছিল না। আমাকে সকাল থেকে শুরু করে রাত্রি একটা-দুইটা পর্যন্ত কাজ করতে হতো। সেই বাসার ম্যাডামের ব্যবহার খুব খারাপ ছিল। আমাকে ঠিকমতো খাবার দিতো না, ঘুমাতে দিতো না, এক কাজ দুই-তিনবার করে করাতো। আমি ওনাদের ভাষা বুঝতাম এবং কাজকর্ম ঠিকমতো করতে পারতাম। আমাকে কোনোদিন দুই বাসায়, কোনোদিন তিন বাসায় কাজ করানো হতো। নিয়মিত বেতন দিতো না। বেতন চাইলে আমার ওপর নির্যাতন করতো, মারধোর করতো। খাওয়ার কষ্ট দিতো। আমাকে বাড়িতে কথা বলতে দিতো না, বিনা কারণেই খারাপ ব্যবহার করতো। এভাবে তিনমাস বিনা বেতনে অতিবাহিত হলে আমি বেতন চাই। বেতন চাইলে আমাকে আরও বেশি নির্যাতন শুরু করে। আমি দালাল রোজিনার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি। এক পর্যায়ে ২০১৮ সালের জুন মাসে গৃহকর্তা আমাকে বকেয়া বেতন না দিয়ে জোর করে দেশে পাঠিয়ে দেয়।

দেশে এসে আমি দালালের সাথে যোগাযোগ করি এবং স্থানীয়ভাবে আমার ক্ষতিপূরণ দাবি করি। কিন্তু দালাল কোনো ক্ষতিপূরণ দেয় না। আমার কাছে সব ধরণের কাগজপত্র আছে। এখন আমি আমার ক্ষতিপূরণ এবং বকেয়া বেতনসহ সকল টাকা ফেরত পেতে চাই। এজন্য আমার কী করণীয় তা 'অভিবাসী আদালত' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমি বিজ্ঞজনের কাছে জানতে চাই।

বিশেষজ্ঞ মতামত:

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

আপনার ঘটনাটি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। আপনার মতো আরো অনেকেই এভাবে নির্যাতিত হয়ে ফেরত আসছেন। ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ৪১ ধারার বিধান মোতাবেক বিএমইটি-তে ক্ষতিপূরণ চেয়ে একটি অভিযোগ দাখিল করতে পারেন।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:

'অভিবাসীর আদালত'-এ প্রাপ্ত পরামর্শের ভিত্তিতে অভিযোগকারী রামরু'র সহায়তায় স্থানীয় মেডিয়েশন কমিটির কাছে মধ্যস্থতার জন্য আবেদন করেন। মেডিয়েশন কমিটির নোটিশ পাওয়ার পরও অভিযুক্ত ব্যক্তি অনুপস্থিত থাকায় খোঁজ নিয়ে জানা যায়, তিনি পলাতক রয়েছেন। যার ফলে মধ্যস্থতা প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না।

৪০.

'অভিবাসীর আদালত'-এর ১৭ তম অধিবেশনে পেশকৃত মোঃ মনসুরের অভিযোগ:

আমি মোঃ মনসুর। আমি বানিয়াফৈর, টাঙ্গাইলের বাসিন্দা। আমি টেলিভিশনে একদিন ডিবিসি চ্যানেল দেখছিলাম। এক সময় 'অভিবাসীর আদালত' অনুষ্ঠানটি শুরু হয় এবং সেখানে দেখতে পাই বিদেশ গিয়ে প্রতারিত হয়েছে এরকম অনেকেই তাদের প্রতারিত হওয়ার অভিজ্ঞতা তুলে ধরছেন এবং সে ব্যাপারে আইনি সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। আমি অনুষ্ঠানটির ব্যাপারে আগ্রহী হই এবং সেখানে অংশগ্রহণ করার জন্য রারমরু'র সাথে যোগাযোগ করি। আজ আমার নিজের দূর্ভোগের কথা তুলে ধরতে 'অভিবাসীর আদালত'-এ এসেছি।

আমি ২০১৫ সালে পারিবারিক সচ্ছলতার জন্য এবং সমাজে ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় বিদেশ যাবো বলে মনস্থির করি। এ সময় আমাদের উপজেলার একজন দালাল, মনির হোসেনের সাথে আমার যোগাযোগ হয়। তার সাথে চুক্তি হয়, ৬,২০,০০০/- টাকার (৭,৩০৫/- ইউএস ডলার) বিনিময়ে সে আমাকে সৌদি আরব পাঠাবে এবং একটা ভালো ক্যাটারিং কোম্পানিতে আমাকে কাজ দেবে। বেতন হবে ২২,০০০/- টাকা (২৫৯/- ইউএস ডলার)। তার কাছে পাসপোর্ট জমা দেওয়ার পর সে ফ্লাইটের কথা বলে ২,৫০,০০০/- টাকা (২,৯৪৫/- ইউএস ডলার) নেয়। এর কয়েকদিন পর দালাল জানায়, আমার ফ্লাইট হয়ে গেছে, বাকী টাকা দিতে হবে। কিন্তু আমার মাথায় তখন প্রশ্ন আসে, ফিঙ্গারপ্রিন্ট এবং অন্যান্য প্রক্রিয়া ছাড়া সে কিভাবে আমাকে বিদেশ পাঠাচ্ছে! আমার কাছে এটা প্রতারণা মনে হয়েছিল। আমাকে অবৈধভাবে পাঠানো হচ্ছে মনে করে আমি বিদেশ যেতে অস্বীকৃতি জানাই এবং টাকা ফেরত চাই। সে আমাকে বিভিন্নভাবে ঘোরাতে থাকে। এক পর্যায়ে দালালের সাথে আমার বাকবিতণ্ডা শুরু হয়।

এরপর থেকে সে আমার সাথে যোগাযোগ রাখতে চায় না। স্থানীয়ভাবে সালিশ ডাকলে সে কয়েকবার টাকা ফেরত দেবে বলে সম্মতি জানায়, কিন্তু ফেরত দেয় না। তারপর আবার সালিশে বসলে সে আমাকে একটি চেক প্রদান করে। কিন্তু টাকা ওঠাতে গিয়ে দেখি তার অ্যাকাউন্টটি বন্ধ। এ অবস্থায় অবস্থায় আমি তার সাথে

যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি কিন্তু কোনো ভাবেই যোগাযোগ করতে পারছি না। পারিবারিকভাবে খুব কষ্টের মধ্যে দিন যাচ্ছে আমার। এ অবস্থায় আমার করণীয় সম্পর্কে আপনাদের কাছে জানতে চাই।

বিশেষজ্ঞ মতামত:

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

এখানে আপনার সাথে দুই রকমের প্রতারণা করা হয়েছে। প্রথমত বিদেশের জন্য টাকা নিয়ে বিদেশে পাঠানো হয়নি, দ্বিতীয়ত টাকা ফেরত চাইলে তাকে একটি ভুয়া চেক দেওয়া হয়েছে। আপনি ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ২৮ ধারায় মোকদ্দমা দায়ের করে টাকা আদায় করতে পারেন। এছাড়াও আপনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চেক ডিজওনারের মামলা করতে পারেন।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:

'অভিবাসীর আদালত'-এর সংশ্লিষ্ট পর্ব প্রচারের পর অভিযোগকারী আদালতে মামলা দায়ের করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়। পরে তিনি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করায় অভিযোগটির সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে আর জানা সম্ভব হয় না।

৪১.

'অভিবাসীর আদালত'-এর ১৭ তম অধিবেশনে পেশকৃত মোঃ নবী চাঁন মিয়ার অভিযোগ:

আমার নাম মোঃ নবী চাঁন মিয়া। আমি টাঙ্গাইলের সদরের বাসিন্দা। আমার এক বন্ধুর কাছে প্রথম 'অভিবাসীর আদালত' অনুষ্ঠানটির কথা শুনি। সেখানে অভিবাসীরা তাদের দুঃখ-কষ্টের কথা বলার সুযোগ পায় শুনে আমি আগ্রহী হয়ে উঠি। এরপর রামরু'র সাথে যোগাযোগ করে আমি আমার সাথে ঘটে যাওয়া প্রতারণার কথা বিজ্ঞজনদের সামনে তুলে ধরতে আজকের এই 'অভিবাসীর আদালত'-এ এসেছি।

আমি আমার পরিবার নিয়ে ছোট-খাটো কাজ করে কোনোমতে সংসার চালাচ্ছিলাম। পরিবারের অস্বচ্ছলতা ও অভাব-অনটন দূর করার জন্য বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা করি। এরপর এলাকার একজন দালাল দুলা মিয়ার সাথে বিদেশ যাওয়ার ব্যাপারে আলাপ করি। সে আমাকে লিবিয়া যাওয়ার প্রস্তাব করে। সে বলে, আমাকে এয়ারপোর্টে ক্লিনারের কাজ দিতে পারবে। দুই বছরের চুক্তিতে লিবিয়া পাঠাবে। সেখানে আমার বেতন হবে ৩৫,০০০/- টাকা (৪১১/- ইউএস ডলার)। যেতে খরচ হবে ২,০০,০০০/- (২,৩৫০/- ইউএস ডলার)। সব শুনে আমি দুলা মিয়া-কে বলি ব্যবস্থা করার জন্য। এদিকে আমি জমি বিক্রি করে টাকা জোগাড় করি এবং ২০১৫ সালে আমি দালাল দুলা মিয়া-কে মৌখিক চুক্তি অনুযায়ী প্রস্তাবমতো পুরো টাকা এবং আমার পাসপোর্ট দিই।

বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হয়ে গেলেও দালাল আমাকে লিবিয়া পাঠাতে পারে না। আমাকে ঘোরাতে থাকে বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন অজুহাতে। আমি আর বিদেশ যেতে পারি না। এদিকে আমি কৃষি জমি বিক্রি করে দালালকে টাকাগুলো দিয়েছিলাম। খুব বেশি জমি নেই আমার। যা আছে তা থেকে চাষবাস করে কিছু আয় হতো। এখন সেটাও কমে যায়। এভাবে দুই বছর পার হয়ে যায়। এক পর্যায়ে আমি লিবিয়ার যাওয়ার আশা ছেড়ে তার কাছে আমার টাকা ফেরত চাই। সে বলে আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে। এখনই আশা না ছাড়তে। কিছুদিন পর সে আমাকে ভিসার ফটোকপি দেয়। আমি পরে জানতে পারি তা জাল কাগজ। আমার আর বিদেশ যাওয়া হয় না। এখন টাকা চাইলে না দিয়ে উল্টো হুমকি প্রদান করে।

উপায় না পেয়ে এলাকায় সালিশের ব্যবস্থা করি। কিন্তু দালাল সেখানে উপস্থিত হয় না। পরে সে মাতব্বরদের বলে যে, সে আমাকে বিদেশে পাঠাতে চেয়েছিল, ভিসা দিয়েছে, কিন্তু আমি যাইনি। এভাবে এলাকায় মিথ্যাচার করে বেড়াচ্ছে সে। আরো অনেকে হয়ত তার ফাঁদে পড়বে আমার মতো। বিভিন্ন মাধ্যমে তার কাছে টাকা চেয়ে অনুরোধ করেছি। সে বলেছে কোনোভাবেই টাকা দেবে না। এরপর টাকা চাইলে আমার নাকি সমস্যা হবে। এ অবস্থায় আমার কী করণীয়, কী উপায়ে আমার টাকাগুলো আমি ফেরত পেতে পারি তা 'অভিবাসীর আদালত'-এর নিকট জানতে চাই।

বিশেষজ্ঞ মতামত:

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

আপনার কথা শুনলাম। এরকম অভিযোগ প্রায়শই শুনছি আমরা। শ্রম অভিবাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যাপকভাবে প্রতারণার ঘটনা ঘটছে। তা কমানোর জন্যই আমরা কাজ করে যাচ্ছি। টাকা প্রদানের সময় কোনো সাক্ষী থেকে থাকলে টাকা আদায়ের জন্য ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ২৮ ধারার আধীন একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা দায়ের করতে পারেন। এছাড়া একই আইনের ৩১ ধারার অধীন একটি প্রতারণার মামলাও করতে পারেন। দালালকে টাকা দেওয়ার আগে অন্তত দু'জন সাক্ষী সামনে রেখে টাকা দেওয়া উচিত। প্রযুক্তির যুগে মোবাইলে রেকর্ড অথবা কোনো লিখিত নিয়েও টাকা দেওয়া যেতে পারে, যাতে পরবর্তীতে মোকদ্দমার মাধ্যমে টাকা উদ্ধার করার প্রক্রিয়া সহজ হয়।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:

'অভিবাসীর আদালত'-এ প্রাপ্ত পরামর্শের ভিত্তিতে অভিযোগকারী রামরু'র সহায়তায় স্থানীয় মেডিয়েশন কমিটির কাছে মধ্যস্থতার জন্য আবেদন করেন। কমিটি দুই পক্ষকে নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে মধ্যস্থতার আয়োজন করে। সাক্ষী প্রমাণের ভিত্তিতে আলোচনা সাপেক্ষে ৫০,০০০/- টাকায় (৫৮৮/- ইউএস ডলার) অভিযোগটির মিমাংসা হয়।

৪২.

'অভিবাসীর আদালত'-এর ১৮ তম অধিবেশনে পেশকৃত মোঃ মাসুদ রানার অভিযোগ:

আমি মোঃ মাসুদ রানা। আমি দরিয়াপুর, টাঙ্গাইল থেকে এসেছি। ডিবিসি নিউজ চ্যানেলে 'অভিবাসীর আদালত' অনুষ্ঠানটি নিয়মিত দেখি। সেখানে অভিবাসন করতে গিয়ে দালালের খপ্পরে পড়া নিঃস্ব মানুষের ব্যর্থতার গল্প তুলে ধরা হয় এবং তাদেরকে আইনি পরামর্শ দিয়ে প্রতিকার পেতে সাহায্য করা হয়। আজকে আমি 'অভিবাসীর আদালত'-এ এসেছি আমার ভাইয়ের সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনা তুলে ধরতে এবং এর প্রতিকার সম্পর্কে জানতে।

২০১৭ সালে আমার ছোট ভাই সানি শিকদারকে খুব ভালো বেতনে কাজের জন্য মালদ্বীপ পাঠাবো বলে পারিবারিকভাবে সিদ্ধান্ত নেই। আমাদের পরিচিত দুইজন দালালের একজন দুলাল হোসেন, যিনি বাংলাদেশে থাকেন এবং আরেকজন নান্নু- যিনি মালদ্বীপ থাকেন। তাদের সাথে পরামর্শ শেষে করে চুক্তি করি। চুক্তি অনুযায়ী, বারে কাজ দেওয়ার কথা হয়। বেতন পাওয়ার কথা ছিল মাসিক ৯০,০০০/- টাকা (১,০৬০/- ইউএস ডলার) এবং থাকা খাওয়া ফ্রি। দশমাস পরপর বিমানের টিকিটসহ ছুটি পাবে এবং আমার ভাইকে মালদ্বীপ পাঠাতে সর্বমোট খরচ পড়বে ১২,৩০,০০০/- টাকা (১৪,৪৯৩/- ইউএস ডলার)। এরপর আমরা বিভিন্নভাবে ঋণ নিয়ে

এবং জমি বিক্রি করে টাকা জোগাড় করে দুই দালালকে দিই। টাকা পেয়ে তারা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র করা থেকে শুরু করে সব ব্যবস্থা শেষে ভাইকে মালদ্বীপ পাঠায়।

সেখানে পৌঁছে আমার ভাই দেখে, চুক্তি অনুযায়ী কেনো কিছুই ঠিক নেই। এভাবে সে তিন মাস কাজ করে। তবু কিছুই ঠিক হয় না। বেতন দেওয়া হয় ২৮,০০০ টাকা (৩৩০/- ইউএস ডলার)। বারে কাজ দেওয়ার কথা থাকলেও কাজ দেওয়া হয় কিচেনে। চুক্তি অনুযায়ী কাজ ও বেতন পাওয়ার বিষয়ে এলাকার দালালের সাথে কথা বলি। সে এবং মালদ্বীপের দালাল কোনো সদুত্তর দেয় না। এক পর্যায়ে গ্রামে সালিশ ডাকি। সালিশে সিদ্ধান্ত হয়, ভাইকে কিচেনেই কাজ করতে হবে এবং এ কারণে দালাল ৩,০০,০০০/- টাকা (৩,৫৩৫/- ইউএস ডলার) ফেরত দেবে। এরপর সময় বেধে দেওয়া হয়। কিন্তু সে সময়ের মধ্যে দালাল টাকা ফেরত দেয় না। পরবর্তীতে আবার সালিশ হয়। সেই সালিশে দালালকে আবার সময় দেওয়া হয়। কিন্তু দালাল টাকা ফেরত দিতে ব্যর্থ হয়। এরপর আমরা ইউনিয়ন পরিষদে অভিযোগ করি। সেখানে সালিশের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হয় মোট ৪,৫০,০০০/- টাকা (৫,৩০২/- ইউএস ডলার) দালাল আমাদেরকে ফেরত দেবে চুক্তি অনুযায়ী সবকিছু না হওয়ার জন্য। কিন্তু টাকা আদায়ের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ থেকে দুলালকে চাপ দিলে, দুলাল মালদ্বীপে থাকা নান্নু কে দিয়ে চক্রান্ত করে আমার ভাইকে ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাসে দেশে পাঠিয়ে দেয়।

এরপর আমরা আবার সালিশের চেষ্টা করলে, দালাল চক্র আমাদের হুমকি দেয় এবং বলে দেয়, 'পারলে টাকা আদায় করিস।' আমাদের সাথে চুক্তি অনুযায়ী কোন কিছুই ঠিক না হওয়ার কারণে এবং আমার ছোট ভাইকে সাত মাসের মাথায় বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার কারণে আমাদের এক বিশাল ক্ষতি হয়। যার দরুণ আমাদের বর্তমান আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়েছে। এই অবস্থায় আমি 'অভিবাসীর আদালত'-এর মাধ্যমে উপস্থিত বিজ্ঞজনদের কাছে আমার কী করণীয় তা জানতে চাই? আমরা কিভাবে ক্ষতিপূরণ উদ্ধার করতে পারব জানতে পারলে আপনাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

বিশেষজ্ঞ মতামত:

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাংগাইল

মোঃ মাসুদ রানার ঘটনা শুনলাম। তাদের সাথে সুস্পষ্ট প্রতারণা হয়েছে। তাদের পুরো পরিবার এই প্রতারণার ভূক্তভোগী। ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন অনুযায়ী অভিবাসনের জন্য সরকার একটা নির্ধারিত ব্যয় ঠিক করে দেবে। সুতরাং এর বেশি যদি কেউ দাবী করে, তাহলে সেটা প্রতারণার মধ্যে পড়বে। আপনি প্রয়োজনীয় কাগজপত্র গুছিয়ে দালালদের বিরুদ্ধে উকিল নোটিশ প্রদান করতে পারেন। তাতে প্রতিকার না পেলে ২০১৩ সালের আইনের ২৮ ধারার বিধান অনুযায়ী, দালালদের বিরুদ্ধে টাকা আদায়ের জন্য একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা দায়ের করতে পারেন এবং প্রতারণার জন্য একই আইনের ৩১ ধারার বিধান অনুযায়ী একটি ফৌজদারি মামলাও দায়ের করতে পারেন।

ড. নুরুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ পরিচালক, বিএমইটি

মালদ্বীপে একটা ভালো সম্ভাবনা আছে, যেহেতু একটি পর্যটন এলাকা। কিন্তু কোনো দেশে এত বেশি মাইগ্রেশন খরচ দিয়ে যাওয়ার কোনো নিয়ম নেই এবং এন্ট্রি লেবেলে কখনোই এত বেশি বেতন হওয়ার কথা না। আপনাদের আরো বেশি সচেতন হওয়া দরকার ছিল। অনেক অভাব বলে মনে করেন।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:

'অভিবাসীর আদালত'-এ প্রাপ্ত পরামর্শের ভিত্তিতে অভিযোগকারী রামরু'র লিগ্যাল সাপোর্ট সেল-এর সহায়তায় বিএমইটি-তে একটি অভিযোগ দাখিল করেন। অভিযোগটি এখনও অনিষ্পন্ন অবস্থায় আছে।

৪৩.

'অভিবাসীর আদালত'-এর ১৮ তম অধিবেশনে পেশকৃত সাইফুল ইসলামের অভিযোগ:

আমি সাইফুল ইসলাম; টাঙ্গাইল সদরের বাসিন্দা। 'অভিবাসীর আদালত' অনুষ্ঠানটি টিভিতে দেখে আমার ছেলের বন্ধু আমাকে জানায়, 'এই অনুষ্ঠানটি অভিবাসীদের নিয়ে। এখানে বিদেশে যেতে গিয়ে প্রতারিত হয়েছেন এরকম মানুষদের কথা শোনা হয় এবং তাদের সমস্যার সমাধান দেওয়া হয়। আপনি, এই অনুষ্ঠানে গিয়ে কামরুলের সাথে হওয়া প্রতারণার গল্প তুলে ধরতে পারেন।' আমি ভাবলাম বিষয়টা তো খুব ভাল। তাই রামরু'র সাথে যোগাযোগ করে আজ আমি 'অভিবাসীর আদালত'-এ অনুষ্ঠানে এসেছি আমার ছেলে কামরুল হাসানের সাথে ঘটে যাওয়া প্রতারণার গল্প তুলে ধরতে।

সৌদি আরব মুসলমানদের দেশ, পূণ্যভূমি। ভেবেছিলাম এখানে আমার ছেলেকে পাঠালে খুব ভালো থাকবে। আয় করে বাড়িতে টাকা পাঠাতে পারবে। আমাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটবে। পারিবারিক সিদ্ধান্তে ছেলেকে সৌদি আরব পাঠানোর জন্য এলাকার দালাল এছহাকের সাথে আলাপ করি। সে সৌদি আরবে লোকা পাঠায়। এছহাক বলে, ক্লিনারের কাজ দিয়ে আমার ছেলেকে সে সৌদি আরব পাঠাতে পারবে। বেতন হবে ৮০০ রিয়াল (২১৩/- ইউএস ডলার, ১৮,০০০/- টাকা)। খরচ পড়বে ৬,০০,০০০/- টাকা (৭,০৭০/- ইউএস ডলার)। সব শুনে রাজী হলে এছহাকের সাথে চুক্তি করি। গোয়ালের গরু বিক্রি করে এবং আত্মীয়দের কাছ থেকে ধার নিয়ে দালালকে তার প্রস্তাবমতো টাকা দিই। দালাল টাকা পেয়ে সব কাগজপত্র তৈরি করে। সব ব্যবস্থা শেষে ২০১৭ সালের এপ্রিল আমার মাসে আমার ছেলে কামরুল হাসানকে দালাল এছহাকের মাধ্যমে সৌদি আরব পাঠাই।

সৌদি আরব গিয়ে চুক্তি অনুযায়ী কাজ পায় না আমার ছেলে। এমনকি কিছুদিন পর সেখানে তাকে আরেক দালাল চক্রের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয়। একেক সময় একেক জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয় তাকে। এখন পর্যন্ত সাত মাস যাবত সে সৌদি আরবে আছে। দুইমাস পর-পর তাকে এক চক্র আরেক চক্রের কাছে বিক্রি করে দেয়। ঠিকমতো খাবার পায় না, থাকার জায়গা নেই। এরমধ্যে আমি বাংলাদেশ থেকে তার জন্য দুইবার খাবারের জন্য টাকা পাঠিয়েছি। খুব কষ্ট করে কোন রকম বেঁচে আছে আমার ছেলে। এ অবস্থায় আমাকে এখন খুবই মানবেতর জীবন-যাপন করতে হচ্ছে। আমি 'অভিবাসীর আদালত'-এর মাধ্যমে আপনাদের কাছে অনুরোধ করতে চাই, যেন আমার ছেলে সৌদি আরবে ভালো বেতন এবং ভালো কাজ পায় সেই ব্যবস্থা করে দিতে। এক্ষেত্রে আমার কী করণীয় আছে- তাও জানতে চাই।

বিশেষজ্ঞ মতামত:

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

আপনার ছেলের সাথে যেটা ঘটে গেছে তা খুব দুঃখজনক। এখানে জব কন্ট্রাক্ট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কন্ট্রাক্ট অনুযায়ী যদি তাকে কাজ দেওয়া না হয়, সেক্ষেত্রে বিএমইটি-তে অভিযোগ করলে বিএমইটি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। এখানে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ব্যয়ের অধিক নেওয়া হয়েছে, যেটিও একটি অপরাধ।

ড. নুরুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ পরিচালক, বিএমইটি
সৌদি আরবে বর্তমানে বাংলাদেশ দূতাবাসের দু'টি দপ্তর আছে। একটি রিয়াদে একটি জেদ্দায়। সে যে জোনে আছে, সেই জোনে অভিযোগ করলে সুরাহা পাওয়া যাবে।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:
'অভিবাসীর আদালত'-এ প্রাপ্ত পরামর্শের ভিত্তিতে অভিযোগকারী রামরু'র লিগ্যাল সাপোর্ট সেল-এর সহায়তায় বিএমইটি-তে একটি অভিযোগ দাখিল করে। বিএমইটি আয়োজিত সালিশে উভয় পক্ষ পাঁচটি অধিবেশনে বসে। এরপর রিক্রুটিং এজেন্সি প্রায় এক বছর যোগাযোগ বন্ধ রাখে। পরবর্তীতে রামরু রিক্রুটিং এজেন্সির সাথে যেগাযোগ করে বিএমইটি-তে উভয় পক্ষকে নিয়ে বসে ৮৫,০০০/- টাকায় (১,০০০/- ইউএস ডলার) মিমাংশা অভিযোগটি মিমাংসা করে।

৪৪.
'অভিবাসীর আদালত'-এর ১৮ তম অধিবেশনে পেশকৃত মোঃ সজিব মিয়ার অভিযোগ:

আমি মোঃ সজিব মিয়া। আমি সখিপুর, টাঙ্গাইল থেকে এসেছি। টেলিভিশনে 'অভিবাসীর আদালত' অনুষ্ঠানটি দেখে আমার খুব ভাল লাগে। আমার মনে হয়, সেখানে গেলে আমার সমস্যার সমাধান পেতে পারি। এটা ভেবে রামরু অফিসে যোগাযোগ করি। আজ রামরু'র সহায়তায় 'অভিবাসীর আদালত'-এ এসেছি বিশেষজ্ঞদের সামনে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলতে এবং প্রতিকারের পথ খুঁজতে।

পরিবারের সচ্ছলতা ফিরিয়ে আনতে বিদেশ যাওয়ার জন্য মনস্থির করি। এলাকার পরিচিত দালাল আনোয়ার এবং করিম, যারা আদম ব্যবসার (বিদেশে লোক পাঠানোর ব্যবসা) সাথে জড়িত। তাদের সাথে আমার আগে থেকেই আলাপ ছিল। ২০১৪ সালে আমি তাদের সাথে ইরাক যাওয়ার জন্য চুক্তিবদ্ধ হই। চুক্তি অনুযায়ী, ক্লিনারের কাজ দেবে। মাসিক বেতন হবে ৩৫,০০০/- টাকা (৪১২/- ইউএস ডলার)। তারা আমাকে বিদেশ পাঠাতে খরচ নেবে ৩,০০,০০০/- টাকা (৩,৫৩৫/- ইউএস ডলার)। তারা আমার কাছ থেকে পাসপোর্ট এবং ২,২৮,০০০/- টাকা (২,৬৮৬/- ইউএস ডলার) নেয়। কথা থাকে ফ্লাইটের আগে বাকী টাকা শোধ করব। তারপর দালালচক্র ফ্লাইটের কথা বলে একটি ভিসা দেয় এবং ঢাকা নিয়ে আসে। এয়ারপোর্টে বসিয়ে রেখে বলে, ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। আবার পরে তারিখ পড়বে। এই কথা শুনে হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরে আসি। এভাবে তারা আমাকে বিভিন্নভাবে ঘোরাতে থাকে।

এমনভাবে দুই বছর পার হয়ে যায় কিন্তু তারা আমাকে বিদেশ পাঠাতে পারে না। এক পর্যায়ে বিদেশ যাওয়ার আশা ছেড়ে দিয়ে তাদের টাকা ফেরত দিতে বলি। আমার কথা শুনে তারা ক্ষিপ্ত হয় এবং টাকা দেবে না বলে জানিয়ে দেয়। এ পর্যায়ে টাকা আদায়ের জন্য হাতীবান্ধা ইউনিয়ন পরিষদে একটি সালিশের ব্যবস্থা করি। সেখানে দালালচক্র উপস্থিত হয়। সালিশে তারা টাকা ফেরত দেবে মর্মে স্বীকারোক্তি প্রদান করে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো টাকা ফেরত দেয়নি। এরপর তাদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলে তারা আর যোগাযোগ করতে চায় না। এ অবস্থায় আমার পরিবার নিয়ে খুবই কষ্টের মধ্যে দিন-যাপন করছি এবং মানসিকভাবে খুবই ভেঙে পড়েছি। 'অভিবাসী আদালত' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিশিষ্টজনদের কাছে এর প্রতিকার বিষয়ে পরামর্শ চাই।

বিশেষজ্ঞ মতামত:

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

আপনাকে পূর্বের সাক্ষীদের আবার মধ্যস্থতায় বসার জন্য অনুরোধ করব। এই বিষয়গুলি নিয়ে শুরুতেই মামলা না করে মধ্যস্থতা অথবা সালিশের মাধ্যমে নিষ্পত্তির চেষ্টা উত্তম। তাতে প্রতিকার লাভ না হলে ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ২৮ ধারায় টাকা আদায়ের জন্য একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা দায়ের করতে পারেন।

ড. নুরুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ পরিচালক, বিএমইটি

ইরাক যাওয়ার ব্যাপারটি এখনও সম্পূর্ণভাবে উন্মুক্ত না। বিশেষ কিছু লোক যাচ্ছেন শুধুমাত্র দূতাবাসের রিকমেন্ডেশনে উপায়ে। তাই এখানে ইরাক যাওয়ার ব্যাপারটি সম্পূর্ণ প্রতারণা। সুতরাং সবাইকে সচেতন হয়ে বিদেশ যেতে হবে।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:

'অভিবাসীর আদালত'-এর সংশ্লিষ্ট পর্ব অভিযুক্ত অভিযুক্ত দালাল টিভিতে দেখে। অভিযোগকারী এলাকায় ফিরলেই দালাল ও অভিযোগকারীর সাথে বসে আলোচনা সাপেক্ষে ২,০০,০০০/- টাকায় (২,৩৫৫/- ইউএস ডলার) বিষয়টি মিমাংশা করে।

৪৫.

'অভিবাসীর আদালত'-এর ১৯তম অধিবেশনে পেশকৃত আব্দুল মালেকের অভিযোগ:

আমি আব্দুল মালেক। আমি টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতী উপজেলার বাসিন্দা। আমি 'অভিবাসীর আদালত' অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে আমার ছোট ভাইয়ের কাছ থেকে জেনেছি এবং আজ 'অভিবাসীর আদালত'-এ উপস্থিত হয়েছি আমার সাথে ঘটে যাওয়া অভিবাসন বিষয়ক একটি প্রতারণার ঘটনা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে এবং এর প্রতিকারের পথ খুঁজে বের করতে।

আমাদের এলাকার অনেক মানুষ বিদেশ গিয়ে তাদের অবস্থার উন্নতি করেছে এবং সমাজে অনেকে খুব ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এরপর আমি সিদ্ধান্ত নিই, আমিও বিদেশ গিয়ে অনেক অর্থ উপার্জন করে সমাজে ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হব এবং আমার পরিবার নিয়ে সুন্দরভাবে বাঁচতে পারব। আমাদের উপজেলার একজন দালাল জব্বারের সাথে বিদেশ যাওয়ার ব্যাপারে আলোচনা করি। সে আমাকে জানায়, তার কাছে সৌদি আরবের খুব ভালো ভিসা আছে। খুব ভালো বেতনে কাজ করতে পারব, কোনো রকম ঝামেলা ছাড়া। সব শুনে আমার পরিবারের সাথে আলাপ করি এবং আমি রাজী হয়ে যাই। তার সাথে চুক্তি করি সৌদি আরব যাওয়ার জন্য। চুক্তি অনুযায়ী, সে আমাকে ৫,৮৫,০০০/- টাকার (৬,৯০৪/- ইউএস ডলার) বিনিময়ে সৌদি আরব পাঠাবে ফ্রি ভিসায় এবং আমি সেখানে ইলেকট্রিকের কাজ করতে করব। যেহেতু এই কাজে আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে এবং মাসিক বেতন হবে বাংলাদেশি টাকায় ৪০,০০০/- টাকা (৪৭২/- ইউএস ডলার)। আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে ধার-দেনা করে ঋণ নিয়ে দালালকে টাকা দিই। ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমার ফ্লাইট পড়ে। দালাল জব্বার আমাকে নিশ্চিন্তে থাকার পরামর্শ দিয়ে বলে, ওখানকার দালাল সকল ব্যবস্থা করে দেবে।

যাওয়ার পর আমি ১২,০০০/- টাকা (১৪১/- ইউএস ডলার) বেতনে লেবারের কাজ পাই। এভাবে তিন মাস অতিবাহিত হয়। তিন মাস পর সেখানকার দালালকে নিয়ে আমি কফিলের কাছে গিয়ে কাগজপত্র চাই এবং জানতে পারি, আমার ভিসা বাতিল হয়ে গেছে। তারপর আমি দালাল জব্বারের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি। কিন্তু ব্যর্থ হই। সে আমার ফোন ধরে না। আমার বাড়ির লোকজন গিয়েও তাকে পায় না। তারপর আরো তিন মাস অবৈধভাবে সেখানে থেকে, লেবারের কাজ করে, একদিন রাস্তায় পুলিশের কাছে আটক হই। পুলিশ আমাকে আটদিন জেলে রেখে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়।

দেশে এসে দালালের সাথে যোগাযোগ করি এবং আমার ক্ষতিপূরণ ও টাকা ফেরত চাই। দালাল আমাকে হুমকি দেয় এবং টাকা দেবে না বলে জানিয়ে দেয়। স্থানীয় সালিশে বসার কথা বললে, দালাল আমাকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়, সে কোনো সালিশে বসতে রাজি না এবং সে আমাকে কোনো টাকা দেবে না। সে বিভিন্নভাবে হুমকি প্রদান করতে থাকে। আমি আমার আত্মীয়-স্বজনদের দেনা শোধ করতে পারিনি। বর্তমানে আমি খুব কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। এ অবস্থায় আমি 'অভিবাসীর আদালত'-এ জানতে চাই, আমার জন্য এখন কী করণীয় রয়েছে?

বিশেষজ্ঞ মতামত:

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

আপনার এই ঘটনাটি কাম্য ছিল না। এমন প্রতারণার ঘটনা প্রায়শই ঘটতে দেখছি। আপনি ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ৩১ ধারায় একটি ফৌজদারী মামলা দায়ের করতে পারেন।

ড. নুরুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ পরিচালক, বিএমইটি

সৌদি আরব যেতে সরকারের নির্ধারিত অভিবাসন খরচ ১,৬৫,০০০/- টাকা (১,৯৪৭/- ইউএস ডলার)। ফ্রি ভিসা বলেও কিছু নেই। এখানে আপনার সাথে ভিসা নিয়ে জালিয়াতি করা হয়েছে। আপনি মামলার আগে বিএমইটি-তে একটি অভিযোগ দাখিল করে দেখতে পারেন।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:

'অভিবাসীর আদালত'-এ প্রাপ্ত পরামর্শের ভিত্তিতে অভিযোগকারী রামরু'র সহায়তায় মধ্যস্থতার জন্য স্থানীয় মেডিয়েশন কমিটির কাছে অনুরোধ করেন। কমিটি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নোটিশ প্রদান করে। পরবর্তীতে জানা যায়, অভিযুক্ত ব্যক্তি পলাতক রয়েছে। তাই মধ্যস্থতাটি সম্পন্ন করা যায়নি।

৪৬.

'অভিবাসীর আদালত'-এর ১৯ তম অধিবেশনে পেশকৃত শাহিনা আক্তারের অভিযোগ:

আমার নাম শাহিনা আক্তার। আমি টাঙ্গাইল সদরের বাসিন্দা। আমাকে এলাকার মেম্বর সাহেব জানালেন যে, টেলিভিশনে 'অভিবাসীর আদালত' নামে একটা অনুষ্ঠান হয়। সেখানে অভিবাসীদের নানান সমস্যার সমাধান দেওয়া হয়। তারপর আমি মেম্বারের মাধ্যমে রামরু অফিসের সাথে যোগাযোগ করে আজকে 'অভিবাসীর আদালত' অনুষ্ঠানে এসেছি। আজ এই অনুষ্ঠানে আমার স্বামী শামীম মিয়ার অভিবাসন সংক্রান্ত দূর্ভোগের কথা তুলে ধরতে চাই, একটা সমাধান পাওয়ার জন্য।

আমার স্বামী এলাকায় ভালো কাজ না পাওয়ার কারণে এবং সংসারে অসচ্ছলতার কারণে আমরা পরিকল্পনা করি, সে বিদেশ গিয়ে কাজ করবে। আমাদের এলাকার দালাল খলিল বিদেশে লোক পাঠায়। তাকে সব খুলে বললে, সে ৫,০০,০০০/- টাকার (৫,৯০১/- ইউএস ডলার) বিনিময়ে সৌদি আরব যাওয়ার প্রস্তাব করেন। তার প্রস্তাবে আমার স্বামী রাজী হলে দালালের সাথে চুক্তি হয়। আমি ঋণ করে আমার স্বামীকে দিই। আমার স্বামী দালালকে টাকা দেয় এবং ২০১৭ সালের নভেম্বর মাসে সে আমার স্বামীকে সৌদি আরব পাঠায়। বিদেশ যাওয়ার আগে তার সাথে কথা থাকে যে, সে আমার স্বামীকে মসজিদ অথবা মাদ্রাসায় কাজ দেবে এবং মাসিক বেতন হবে ৭০০/- রিয়াল (১৬,০০০/- টাকা, ১৮৮/- ইউএস ডলার)। তারপর বেতন আস্তে-আস্তে বাড়বে।

সৌদি আরব যাওয়ার পর আমার স্বামীকে একটি সাপ্লাই কোম্পানিতে কাজ দেয়। বেতন নিয়মিত হয় না। দালালের সাথে যোগাযোগ করলে বলে, 'সব ঠিক হয়ে যাবে। ধৈর্য্য ধরো।' এভাবে আটমাস পার হলেও পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন হয় না। আমার স্বামী ফোন করে কান্নাকাটি করে এবং থাকা-খাওয়ার খুব অসুবিধা হচ্ছে বলে জানায়। আমার স্বামী আমাকে ফোন দিয়ে দালালের সাথে বেতন এবং কাজ নিয়ে কথা বলতে বলেন। এদিকে ঋণের টাকার জন্য আমার ওপর চাপ দিচ্ছে। কোম্পানি থেকে পাসপোর্ট দেয়নি বলে বাইরে কাজ করতেও পারছে না। কোম্পানির লোকেরা বলেছে, বেতন ছাড়া কাজ না করলে আমার স্বামীকে তারা দেশে পাঠিয়ে দেবে।

আটমাসের মধ্যে মাত্র ২৫,০০০/- টাকা (২৯৫/- ইউএস ডলার) বাংলাদেশে দিতে পেরেছে আমার স্বামী। তা দিয়ে কোনোভাবে দিন কাটছে আমাদেও, খেয়ে না খেয়ে। এক বছর হতে চলল, আমার স্বামী এখনও সেই অবস্থায় আছে। ঋণের টাকার চাপ, সংসারের খরচের বোঝা আর সৌদি আরবে আমার স্বামীর দূরবস্থা- আমাকে অসহায় করে তুলেছে। এ অবস্থায় আমি 'অভিবাসীর আদালত'-এর মাধ্যমে উপস্থিত বিজ্ঞজনদের কাছে জানতে চাই, আমার এখন করণীয় কী?

বিশেষজ্ঞ মতামত:

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

আপনার স্বামী যদি এখন বাংলাদেশে চলে আসতে চান, সেক্ষেত্রে তার যে জব কন্ট্রাক্টসহ সে দূতাবাসে গিয়ে অভিযোগ করতে পারেন এবং আইন অনুযায়ী, শ্রমকল্যাণ উইং ওনাকে উদ্ধার করে বাংলাদেশে পাঠাবেন। দ্বিতীয়ত, তিনি এখানে মামলা করতে পারেন। কিন্তু মামলা করার পূর্বে যদি মধ্যস্থতায় বসা যায় এবং টাকাগুলো উদ্ধার করা যায় অথবা যদি বিদেশেই তার হাজবেন্ডকে ভাল কাজের সুযোগ করে দেওয়া যায়, সে ব্যাপারটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

ড. নুরুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ পরিচালক, বিএমইটি

যেহেতু তার স্বামী অনেকগুলো টাকা খরচ করে সেখানে গিয়েছেন এবং সেখানে কাজ করতে চান, সে ক্ষেত্রে তার দ্রুত এম্বাসিতে যোগাযোগ করা জরুরি। কিন্তু তার যেহেতু সেখানে আকামা নেই, সে বাইরে বের হলে পুলিশ আটকাবে, সেক্ষেত্রে অভিযোগটা বাংলাদেশে করতে হবে। ওনার নিজ জেলা ডেমো অফিসে অভিযোগ করতে পারেন, যেটা বিএমইটি'র মাধ্যমে এম্বাসিতে টান্সফার করা হবে।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:

'অভিবাসীর আদালত'-এ প্রাপ্ত পরামর্শের ভিত্তিতে অভিযোগকারী রামরু'র সহায়তায় স্থানীয় মেডিয়েশন কমিটির কাছে মধ্যস্থতার জন্য আবেদন করেন। মেডিয়েশন কমিটির নোটিশ পাওয়ার পরও অভিযুক্ত ব্যক্তি অনুপস্থিত থাকায় খোঁজ নিয়ে জানা যায়, তিনি বিদেশে আছেন। যার ফলে মধ্যস্থতা প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না।

৪৭.

'অভিবাসীর আদালত'-এর ১৯ তম অধিবেশনে পেশকৃত মোঃ রেজাউলের অভিযোগ:

আমার নাম মোঃ রেজাউল। আমি টাঙ্গাইল সদরের বাসিন্দা। রামরু'র মাধ্যমে প্রথম জানতে পারি ডিবিসি চ্যানেলে 'অভিবাসীর আদালত' নামে অভিবাসীদের নিয়ে একটি অনুষ্ঠান হয় এবং সেখানে বিশেষজ্ঞরা আইনি পরামর্শ দেন। তাই আমিও ভাবি নিজের সমস্যার কথা তুলে ধরতে এখানে আসব। ভাবনামতো আজ 'অভিবাসীর আদালত'-এ এসেছি এবং অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উপস্থিত আইনজীবীর কাছে আমার সমস্যার কথা তুলে ধরে এর প্রতিকার সম্পর্কে পরামর্শ চাই।

আমার পরিবার-পরিজন নিয়ে ভালোভাবেই জীবন-যাপন করছিলাম। কিন্তু সংসারের অধিক উন্নতি ও উপার্জনের জন্য বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা করি। এ বিষয়ে এলাকার দালাল অপু মিয়ার সাথে আলাপ করি। সে আমাকে মালয়েশিয়ার যাওয়ার প্রস্তাব দিয়ে বলে, 'কনস্ট্রাকশনের কাজ। মাসিক বেতন হবে ৩৮,০০০/- টাকা (৪৪৭/- ইউএস ডলার)। খরচ হবে ৪,৭০,০০০/- টাকা (৫,৫৩৮/- ইউএস ডলার)।' সব শুনে রাজী হই এবং তার সাথে চুক্তি করি। সে চুক্তি অনুযায়ী ২০১৬ সালে দালাল অপু মিয়াকে টাকা দিই। টাকা নেওয়ার পরে ২০১৭ সালের মে মাসে দালাল আমাকে একটি ভিসা দেয়। কিছুদিন পর ফ্লাইটের কথা বলে এয়ারপোর্টে নিয়ে যায়। তারপর বলে, ফ্লাইট বাতিল হয়ে গেছে। এরপর মাসখানেক দালাল আমাকে ঘোরাতে থাকে।

তিনমাস পর সে আবার ফ্লাইটের তারিখ দেয়। এবার বলে আমার ভিসার মেয়াদ নাকি শেষ হয়ে গেছে, এখন আর আমাকে বিদেশে পাঠাতে পারবে না। আমি খুব হতাশ হয়ে পড়ি। তাকে টাকা ফেরত দেওয়ার ব্যাপারে অনুরোধ করি। সে আমাকে টাকা দেবে না বলে জানায়। এমনকি মেরে ফেলার হুমকিও প্রদান করে। এদিকে সাংসারিক অভাব আর দায়-দেনার চাপে আমি নাজেহাল হয়ে পড়েছি। আমার পরিবার নিয়ে খুব কষ্টে আছি। বিদেশ যাওয়ার ব্যাপারে প্রথম চুক্তিপত্র থেকে শুরু করে সকল কাগজপত্র আমার কাছে আছে। এখন টাকা উদ্ধার করতে আমার কী করণীয় তা আপনাদের কাছে জানতে চাই?

বিশেষজ্ঞ মতামত:

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ৩১ ধারার বিধান মোতাবেক আপনার সাথে স্পষ্ট প্রতারণা করা হয়েছে। যেহেতু আপনার কাছে সব ডকুমেন্টস আছে, সেহেতু আপনি ২০১৩ সালের আইনের ২৮ ধারার বিধান মোতাবেক টাকা আদায়ের জন্য একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা এবং ৩১ ধারার বিধান মোতাবেক একটি ফৌজদারী মামলা দায়ের করতে পারবেন। তবে এর আগে বিএমইটি-তে যোগাযোগ করে এজেন্সিকে ধরে সালিশের অথবা স্থানীয় পর্যায়ে রামরুর সহায়তায় মধ্যস্থতা করেও নিষ্পত্তির চেষ্টা করতে পারেন।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:

'অভিবাসীর আদালত'-এর সংশ্লিষ্ট পর্ব প্রচারের পর অভিযোগকারী আদালতে মামলা দায়ের করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়। পরে তিনি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করায় অভিযোগটির সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে আর জানা সম্ভব হয় না।

৪৮.

'অভিবাসীর আদালত'-এর ২০তম অধিবেশনে পেশকৃত মোঃ রোমানের অভিযোগ:

আমি মোঃ রোমান; টাঙ্গাইল সদরের বাসিন্দা। একদিন ডিবিসি নিউজ-এ 'অভিবাসীর আদালত' অনুষ্ঠানটা দেখি। সেখানে অভিবাসীরা তাদের দুঃখ-দূর্ভোগের অভিজ্ঞতা বিনিময় করছিল। আমি ভাবলাম, আমার জীবনের গল্পও তো সেখানে গিয়ে বলতে পারি। তাই আজ আমি 'অভিবাসীর আদালত'-এ এসেছি আমার নিজের দূর্ভোগের কথা বলতে এবং তার একটা সমাধানের পথ খুঁজতে।

আমি মেকানিক হিসাবে কাজ করে আমার পরিবার নিয়ে এক রকম জীবন-যাপন করছিলাম। ভালো বেতন এবং আরেকটু বেশি ভালো থাকার আশায় বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা করি। পরিবারের সাথে আলাপ-আলোচনা করলে তারাও সায় দেয়। আমাদের এলাকার দালাল আলাল বিদেশে লোক পাঠায়। তার সাথে যোগাযোগ করি। তিনি আমাকে ব্রুনাই যাওয়ার পরামর্শ দেন। কম টাকায় সেখানে গিয়ে বেশি টাকা উপার্জন করতে পারব বলে, তিনি জানান। সে বলে, ২,৩০,০০০/- টাকার (২,৭১৪/- ইউএস ডলার) বিনিময়ে আমাকে ব্রুনাই পাঠাতে পারবে এবং মেকানিকের কাজ দেবে। দৈনিক ৮ ঘণ্টা ডিউটি হবে এবং মাসিক ৩০,০০০/- টাকা (৩৫৪/- ইউএস ডলার) বেতন পাবো। তারপর আমি তাকে ১,৮০,০০০/- টাকা (২,১২৪/- ইউএস ডলার) দিই। আমাকে টিটিসি ট্রেনিং করায় এবং ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেয়। লেনদেনের সমস্ত কিছু স্ট্যাম্পের মাধ্যমে হয় এবং উল্লেখ থাকে যে, বাকি টাকা তাকে ফ্লাইটের সময় দিয়ে বিমানে উঠব। তারপর সে আমাকে বিভিন্নভাবে ঘুরাতে থাকে। আমাকে আর ব্রুনাই পাঠায় না এবং এক ধরণের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার চেষ্টা করে।

বারবার তাগিদ দিলে এবং এলাকায় সালিশের আয়োজন করলে, সেখানে টাকা ফেরত দেবে বলে স্ট্যাম্পে লিখিত দেয়, কিন্তু টাকা দেবে দেবে বলে আর দিচ্ছে না। আমি টাকাগুলো আমার এক আত্মীয়ের কাছ থেকে ধার নিয়েছিলাম। আমার আত্মীয় টাকার জন্য আমাকে বিভিন্ন ভাবে চাপ দিতে থাকে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। আমি আমার টাকাগুলো উদ্ধারের জন্য কী করতে পারি, 'অভিবাসীর আদালত'-এর কাছে জানতে চাই।

বিশেষজ্ঞ মতামত:

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

আপনি একটি ভালো কাজ করেছেন, ডকুমেন্টস্ রেখেছেন। দালালকে প্রথমে একটি উকিল নোটিশ প্রেরণ করতে পারেন। যদি উকিল নোটিশের মাধ্যমে টাকাটা দিয়ে দেয়, তাহলে আপনাকে কোনো মামলায় যেতে হবে না। আর যদি না দেয়, সেক্ষেত্রে ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ৩১ ধারায় একটি ফৌজদারী মামলা দায়ের করতে পারেন।

ড. নুরুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ পরিচালক, বিএমইটি

টিটিসি-তে তিন দিনের ট্রেনিং এবং ফিঙ্গারপ্রিন্ট ভিসা পাওয়ার পরেই করা হয়ে থাকে। সুতরাং ভিসাটা জাল ছিল না। ওনার কাছে যেহেতু দুটি ডকুমেন্টস আছে, উনি বিএমইটিতে অভিযোগ করলে এজেন্সিকে নিয়ে আসা সম্ভব এবং সেই এজেন্সির মাধ্যমে দালাল কেউ নিয়ে আসা সম্ভব এবং তার টাকাটা উদ্ধার করা সম্ভব হবে বলে আমি মনে করি।

মেরিনা সুলতানা, পরিচালক (প্রোগ্র্যাম), রামরু

যেহেতু আপনার কাছে সব ধরণের ডকুমেন্ট আছে এবং আপনি মেডিকেল টেস্ট ও ফিঙ্গারপ্রিন্ট করিয়েছেন, সেহেতু বিএমইটি-তে একটি অভিযোগ দাখিল করতে পারেন।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:

'অভিবাসীর আদালত'-এ প্রাপ্ত পরামর্শ অনুযায়ী অভিযোগকারী রামরু'র সহায়তায় স্থানীয় মেডিয়েশন কমিটির কাছে মধ্যস্থতার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তি পরিবারসহ পলাতক থাকায় মধ্যস্থতা আয়োজন করা সম্ভব হয় না।

৪৯.

'অভিবাসীর আদালত'-এর ২০তম অধিবেশনে পেশকৃত মোঃ আব্দুল সাত্তারের অভিযোগ:

আমি মোঃ আব্দুল সাত্তার। আমি টাঙ্গাইল সদর থেকে এসেছি। আমি রামরু অফিসের মাধ্যমে জানতে পারি, টেলিভিশনে 'অভিবাসীর আদালত' নামে একটি অনুষ্ঠান হয় এবং সেখানে অভিবাসীদের নানান সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে আইনী পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে। রামরু'র সহায়তায় আজ আমি 'অভিবাসীর আদালত'-এ উপস্থিত হয়েছি আমার ছেলের সাথে ঘটে যাওয়া প্রতারণার কথা তুলে ধরতে এবং এর একটি সমাধান পেতে।

আমার বড় ছেলে সৌদি আরবে থাকে। সে সেখানে ভালো আছে। তাই আমার ছোট ছেলেকেও বিদেশে পাঠিয়ে আমার সংসারে উন্নতির আশা করেছিলাম। এরপর ২০১৮ সালের মার্চ মাসে আমার ছোট ছেলে মোঃ আসাদুল ইসলাম-কে সৌদি আরব পাঠানোর জন্য দালাল আবুল কালাম আজাদের সাথে আলাপ করি। সে ৫,৫০,০০০/- টাকা (৬,৪৯১/- ইউএস ডলার) খরচ চায়। তার প্রস্তাবে রাজী হয়ে তাকে টাকা দিলে, ক্লিনারের কাজে ফ্রি ভিসায় আমার ছেলেকে সৌদি আরব পাঠায়। বিদেশ পাঠানোর আগে দালালের সাথে কথা থাকে যে, মাসিক ২৫,০০০ টাকা (২৯৫/- ইউএস ডলার) বেতন দেবে। কিন্তু সৌদি আরব যাওয়ার পর আমার ছেলেকে কোনো কাজ দেয় না। সেখানে চার মাস যাবৎ সে অনাহারে-অর্ধাহারে, কষ্টে দিন অতিবাহিত করে। ফোন করে কান্নাকাটি করে। সৌদি আরবে থাকা আমার আরেক ছেলে তার সীমিত সাধ্যের মধ্যে ছোট ছেলেকে কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করে।

এদিকে দালালের সাথে যোগাযোগ করলে, দালাল তাকে ভালো কাজ দেবে বলে সময় নেয়। এভাবে আরো সময় চলে যায় কিন্তু কাজ দেয় না। ঋণের চাপে আমি এখন নিরুপায়। এখন আমি 'অভিবাসীর আদালত'-এর মাধ্যমে প্রতিকার চাই, আমার টাকা ফেরত দিয়ে আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দেওয়া হোক অথবা, আমার ছেলেকে ভালো বেতনে ভালো কাজ দেওয়া হোক। এই ব্যাপারে বিজ্ঞজনদের কাছ থেকে আমি পরামর্শ চাই।

বিশেষজ্ঞ মতামতঃ

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ২৯ ধারায় বলা হচ্ছে, যদি কোনো অভিবাসী বিদেশে আটকা পড়ে অথবা আটক করে রাখা হয়, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের দূতাবাস তাকে উদ্ধার করার জন্য সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে। সুতরাং আপনার ছেলে তার সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে দূতাবাসে যেতে পারেন এবং অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। যে লোকটি তাকে প্রেরণ করেছেন অর্থাৎ যে এজেন্সি তাকে প্রেরণ করেছেন তারও দায়িত্ব তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা, তার অর্থাৎ এজেন্সির নিজের টাকা খরচ করে।

ড. নুরুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ পরিচালক, বিএমইটি

বিষয়টি খুব গুরুতর এবং দুঃখজনক। সুতরাং আপনার ছেলেকে দ্রুত বাংলাদেশ এম্বাসিতে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করছি।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থাঃ

'অভিবাসীর আদালত'-এ প্রাপ্ত পরামর্শ অনুযায়ী অভিযোগকারী রামরু'র সহায়তায় স্থানীয় মেডিয়েশন কমিটির কাছে মধ্যস্থতার জন্য অনুরোধ করেন। কমিটি পরপর তিনবার নোটিশ দিলেও প্রতিবারই অভিযুক্ত ব্যক্তি অনুপস্থিত থাকে। যার ফলে মধ্যস্থতা সম্পন্ন হয় না।

৫০.

'অভিবাসীর আদালত'-এর ২০তম অধিবেশনে পেশকৃত ফারুক হোসেনের অভিযোগঃ

আমার নাম ফারুক হোসেন। আমি টাঙ্গাইল সদরের বাসিন্দা। টেলিভিশনে বহুবার 'অভিবাসীর আদালত' অনুষ্ঠানটি দেখেছি এবং এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিদেশে গমনেচ্ছু মানুষের সাথে প্রতারণার ব্যাপারে আইনী পরামর্শ দেওয়া দেখেছি। সেগুলো দেখে আমার সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনার ব্যাপারে প্রতিকার পাওয়ার জন্য উৎসাহিত হই। তারপর রামরু অফিসের মাধ্যমে জানতে পারি, সেখানে গিয়ে আমি আমার নিজের সমস্যার কথাটি তুলে ধরতে পারব এবং একটা পরামর্শ পাবো। তাই আজ আমার নিজের গল্প বলতে এই 'অভিবাসীর আদালত'-এ এসেছি।

আমার প্রতিবেশীদের অনেককেই বিদেশে গিয়ে উন্নতি করতে দেখেছি। তাদের দেখে অনুপ্রাণিতও হয়েছি। আমিও বিদেশ গিয়ে অনেক উন্নতি করব, এই আশা করে এলাকার দালাল মজনু ও তার স্ত্রী রাজিয়া বেগমের সাথে বিদেশ যাওয়ার ব্যাপারে পরামর্শ করি। তারা আমাকে মালয়েশিয়ায় ভালো বেতনে ফ্যাক্টরির কাজে পাঠাবে বলে আশ্বস্ত করেন। তারপর আমরা পারিবারিকভাবে বসে তাদের সাথে চুক্তি করি। কথা হয়, ৩,৬০,০০০/- টাকার (৪২৪৮/- ইউএস ডলার) বিনিময়ে তারা আমাকে মালয়েশিয়া পাঠাবে। মাসিক ৩০,০০০/- টাকা (৩৫৪/- ইউএস ডলার) বেতন হবে এবং ফ্যাক্টরিতে কাজ দেবে।

২০১৮ সালের মার্চ মাসে আমি তাদেরকে সুদের উপর ঋণ নিয়ে প্রস্তাবমতো টাকা দিই। টাকা এবং পাসপোর্ট জমা দেওয়ার তিন মাস পর দালাল মজনু আমাকে জানায়, আমার ফ্লাইট হয়ে গেছে। আমাকে এয়ারপোর্টে যেতে হবে। এরপর মজনু আমাকে এয়ারপোর্টে নিয়ে যায়। সেখানে নিয়ে গিয়ে এক জায়গায় বসিয়ে রাখে। সেখানে সারাদিন বসে থাকলেও মজনু আসে না। অবশেষে রাত্রে এয়ারপোর্টে খোঁজাখুঁজি করে তার সন্ধান না পেয়ে বাড়িতে চলে আসি। বাড়িতে এসে জানতে পারি, মজনু আমাকে এয়ারপোর্টে রেখে নিজেই মালয়েশিয়া চলে গেছে। তারপর তার সাথে আর কোনো যোগাযোগ করতে পারি না। বাড়িতে থাকা দালালের স্ত্রী রাজিয়া বেগমের কাছে গেলে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে কিছু জানেন না।

এখন দুই মাস যাবৎ আমি তাদের বাড়িতে গিয়ে বিভিন্নভাবে টাকা উদ্ধারের জন্য চাপ দিতে থাকি। কিন্তু দালালের স্ত্রী আমাকে জানায়, তার সাথে দালালের যোগাযোগ নেই। এখন আমি তার স্ত্রীর কাছে টাকা দাবি করছি কিন্তু সে কোনো টাকা দিচ্ছে না। এমনকি বিদেশে নিয়ে যাবে এরকম কিছু বলছে না। এদিকে ঋণের সুদের টাকার জন্য আমাকে অনেক চাপ দেওয়া হচ্ছে এবং বিভিন্নভাবে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। আমি আমার টাকা ফেরত চাই। আমি 'অভিবাসীরা আদালত'-এর মাধ্যমে আপনাদের কাছে বিষয়টির সুরাহার চাই।

বিশেষজ্ঞ মতামত:

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাংগাইল

আপনি প্রথমে স্থানীয়ভাবে সালিশের মাধ্যমে টাকা উদ্ধারের চেষ্টা চালাতে পারেন। যদি কাজ না হয় সেক্ষেত্রে ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ৩১ ধারার অধীন একটি ফৌজদারী মামলা এবং ২৮ ধারার অধীন টাকা আদায়ের জন্য একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা দায়ের করতে পারেন।

ড. নুরুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ পরিচালক, বিএমইটি

আপনার ঘটনাটি দুঃখজনক। আপনি ডকুমেন্টসহ বিএমইটি-তে এসে অভিযোগ করলে এজেন্সিকে খুব সহজেই সামনে নিয়ে আসা যাবে এবং তার সমস্যার সমাধান হবে।

মেরিনা সুলতানা, পরিচালক (প্রোগ্র্যাম), রামরু

রামরু অফিসে সহযোগিতা প্রদানের জন্য এ ধরণের অভিযোগ নেওয়া হয়ে থাকে এবং মেডিয়েশনের মাধ্যমে সেগুলোর সমাধানের চেষ্টা করা হয়ে থাকে। যেহেতু আপনি টাঙ্গাইল থেকে এসেছেন, টাঙ্গাইলের রামরু অফিসে মেডিয়েশনের ব্যবস্থা আছে, চাইলে রামরু অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা, বিএমইটি-তে গিয়ে অভিযোগ করতে পারেন।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:

'অভিবাসীর আদালত'-এ প্রাপ্ত পরামর্শ অনুযায়ী অভিযোগকারী রামরু'র সহায়তায় স্থানীয় মেডিয়েশন কমিটির কাছে মধ্যস্থতার জন্য অনুরোধ করেন। কমিটি পরপর তিনবার নোটিশ দিলেও প্রতিবারই অভিযুক্ত ব্যক্তি অনুপস্থিত থাকে। যার ফলে মধ্যস্থতা সম্পন্ন হয় না।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ
(২১-৩০) তম অধিবেশনে পেশকৃত অভিযোগসমূহ এবং বিশেষজ্ঞ মতামত

৫১.
'অভিবাসীর আদালত'-এ ২১তম অধিবেশনে পেশকৃত মোঃ বিল্লাল হোসেনের অভিযোগঃ

আমি মোঃ বিল্লাল হোসেন। আমি টাংগাইল থেকে এসেছি। আমার এক প্রতিবেশীর মাধ্যমে জানতে পারি, ডিবিসি চ্যানেলে 'অভিবাসীর আদালত' নামে একটা অনুষ্ঠান হয় এবং সেখানে বিদেশে যাওয়ার আগে কী কী সচেতনতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় এবং কার কাছে গেলে সেগুলো জানা যায় সে ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে। সেইসঙ্গে যারা বিদেশ গিয়ে প্রতারিত হয়েছেন তাদেরকে আইনি পরামর্শ দেওয়া হয়। তাই রামরুর সহায়তা নিয়ে আজ এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরতে এখানে এসেছি।

আমি কৃষি কাজ করতাম। খুব বেশি ফসলী জমি ছিল তা নয়; তবে আমার সংসার ভালই চলছিল। এলাকার অনেকেই বিদেশ গিয়ে অনেক উন্নতি করেছিল। এটা আমার মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে যে, আমি বিদেশ গেলে কেমন হয়। বাড়িতে সবার কাছে খুলে বলি বিষয়টা এবাং সবার পরামর্শ নিই। আব্বা-মা বিষয়টিকে সমর্থন করায় মনে বল পাই। বিদেশ যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি। আমাদের এলাকার দালাল ইউনুস আলীর সাথে কথা বলে সব ঠিক করি। তার সাথে মালয়েশিয়া যাওয়ার চুক্তি করি। চুক্তি অনুযায়ী খরচ ঠিক হয় ৩,৬০,০০০/- টাকা (৪,২৩৭/- ইউএস ডলার)। তারপর আমার পরিবার ও আত্মীয়দের সাথে আলোচনা করে আমাদের একটি জমি বিক্রি করে দিই এবং ইউনুস আলীকে চুক্তি মাফিক টাকা দিই মালয়েশিয়া যাওয়ার জন্য।

এরপর দালাল আমাকে সময় দিতে থাকে। একসময় আমাকে একটি ভিসার কপি এবং বিমানের টিকিট দেয়। আমি সেগুলো নিয়ে আমার এক আত্মীয়কে দেখালে, তিনি যাচাই করে বলেন, সেগুলো ভুয়া। আমি দালালের বাড়িতে গিয়ে জিজ্ঞেস করি, আমাকে কেন ভুয়া ভিসার কপি বিমানের টিকেট দেওয়া হয়েছে? সে কোনো সদুত্তর

দিতে পারে না। বিভিন্নভাবে ঘোরাতে থাকেন এবং বিদেশ পাঠাবেন বলে আশ্বস্ত করতে থাকেন। অবশেষে আমি তার কাছে টাকা ফেরতের দাবি করলে, সে আমাকে সময় দেয় এবং ঘোরাতে থাকে।

এক পর্যায়ে গ্রাম্য সালিশের মাধ্যমে আমি তার কাছে টাকা দাবি করি এবং ক্ষতিপূরণ চাই। দালাল টাকা ফেরত দেওয়ার তারিখ দেয় এবং সেই তারিখ পার হয়ে যাওয়ার পর সে আবার আমাকে ঘোরাতে থাকে। এ অবস্থায় আমি আমার পরিবার-পরিজন নিয়ে খুব কষ্টের মধ্যে আছি। আমার টাকাগুলো খুব দ্রুত ফেরত পেতে চাই। এজন্য কী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে তা 'অভিবাসীর আদালত'-এর মাধ্যমে বিজ্ঞজনদের কাছে জানতে চাই।

বিশেষজ্ঞ মতামত:

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

আপনার ঘটনাটি দুঃখজনক। বাংলাদেশে অনেক আইন আছে কিন্তু তার সঠিক বাস্তবায়ন এখনও সব জায়গায় সম্ভব হয়নি। মালয়েশিয়া যাওয়ার জন্য প্রকৃত খরচের থেকে অনেক বেশি টাকা ব্যয় করেছেন আপনি। প্রতিটা দেশের জন্য অভিবাসন ব্যয় সরকার নির্ধারণ করে দিয়েছেন; কিন্তু সেটা কেউ জানে না। যেহেতু একবার সালিশ হয়ে গেছে, সেহেতু তার অভিযোগটা মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। সুতরাং আপনাবে বলব, আরেকবার সালিশের মাধ্যমে দালালের কাছ থেকে অঙ্গীকারনামা নেওয়ার চেষ্টা করতে। দালাল ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ৩১ ও ৩৩ ধারায় অপরাধ করেছেন। উক্ত ধারাসমূহের আওতায় একটি ফৌজদারী মামলা দায়ের করতে পারেন।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:

'অভিবাসীর আদালত'-এ প্রাপ্ত পরামর্শের ভিত্তিতে অভিযোগকারী রামরু'র সহায়তায় স্থানীয় মেডিয়েশন কমিটির কাছে মধ্যস্থতার জন্য আবেদন করেন। কমিটি দুই পক্ষকে নোটিশ প্রদান করে মধ্যস্থতার আয়োজন করে। তৃতীয় অধিবেশনে উভয় পক্ষের সম্মতিতে ২,৩০,০০০/- টাকায় (২,৭০৮/- ইউএস ডলার) অভিযোগটি মিমাংসা হয়।

৫২.

'অভিবাসীর আদালত'-এর ২১তম অধিবেশনে পেশকৃত মোহাম্মদ নুর উদ্দিনের অভিযোগ:

আমার নাম মোহাম্মদ নুর উদ্দিন। আমি টাঙ্গাইলের কালিহাতী উপজেলা থেকে এসেছি। আমি 'অভিবাসীর আদালত' অনুষ্ঠানটি প্রায়ই দেখি। এই অনুষ্ঠানটির মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অভিবাসন প্রত্যাশীদের অনেক উপকার হয়। রামরু'র সাথে যোগাযোগ করে আজ আমি 'অভিবাসীর আদালত'-এ এসেছি দালালের খপ্পরে পড়ে সর্বস্ব হারানোর গল্প তুলে ধরতে এবং বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে আইনি পরামর্শ নিতে।

আমি আমার পরিবার নিয়ে খুব সুন্দর ভাবে চলতে পারব এবং ছেলে-মেয়ের একটা সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে দিতে পারব এই আশা নিয়ে বিদেশ যাওয়ার জন্য চেষ্টা করতে থাকি। আমার এক আত্মীয়, দালাল ফাইজুরের সাথে এ ব্যাপারে আলাপ হয় আমার। সে আমাকে মালয়েশিয়া যাওয়ার পরামর্শ দেয়। সব ঠিক থাকলে দুই মাসের মধ্যে সে আমাকে মালয়েশিয়া পাঠাবে বলে আশ্বস্ত করে। তাকে বিশ্বাস করতাম। তাই অতো না ভেবেই তার

সাথে চুক্তি করি। চুক্তি হয় ৩,৩০,০০০/- টাকার (৩,৮৮৪/- ইউএস ডলার) বিনিময়ে তিনি আমাকে মালয়েশিয়া পাঠাবেন। তিনি আমাকে প্রফেশনাল ভিসায় ভালো কাজ দেবেন। দৈনিক ৮ ঘণ্টা ডিউটি হবে এবং মাসিক বেতন হবে ৫০,০০০/- টাকা (৫৮৮/- ইউএস ডলার)।

২০১৫ সালে দালাল বাচ্চু মিয়া এবং তার জামাই দালাল ফাইজুরকে আমি চুক্তি অনুযায়ী টাকা দিই মালয়েশিয়া যাওয়ার জন্য। টাকা দেওয়ার কিছুদিন পর তারা আমাকে একটি ভিসা দেয়। আমি অপেক্ষা করতে থাকি। কিন্তু তারা আমাকে বিভিন্নভাবে অযুহাতে ঘোরাতে থাকে। আমি ওদের চালাকি বুঝতে পেরে টাকা ফেরত চাই। তারা আমার টাকা দিয়ে দিতে রাজী হয় এবং ঘোরাতে থাকে। আজ দিচ্ছি, কাল দিচ্ছি বলে সময় নিতে থাকে। এক সময় আমি আমার পরিবার নিয়ে তাদের সাথে সালিশ ডাকি। কিন্তু তারা এতে ক্ষিপ্ত হয়ে যায় এবং আমাকে বিভিন্নভাবে হুমকি প্রদান করে। এ অবস্থায় আজকে তিন বছর হয়ে গেল, তারা টাকা দিয়ে দেবে বলে ঘোরাচ্ছে কিন্তু আমার টাকা দিচ্ছে না। এখন তাদের কাছ থেকে টাকা উদ্ধার করার জন্য আমি কী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি? 'অভিবাসীর আদালত' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমি এর একটি সমাধানের পথ চাই।

বিশেষজ্ঞ মতামতঃ

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

আপনার ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক। আপনি যেহেতু টাকাটি আত্মীয়ের কাছে দিয়েছেন, সেহেতু আপনার উচিত পরিবারিকভাবে আবার বসা। সেখানে যদি প্রতিকার না পান সেক্ষেত্রে ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ৩১ এবং ৩৩ ধারায় একটি ফৌজদারী মামলা দায়ের করতে পারেন। অভিবাসন প্রত্যাশী সকলের কাছে অনুরোধ করব, আপনারা টাকা দেওয়ার পূর্বে সাক্ষীসহ লিখিত ডকুমেন্টস রাখবেন।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থাঃ

'অভিবাসীর আদালত'-এ প্রাপ্ত পরামর্শের ভিত্তিতে অভিযোগকারী রামরু'র সহায়তায় স্থানীয় মেডিয়েশন কমিটির কাছে মধ্যস্থতার জন্য আবেদন করেন। কমিটি দুই পক্ষকে নোটিশ প্রদান করে মধ্যস্থতার আয়োজন করে। তৃতীয় শুনানীতে ১,০৫,০০০/- টাকায় (১,২৩৬/- ইউএস ডলার) অভিযোগটি মিমাংসা হয়।

৫৩.

'অভিবাসীর আদালত'-এর ২১তম অধিবেশনে পেশকৃত দেলোয়ার হোসেনের অভিযোগঃ

আমি দেলোয়ার হোসেন; টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতী উপজেলার বাসিন্দা। আমি রামরু'র মাধ্যমে 'অভিবাসীর আদালত' অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে জানতে পারি এবং টেলিভিশনে অনুষ্ঠানটি দেখি। তারপর এ অনুষ্ঠানে এসে আমার নিজের দূর্দশার কথা তুলে ধরার ইচ্ছা পোষণ করি। আজ নিজের অভিবাসনের অভিজ্ঞতার কথা বলতে এবং বিশেষজ্ঞ পরামর্শ নিতে 'অভিবাসীর আদালত'-এ উপস্থিত হয়েছি।

ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় বিদেশ যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। এ ব্যাপারে এলাকার দালাল তোতা মিয়ার সাথে আলাপ করি। সে আমাকে আশ্বস্ত করে, একটি ভালো কোম্পানিতে কাজ দিতে পারবে এবং যেখানে দৈনিক আট ঘণ্টা ডিউটি হবে। ডাবল বেতনে ওভারটাইমের সুযোগ থাকবে। মাসিক বেতন হবে ৪৫,০০০/- টাকা (৫২৯/-

ইউএস ডলার)। সব মিলিয়ে খরচ পড়বে ৫,৯০,০০০/- টাকা (৬,৯৪৪/- ইউএস ডলার)। সব শুনে দালালকে বলি, 'আপনার সব কথাই ভাল লেগেছে। কিন্তু খরচ অনেক। এতো টাকা জোগাড় করা কঠিন হবে।' দালাল বলে, 'অল্প কিছু লোক পাঠাতে পারব। তুমি না গেলে অন্য কেউ যাবে।' দালাল কোনোমতেই কমাবে না বুঝে আমি রাজী হয়ে যাই। ২০১৬ সালে গোয়ালের গরু এবং এক টুকরো জমি বিক্রি করে দালাল তোতামিয়া-কে তার প্রস্তাবমতো টাকা দিয়ে সৌদি আরব যাই।

সৌদি আরব যাওয়ার পর তারা আমাকে সাপ্লাই কোম্পানিতে কাজ দেয়। বেতন দেওয়া হয় মাসিক ১৮,০০০/- টাকা (২১১/- ইউএস ডলার); যা চুক্তির থেকে অনেক কম। এছাড়াও অতিরিক্ত ডিউটি করায় কিন্তু কোনো ওভারটাইম দেয় না। এভাবে ছয় মাস কাজ করার পর আমার ভিসা বাতিল হয়ে যায়। তারপর আমি সেখানে খুব অসুবিধায় পড়ে যাই। দালালের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হই। কাগজপত্র ঠিক করতে আরো ৩,৭০০/- রিয়াল (৯৭৭/- ইউএস ডলার; ৮৩,০০০/- টাকা) খরচ লাগত, যা আমার পক্ষে দেওয়া কোনো ভাবেই সম্ভব ছিল না। এক পর্যায়ে আমি দেশে ফিরে আসতে বাধ্য হই।

দেশে ফিরে দালালের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করলে, সে কোনো টাকা ফেরত দেবে না বলে আমাকে জানিয়ে দিয় । আমি কয়েকবার সালিশের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হই। দালাল যথেষ্ট প্রভাবশালী বলে আর কিছু করতে পারছি না। এদিকে আমি সর্বস্ব হারিয়ে নিঃস্ব। গোয়ালের গরু, ফসলী জমি সব বেঁচে বিদেশ গিয়েছিলাম। দেশে কিছু করে সংসার চালানোর পরিস্থিতি নেই আমার। এ অবস্থায় আমি 'অভিবাসীর আদালত'-এর মাধ্যমে উপস্থিত বিজ্ঞজনদের কাছে আইনগত প্রতিকার জানতে চাই।

বিশেষজ্ঞ মতামত:

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

আপনার সাথে চরম প্রতারণা করা হয়েছে। খুবই দুঃখজনক ঘটনা। আপনি ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ৩১ ও ৩৩ ধারায় মামলা দায়ের করতে পারেন। এছাড়াও টাকা আদায়ের জন্য একই আইনের ২৮ ধারায় একটি দেওয়ানী মোকদ্দমাও দায়ের করতে পারেন।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:

'অভিবাসীর আদালত'-এ প্রাপ্ত পরামর্শের ভিত্তিতে অভিযোগকারী রামরু'র সহায়তায় স্থানীয় মেডিয়েশন কমিটির কাছে মধ্যস্থতার জন্য আবেদন করেন। কমিটি দুই পক্ষকে নোটিশ প্রদান করে মধ্যস্থতার আয়োজন করে। ষষ্ঠ অধিবেশনে উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে ৫০,০০০/- টাকায় (৫৮৮/- ইউএস ডলার) অভিযোগটি মিমাংসা হয়।

৫৪.

'অভিবাসীর আদালত'-এর ২২তম অধিবেশনে পেশকৃত মোঃ রতন মিয়ার অভিযোগ:

আমি মোঃ রতন মিয়া। আমি টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর উপজেলার বাগজান থেকে এসেছি। আমি আমার এক বন্ধুর মাধ্যমে জানতে পারি টেলিভিশনে 'অভিবাসীর আদালত' নামে একটি অনুষ্ঠান হয়। এরপর এক শনিবারে আমি অনুষ্ঠানটি দেখি। সেখানে দেখি, যারা বিদেশ গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদেরকে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার জন্য

আইনি পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে এবং বিদেশ যাওয়ার ব্যাপারে অনেক তথ্য দিয়ে সহায়তা করা হচ্ছে। আমি রামরু অফিসে যোগাযোগ করে আজকের 'অভিবাসীর আদালত'-এ এসেছি আমার নিজের সাথে ঘটে যাওয়া প্রতারণার কথা বলতে।

কৃষিকাজ করে কোনমতে সংসারটা চালাচ্ছিলাম। এলাকার অনেকেই চোখের সামনে বিদেশ গিয়ে অনেক আয়-উন্নতি করেছে। তাই পরিবারের সাথে আলাপ করে সিদ্ধান্ত নিই বিদেশ যাবো। বিদেশ গিয়ে নিজের অবস্থানটাকে পরিবর্তন করব। ২০১৮ সালে আমাদের এলাকার দালাল বাবুল আলীর সাথে এ ব্যাপারে আলাপ করি এবং তার সাথে মালয়েশিয়া যাওয়ার চুক্তি করি। চুক্তিতে বলা হয়, সে আমাকে ভালো কোম্পানিতে কাজ দেবে এবং মাসিক বেতন হবে ৪৫,০০০/- টাকা (ইউএস ডলার)। সব মিলিয়ে খরচ পড়বে ৩,৪৪,০০০/- টাকা (৪,০৪৯/- ইউএস ডলার)। আমি চড়া সুদের ওপর ঋণ নিয়ে এবং আমার এক নিকটাত্মীয়ের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করে চুক্তিমতো দালালকে দিই। সে আমার পাসপোর্ট নেয়। মেডিকেল টেস্ট ও ফিঙ্গারপ্রিন্ট করায়। এর কিছুদিন পর ফ্লাইটের তারিখ পড়ে এবং আমি মালয়েশিয়া চলে যাই।

সেখানে যাওয়ার পর পচিশ দিন কাজ করিয়ে আমাকে মাত্র ১৬,০০০/- টাকা (১৮৮/- ইউএস ডলার) দেয়। তারপর আবার মেডিকেল টেস্ট করাতে বলে। সেখানে মেডিকেল টেস্ট করলে আমাকে বলা হয়, আমি আনফিট এবং আমাকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আমি বুঝতে পারছিলাম না আমার কী করা উচিত। এর দুইদিন পরেই তারা আমাকে এয়ারপোর্টে নিয়ে জোর করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়।

দেশে ফিরে আসার পর আমি দালালের সাথে যোগাযোগ করি এবং টাকা ফেরত চাই। দালাল আমাকে খরচের টাকা ফেরত দিয়ে দেবে বলে কথা দেয়। তারপর বিভিন্নভাবে ঘোরাতে থাকে কিন্তু টাকা ফেরত দেয় না। তারপর দালাল আমাকে আবার বলে, অর্ধেক টাকা দিলে সে আমাকে অন্য রাষ্ট্রে পাঠাবে। আমি এখন অন্য কোনো রাষ্ট্রে যেতে চাই না। আমি আমার টাকা ফেরত পেতে চাই। টাকা উদ্ধার করার জন্য আমি কী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি তা 'অভিবাসীর আদালত' মাধ্যমে বিজ্ঞজনদের কাছে জানতে চাই?

বিশেষজ্ঞ মতামত:

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

এটা প্রতারণার নতুন একটা কৌশল। একবার বাংলাদেশে মেডিকেল টেস্ট করে বিদেশে নিয়ে আবার মেডিকেল টেস্ট করে আনফিট বলা হচ্ছে। মেডিকেল টেস্টে আনফিট হলে বিদেশে না যাওয়া উচিত, সেটা যেকোনো মাধ্যমেই হোক না কেন। এটি একটি সুস্পষ্ট প্রতারণা। স্থানীয়ভাবে মধ্যস্থতার মাধ্যমে সুরাহার চেষ্টা করতে পারেন। সেখানে প্রতিকার না পেলে আপনি ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ৩১ ধারায় একটি ফৌজদারী মামলা দায়ের করতে পারেন। এছাড়াও টাকা আদায়ের জন্য একই আইনের ২৮ ধারায় একটি দেওয়ানী মোকদ্দমাও দায়ের করতে পারেন।

ড. নুরুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ পরিচালক, বিএমইটি

আপনি মামলা দায়েরের আগে বিএমইটি-তে একটি অভিযোগ দাখিল করতে পারেন। আশা করি প্রতিকার পাবেন।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:
'অভিবাসীর আদালত'-এ প্রাপ্ত পরামর্শের ভিত্তিতে অভিযোগকারী রামরু'র লিগ্যাল সাপোর্ট সেল-এর সহায়তায় বিএমইটি-তে একটি অভিযোগ দাখিল করেন। অভিযোগটি এখনও অনিষ্পন্ন অবস্থায় আছে।

৫৫.
'অভিবাসীর আদালত'-এর ২২তম অধিবেশনে পেশকৃত মোঃ ফাইজুর রহমানের অভিযোগ:

আমি মোঃ ফাইজুর রহমান। আমি টাঙ্গাইল সদর উপজেলার বাসিন্দা। আমি অভিবাসীর আদালত অনুষ্ঠানটি টেলিভিশনে দেখতে পাই এবং সেই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জানতে পারি এখানে অভিবাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ ও সহযোগিতা করা হয়ে থাকে। তারপর আমি রামরু অফিসে যোগাযোগ করে আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছি আমার নিজের অভিবাসনের কথা সবাইকে জানিয়ে একটি পরামর্শ নিতে।

আমি বিদেশে কাজ করে অধিক টাকা উপার্জন করে একটা ভালো পুঁজি বানাতে চেয়েছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশে এসে ব্যবসা করা। এই আশায় বিদেশ যাওয়ার ব্যাপারে আমার আত্মীয় দালাল মোহাম্মদ সেলিমের সাথে আলাপ করি। সে আমাকে পরামর্শ দেয়, সেও ওমান যাবে এবং সাথে আমাকেও নিয়ে যাবে। এর জন্য খরচ হবে ২,৯০,০০০/- টাকা (৩,৪১৩/- ইউএস ডলার)। তার কথামতো আমি ওমান যাওয়ার জন্য তার সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হই। চুক্তি অনুযায়ী, সে আমাকে রাজমিস্ত্রির কাজ দেবে এবং দৈনিক আট ঘণ্টা ডিউটি হবে। মাসিক বেতন হবে ৩৫,০০০/- টাকা (৪১১/- ইউএস ডলার)। ২০১৮ সালের প্রথম দিকে ঋণ করে দালালকে চুক্তি মাফিক টাকা দিই। তারপর সমস্ত প্রক্রিয়া শেষে সে আমাকে এয়ারপোর্ট নিয়ে যায় এবং আমাকে ওমান পাঠিয়ে দেয় কিন্তু সে ওমান যায় না।

ওমান যাওয়ার পর আমাকে রাজমিস্ত্রির কাজ দেওয়া হয়। কিছুদিন সেখানে কাজ করি। তারপর আমার কাজ চলে যায়। দুই মাস আমার এক আত্মীয়ের আশ্রয়ে থাকি এবং দেড় মাস অন্য এক জায়গায় কাজ করি। এরপর আবার কাজ হারাই। অনেক চেষ্টাতেও আরা কাজ পাই না। এক পর্যায়ে নিরুপায় হয়ে দেশে ফিরে আসি। বাংলাদেশে আসার পর এলাকায় সালিশ বসলে দালাল আমার টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেয়। কিন্তু সময় অতিবাহিত হলেও সে টাকা ফেরত দেয় না। এরপর আমি থানায় অভিযোগ করলে সেখানে দালাল লিখিত দিয়ে আসেন যে, আমাকে টাকা ফেরত দিবেন। কিন্তু তা এখনও দেননি তিনি। এ অবস্থায় ঋণের চাপে আমার জীবন-যাপন খুব কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। আমি যে স্বপ্ন নিয়ে বিদেশ গিয়েছিলাম তা সম্পূর্ণ ভঙ্গ হয়ে গেছে। এখন এই টাকা পেলে আমি একটি ছোট দোকান দিয়ে ব্যবসা শুরু করতে পারি। টাকা উদ্ধার করার জন্য আমার এখন কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত, আমি 'অভিবাসীর আদালত'-এর কাছে জানতে চাই?

বিশেষজ্ঞ মতামত:
মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল
আপনার ঘটনাটি শুনলাম। অত্যন্ত দুঃখজনক। প্রতারকরা নানা কৌশলে তাদের প্রতারণার ফাঁদ ছড়িয়ে রেখেছেন। আপনি ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ৩১ ধারায় একটি ফৌজদারী মামলা দায়ের করতে পারেন।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:

'অভিবাসীর আদালত'-এ প্রাপ্ত পরামর্শের ভিত্তিতে অভিযোগকারী রামরু'র সহায়তায় স্থানীয় মেডিয়েশন কমিটির কাছে মধ্যস্থতার জন্য আবেদন করেন। কমিটি দুই পক্ষকে নোটিশ প্রদান করে মধ্যস্থতা আয়োজন করে। পক্ষদ্বয় সম্পর্কে আত্মীয় হওয়ায় নিজেদের মধ্যে মিমাংসা করে নেয়।

৫৬.

'অভিবাসীর আদালত'-এর ২২তম অধিবেশনে পেশকৃত মোঃ আব্দুর রশিদের অভিযোগ:

আমার নাম মোঃ আব্দুর রশিদ। আমি টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতী উপজেলার বাসিন্দা। 'অভিবাসীর আদালত' অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে রামরু-কর্মীদের মাধ্যমে জানতে পারি। তারপর টেলিভিশনে অনুষ্ঠানটি দেখি। এই অনুষ্ঠানটির মাধ্যমে কুচক্রী মহলের ফাঁদে পা দিয়ে নিঃস্ব হওয়া অভিবাসীদের আইনি পরামর্শ দেওয়া হয় এবং অভিবাসন প্রত্যাশীদের বিভিন্নভাবে তথ্য দিয়ে সহায়তা করা হয়ে থাকে। আজ আমার নিজের দূর্ভোগের কথা বলতে এবং আইনগত পরামর্শ জানতে এই অনুষ্ঠানে এসেছি।

এলাকার অনেকের দেখাদেখি আমার মাথায় বিদেশ যাওয়ার চিন্তা আসে। ২০১৫ সালে আমার এক পরিচিত দালাল মাহবুব আলমের সাথে বিদেশ যাওয়ার ব্যাপারে পরামর্শ করি। তিনি আমাকে মালয়েশিয়া পাঠাবেন বলে প্রস্তাব দেন। তিনি আশ্বস্ত করেন যে, সেখানে আমাকে ভাল কাজ দিতে পারবেন। সব মিলিয়ে খরচ হবে ৩,৩০,০০০/- টাকা (৩,৮৮৪/- ইউএস ডলার)। আমি তার প্রস্তাবে রাজী হয়ে একটি চুক্তি করি। এরপর আমি আমার পাঁচটি গরু বিক্রি করে দালালকে ১,০০,০০০/- টাকা (১,১৭৭/- ইউএস ডলার) দিই। কথা হয় ভিসা দিলে বাকী টাকা দিবো। পরবর্তী তিন বছরের মধ্যে সে আমাকে দুইবার ভিসা দেয়। কিন্তু দুইবার'ই তা যাচাই করে ধরে ফেলি আমি। সে আমাকে আর মালয়েশিয়া পাঠাতে পারে না। আমি অবস্থা বুঝে ইউনিয়ন পরিষদে সালিশ ডাকি। সেই সালিশে সিদ্ধান্ত হয় যে এক লক্ষ টাকা দালালের কাছে আছে তা এবং বাকি টাকা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের কাছে থাকবে জামানত হিসাবে। আমি বিদেশ গিয়ে কাজ পেলে দালাল তার কাছ থেকে টাকা নিয়ে নেবে। এই সিদ্ধান্তের পরেও দালাল তার কাছে থাকা এক লক্ষ টাকা চেয়ারম্যানের কাছে জমা দেয় না। এক পর্যায়ে আমি চেয়ারম্যানকে বলি যে, 'আমি আর আর বিদেশ যাবো না। আমি টাকা ফেরত চাই।' চেয়ারম্যান তখন আমার থেকে জমা নেওয়া টাকা আমাকে ফেরত দেয়। চেয়ারম্যানকে দিয়ে দালালকে ফোন করাই; সে ফোন ধরে না। এলাকা ছেড়ে এখন গা ঢাকা দিয়েছে সে।

আমি তিন বছর আগে গরু বিক্রি না করে এখন বিক্রি করলে দ্বিগুণ লাভ পেতাম। এখন আমি বিদেশ না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। দেশেই ছোট-খাট ব্যবসা করতে চাই। আমার টাকাটা দালালের কাছে আটকে আছে। আমার অনেক কষ্টের টাকা। কিভাবে টাকা ফেরত পেতে পারি 'অভিবাসীর আদালত'-এর মাধ্যমে আপনাদের কাছে জানতে চাই?

বিশেষজ্ঞ মতামতঃ

মোঃ হুমায়ুন কবির, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

দালালের সাথে আরেকবার মধ্যস্থতা করে টাকাটি উদ্ধারের চেষ্টা করতে পারেন এবং একটা অঙ্গীকারনামা নিতে পারেন; যেখানে দালালের স্বাক্ষর থাকবে এবং সময় বেঁধে দেওয়া হবে। সেই সময়ের মধ্যে টাকা না পরিশোধ করলে সেই অঙ্গীকারনামা এবং যে জাল ভিসা দেওয়া হয়েছে তা নিয়ে আদালতে আপনি ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ২৮ ধারায় টাকা আদায়ের জন্য একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা দায়ের করতে পারেন।

ড. নুরুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ পরিচালক, বিএমইটি

যেহেতু আপনাকে দুইবার জাল ভিসা দেওয়া হয়েছে আপনি বিএমইটি অথবা ডেমো অফিসে অভিযোগ করতে পারেন। জাল ভিসার মধ্যে যদি এজেন্সির নাম উল্লেখ থাকে, তাহলে সেই এজেন্সিকে ধরা যাবে। যদি এজেন্সির নাম নাও থাকে সে ক্ষেত্রে আপনি আদালতে মামলার মাধ্যমে সুরাহা পেতে পারেন।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থাঃ

'অভিবাসীর আদালত'-এ প্রাপ্ত পরামর্শের ভিত্তিতে অভিযোগকারী রামরু'র সহায়তায় স্থানীয় মেডিয়েশন কমিটির কাছে মধ্যস্থতার জন্য আবেদন করেন। কমিটি দুই পক্ষকে নোটিশ প্রদান করে মধ্যস্থতা আয়োজন করে। পক্ষদ্বয় সম্পর্কে আত্মীয় হওয়ায় নিজেদের মধ্যে ১৭,০০০/- টাকায় (২০০/- ইউএস ডলার) মিমাংসা করে নেয়।

৫৭.

'অভিবাসীর আদালত'-এর ২৩তম অধিবেশনে পেশকৃত রতন মিয়ার অভিযোগঃ

আমি রতন মিয়া; টাঙ্গাইলের নাগরপুরের বাসিন্দা। টিভিতে নিয়মিত 'অভিবাসীর আদালত' দেখি। অনুষ্ঠানটিতে বিশেষজ্ঞরা অভিবাসীদের সাথে ঘটে যাওয়া নানা প্রতারণার প্রতিকার নিয়ে আলোচনা করে এবং তাদের ন্যায়বিচার পেতে সাহায্য করে দেখে খুব ভাল লাগে। অসহায় অভিবাসী কর্মীদের কষ্টের কথা বলা লোক তো সমাজে বেশি নেই। আমি ভাবলাম 'অভিবাসীরা আদালত'-এ গিয়ে আমার সমস্যার কথা খুলে বললে সমাধান পেতে পারি। তাই আমিও ন্যায়বিচার পেতে এবং নিজের অভিজ্ঞতার কথা শোনাতে আজ এখানে এসেছি।

আমি একজন রংমিস্ত্রি। আমার পরিবারে মোট সদস্য সাতজন। শহরে একা থাকি। আমার পরিবার থাকে গ্রামে। সহায়-সম্বল বলতে ভিটা-বাড়ি আর বাপ-দাদার রেখে যাওয়া সামান্য কিছু জমি। পরিবারের মুখে ভাত তুলে দেওয়ার জন্য প্রতিদিন আমাকে অনেক কষ্ট করতে হয়। কিন্তু এইভাবে আর কতদিন চলবে? চিন্তা করলাম কিছু একটা করতে হবে, যাতে আমার পরিবারে সচ্ছলতা আসে। ভাগ্যের চাকা ঘোরাতে ঠিক করলাম বিদেশ যাবো। শুনেছি লোকজন বিদেশে গেলে আমার দূর-সম্পর্কের এক আত্মীয় সাহায্য করেন। ওনার সাথে দেখা করে আমার ইচ্ছে ও প্রয়োজনের কথা খুলে বললাম। প্রথমে তিনি আমার কথা শুনে খুব একটা আগ্রহ দেখাননি। ভেবেছিলেন, বিদেশে যাওয়ার মতো এতো টাকা আমি দিতে পারব না। কিন্তু আমি নাছোড়বান্দা। তাকে বারবার একটা ভালো ভিসার ব্যবস্থা করে দেওয়ার কথা জানাতে থাকি।

একদিন তিনি আমাকে ফোন করে বলেন, একটা চাকরি আছে মালয়েশিয়ায়। দৈনিক ৮/১০ ঘণ্টা ডিউটি। মাসিক ৪৫,০০০/- টাকা (৫৩২/- ইউএস ডলার) বেতন। খুব ভাল কোম্পানি। খরচের কথা জিজ্ঞেস করলে বলে, ৩,৫০,০০০/- টাকার (৪,১৩৬/- ইউএস ডলার) মতো লাগবে। যেহেতু বিদেশ যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েই রেখেছিলাম, সেহেতু ওনার কথা শুনে খুব বেশি না ভেবেই রাজী হয়ে যাই এবং কাজ ফেলে বাড়ি চলে আসি। আমার আত্মীয়-স্বজনদের দ্বারস্থ হয়ে এক মাসের মধ্যে টাকার ব্যবস্থা করে ফেলি। ২০১৮ সালে দালাল বাবুল আলি-কে তার দাবি মতো টাকা দিই। এক সপ্তাহের মধ্যে যাওয়ার কথা থাকলেও মেডিকেল চেকআপ, ফিঙ্গারপ্রিন্ট, রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদি সমাপ্ত হওয়ার পর প্রায় এক মাস পরে আমার যাওয়ার তারিখ পড়ে। অবশেষে আমি মালয়েশিয়া গিয়ে পৌঁছাই।

মাসিক ৪৫,০০০/- হাজার টাকা (৫৩২/- ইউএস ডলার) বেতন দেওয়ার কথা থাকলেও, গিয়ে দেখি ২৫ দিন কাজ করিয়ে মাত্র ১৬,০০০/- টাকা (১৮৯/- ইউএস ডলার) দিচ্ছে। বিষয়টি দালালকে জানালে সে বলে, 'দু'এক মাসের মধ্যেই বেতন বেড়ে যাবে, চিন্তার কিছু নেই'। দালালের কথামতো কম বেতনেই কাজ করে যেতে থাকি। দুই মাস পর আমাকে মেডিকেল চেকআপের জন্য ডাকা হয় এবং চেকআপের পর আনফিট দেখানো হয়। আমার তো আকাশ থেকে পড়ার দশা। দেশ থেকে আসার আগে যে মেডিকেল চেকআপ করানো হয়েছিল, তাতে সবকিছুই ঠিক ছিল। এই সল্প সময়ের মধ্যে আনফিট হলাম কী করে! আমি আরেকবার মেডিকেল চেকআপ করানোর জন্য অনুরোধ জানালেও আমার কথায় কর্ণপাত না করেই জোরপূর্বক আমাকে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

বাপ-দাদার জমি বিক্রি করে বিদেশ গেলাম কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হলো না। চেয়েছিলাম পরিবারের সচ্ছলতা ফিরিয়ে আনব কিন্তু হলো পুরো উল্টো। সচ্ছলতা আনতে গিয়ে আমি আরও ধার-দেনার মধ্যে পড়ে গেলাম। যে টাকা ঋণ নিয়ে বিদেশে পাড়ি দিয়েছিলাম তা শোধ করা তো দূরের কথা, পাওনাদারের ভয়ে এখন আমাকে পালিয়ে বেড়াতে হয়। এদিকে পুরো পরিবারের দায়িত্ব আমার ওপর। আমার সন্তানদের ভবিষ্যৎ এখন অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে আছে। দেশে আসার পর অনেক চেষ্টায় দালালের সাথে যোগাযোগ করেছিলাম। দালাল টাকা দিতে চাইলেও প্রায় এক বছর হয়ে গেল, আমি টাকা ফেরত পাইনি। দেশে করা মেডিকেল চেকআপে আনফিট ধরা পড়লে তখনই বিদেশ যাওয়ার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতাম। অথচ এখন এত টাকার ঋণ আমার মাথার ওপর। আইনি প্রতিকার না পেলে আমার বিষ খাওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। আমার জন্য কী প্রতিকার রয়েছে, বলতে পারেন?

বিশেষজ্ঞ মতামত:

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

আপনার ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক। কোন অভিবাসী কর্মী চাকুরিরত অবস্থায় অসুস্থ হয়ে পড়লে ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ড-এর সহযোগিতা পাওয়ার সুযোগ থাকে। কিন্তু কেউ যদি আনফিট হয়েই দেশত্যাগ করেন, সেক্ষেত্রে সেই সুযোগটা থাকে না। রতন মিয়া এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সির বিরুদ্ধে বিএমইটি-তে একটি অভিযোগ দাখিল করতে পারেন। এক্ষেত্রে আপনি রামরুর সহায়তা গ্রহণ করতে পারেন।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:
'অভিবাসীর আদালত'-এ প্রাপ্ত পরামর্শের ভিত্তিতে অভিযোগকারী রামরু'র লিগ্যাল সাপোর্ট সেল-এর সহায়তায় বিএমইটি-তে একটি অভিযোগ দাখিল করে। এখন পর্যন্ত অভিযোগটি অনিষ্পন্ন অবস্থায় আছে।

৫৮.
'অভিবাসীর আদালত'-এর ২৫তম অধিবেশনে পেশকৃত আফাজ উদ্দিনের অভিযোগ:

আমার নাম আফাজ উদ্দিন; ঠিকানা- ভাবলা, এলেঙ্গা, কালিহাতী, টাঙ্গাইল। আমি একদিন টিভি দেখছিলাম। চ্যানেল পরিবর্তন করতেই দেখতে পাই, একজন অভিবাসী তার দুঃখের কথা বলছে। এইটা দেখে আমি মনোযোগ দিয়ে অনুষ্ঠানটি দেখতে লাগলাম। সবাই অভিবাসন নিয়ে নানা রকমের সমস্যার কথা বলছিলেন এবং বিশেষজ্ঞরা সঠিক সমস্যা সমাধানের উপায় বলে দিচ্ছিলেন। এই দেখে আমার নিজের দূর্ভোগের কথা মনে পড়ে গেল। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, এই অনুষ্ঠানে আসার। দেরি না করে সাথে-সাথে অনুষ্ঠানের নাম এবং এখানে আসার উপায় জেনে নিলাম। আজ আপনাদের সামনে এসেছি, নিচের অভিবাসনের সমস্যার কথা জানাতে এবং সমস্যার উপায় জানতে।

আমি মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। ছোটবেলা থেকে জানতাম, বিদেশ গেলে নাকি অনেক টাকা আয় করা যায়। অল্প সময় কাজ করলে বেশি টাকা উপার্জন করা যায়। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম বিদেশ যাবো। আমাদের এলাকার এক দালালের নাম সাফী মিয়া। সে একদিন আমাকে বলল, 'শুনলাম, তুমি নাকি বিদেশ যাবে। আমি তোমাকে ওমান পাঠাতে পারি। ২,৫০,০০০/- টাকা (২,৯৪৮/- ইউএস ডলার) লাগবে। এখন ১,১০,০০০/- টাকা (১,২৯৭/- ইউএস ডলার) দিতে হবে। অবশিষ্ট টাকা ফ্লাইটের আগে পরিশোধ করতে হবে'। আমি জানতে চাই, কী কাজ করতে হবে, আর বেতন কত পড়বে। তখন দালাল বলে, 'কনস্ট্রাকশনের কাজ। মেশিন অপারেটর হিসেবে কাজ করতে হবে। প্রতিদিন আট থেকে দশ ঘন্টা কাজ করতে হবে। দুই বছরের চুক্তি এবং বেতন পাবে ৫০,০০০/- টাকা (৫৯০/- ইউএস ডলার)। সব শুনে, বাড়ির সবার সাথে পরামর্শ করে রাজী হই।

আমি ২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে দালাল সাফী-কে ১,১০,০০০/- টাকা দিই। টাকা দেওয়ার পর সে আমাকে একটা ভিসার ফটোকপি দেয়, আর আমাকে বলে, 'তুমি ওখানে গিয়ে যে কাজ করবে তার প্রশিক্ষণ নিতে হবে। নাহলে ওখানে গিয়ে তুমি কাজ করতে পারবে না'। আমি রাজি হয়ে যাই এবং টিটিসিতে গিয়ে প্রশিক্ষণ নিই। প্রশিক্ষণ শেষে আমাকে সার্টিফিকেট দেয়। তারপর দালালের সাথে দেখা করে বলি, 'কবে পাঠাবেন?' আমাকে বলে আজ পাঠাবো, কাল পাঠাবো। কিন্তু কাল আর শেষ হয় না। এভাবে দীর্ঘ আট মাস হয়ে যায়। ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দালালের সাথে দেখা করতে যাই। দালালের বাড়িতে গিয়ে দেখি সে বাড়িতে নেই। খবর নিয়ে জানতে পারি সে পালিয়েছে। মোবাইল ফোনও বন্ধ করে রেখেছে।

আমি অনেক কষ্ট করে ধার-দেনা করে টাকা জোগাড় করেছিলাম। কোনোভাবে দালালের সাথে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। তার বাড়ি গিয়ে খবর জানতে চাইলে বলে, কোথায় আছে জানি না। গ্রামের লোকজন নিয়ে সালিশ ডাকলেও ওরা আসে না। এদিকে আমি যাদের কাছ থেকে টাকা ধার করেছিলাম তারা আমার বাড়িতে আসতে শুরু করেছে টাকা নেওয়ার জন্য। আমি এখন টাকা কোথায় পাবো। এই অবস্থায় আমার করণীয় কী, আপনাদের কাছে জানতে চাই?

বিশেষজ্ঞ মতামতঃ

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

আমি আফাজ উদ্দিনের জন্য যে সমাধানের কথা বলব, সেটি হচ্ছে ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ৩১ ধারায় একটি ফৌজদারী মামলা দায়ের করা। আপনি একই আইনের অধীন টাকা আদায়ের জন্য দেওয়ানী মোকদ্দমাও দায়ের করতে পারেন। যেহেতু অভিযুক্ত পলাতক, সেহেতু কেইস করা ছাড়া উপায় নেই।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থাঃ

'অভিবাসীর আদালত'-এ প্রাপ্ত পরামর্শের ভিত্তিতে অভিযোগকারী রামরু'র সহায়তায় স্থানীয় মেডিয়েশন কমিটির কাছে মধ্যস্থতার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তি পরিবারসহ পলাতক থাকায় মধ্যস্থতার উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব হয় না।

৫৯.

'অভিবাসীর আদালত'-এর ২৭তম অধিবেশনে পেশকৃত আব্দুল ওহাব সিদ্দিকীর অভিযোগঃ

আমি আব্দুল ওহাব সিদ্দিকী। আমি ঠিকানা টাঙ্গাইলের বাসাইলের বাসিন্দা। আমার এক প্রতিবেশী আমাকে বলল, 'আমাদের টাংগাইল জেলায় রামরু নামে একটা প্রতিষ্ঠান অভিবাসীদের নিয়ে কাজ করে। তারা অভিবাসীদের যেকোনো ধরণের সমস্যা সমাধান করে দেয় এবং আইনি প্রতিকার পাইয়ে দেয়। তুমি তোমার ছেলের ব্যাপারে কথা বলে দেখতে পারো'। আমি রামরুর কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করি। তারা আমাকে 'অভিবাসীরা আদালত'-এ নিয়ে আসে। আজ আমি এখানে এসেছি নিজের ছেলের অভিবাসনের গল্প শোনাতে।

২০১৪ সালে আমি আমার ছেলে শিহাব সিদ্দিকীকে বিদেশ পাঠানোর ব্যাপারে প্রথম ভাবি। আমার আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। আমার পরিবারে একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলাম আমি। আমার পক্ষে এতো বড় পরিবার চালানো অনেক কষ্টকর ছিল। ঠিকমতো ছেলে-মেয়েদের লেখা-পড়ার খরচ দিতে পারছিলাম না। তাই ভাবলাম, যদি আমার ছেলেকে বিদেশ পাঠাই তাহলে পরিবারের সবাই ভালো থাকতে পারবে। আমি তেমন কোনো তথ্য জানতাম না বিদেশ যাওয়ার ব্যাপারে। তাই দালাল আজাহারের কাছে যাই এইটা জানতে যে, সে কিভাবে লোক পাঠায়। দালাল আমাকে বলে, সে কাতারে লোক পাঠায়। আর ওখানে অনেক টাকা উপার্জন করা যায়। তার কাছে কাতারের কনস্ট্রাকশন কাজের একটা ভিসা আছে। আমি বললাম, 'বেতন কত পাওয়া যাবে?' দালাল বলল, 'থাকা-খাওয়াসহ ২৫,০০০/- টাকার (২৯৫/- ইউএস ডলার) মতো'। আমি জানতে চাইলাম, 'খরচ কত পড়বে?' সে বলল, ৩,৪০,০০০/- টাকা (৪,০১৫/- ইউএস ডলার) দিলে আমি পাঠাতে পারব'। সব দিক ভেবে আমি রাজী হয়ে যাই।

টাকা জোগাড় করা এতো সহজ ছিল না। গরু বিক্রি করে, জমি বিক্রি করে, কিছু টাকা ধার করে টাকা জোগাড় করি। দালালের হাতে টাকা দিলে সে কাগজপত্র তৈরি করে। ২০১৫ সালে সে আমার ছেলেকে কাতার পাঠিয়ে দেয়। ওখানে গিয়ে ছেলে আমাকে ফোন করে বলে যে, সে কাজ পেয়েছে, কিন্তু কষ্ট অনেক, বেতন কম। যাওয়ার পর ১১ মাস আমাদের সাথে যোগাযোগ ছিল। ছেলে প্রায় প্রতিদিনই কথা বলতো। বেতন কম পাওয়ার জন্য দেশে টাকা পাঠাতে পারতো না। হঠাৎ করে আমার ছেলের সাথে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। প্রথমে ভেবেছি

হয়তো কাজের চাপ, বেশি সময় পাচ্ছে না, মনে হয় ফোনে টাকা নেই এজন্য কল দিতে পারছে না। যখন এক সপ্তাহ হয়ে গেল, তখন আমার ভয়টা বেড়ে গেল। আমি ফোন করলে নম্বার বন্ধ দেখায়। দালালের সাথে যোগাযোগ করলে সে আমাকে বলে, 'আমি জানি না তোমার ছেলের খবর'। ওখানকার অন্য কারো নম্বার নেই যে যোগাযোগ করব। আজ দুই বছর হয়ে গেছে, আমার ছেলের কোনো খবর নেই। কোথায় আছে, কিভাবে আছে জানি না। আমার ছেলের সন্ধান পাওয়ার উপায় কী, 'অভিবাসীর আদালত'-এর কাছে জানতে চাই?

বিশেষজ্ঞ মতামত:

মোহাম্মদ সেলিম রেজা, মহাপরিচালক, জনশক্তি-কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)

আমি ওনার তথ্য নিয়ে আমাদের ডাটাবেজে দেখলাম, আপনার ছেলে ২০১৫ সালে কাতার গেছেন, সেই তথ্য আমাদের ডাটাবেজে আছে। এখন ওখানে আমাদের যে দূতাবাস আছে, সেখানে আমি লিখব। দূতাবাসের মাধ্যমে আপনার ছেলের খোঁজ পাওয়া যাবে আশা করি, শুধু পাসপোর্টের ফটোকপিটা আমাদের দিলেই হবে।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:

'অভিবাসীর আদালত'-এ প্রাপ্ত পরামর্শের ভিত্তিতে অভিযোগকারী রামরু'র লিগ্যাল সাপোর্ট সেল-এর সহায়তায় বিএমইটি-তে একটি অভিযোগ দাখিল করেন। বিএমইটি'র নোটিশের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সি অভিযোগকারীর ছেলেকে দেশে ফেরত এনে দেয়।

৬০.

'অভিবাসীর আদালত'-এর ২৭তম অধিবেশনে পেশকৃত মোহাম্মদ নাইমুদ্দিনের অভিযোগ:

আমি মোহাম্মদ নাইমুদ্দিন। আমার বাড়ি টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতী উপজেলার কালোহা গ্রামে। টেলিভিশনের একটি জনপ্রিয় অনুষ্ঠান 'অভিবাসীর আদালত'। যেখানে বিশেষজ্ঞরা এবং আইনজীবীরা অভিবাসীদের ন্যায়বিচার পাওয়াতে সাহায্য করে। আমার নিজের পরিবারে এমন একটি দূর্ভোগের গল্প আছে। তাই আমিও ন্যায়বিচার পেতে আর নিজের ছেলের অভিবাসনের গল্পের কথা শোনাতে আজকের এই 'অভিবাসীর আদালত'-এ এসেছি।

আমার আর্থিক অবস্থা খুব ভাল ছিল না। ছেলেকে ভালভাবে পড়াশুনা করাতে পারছিলাম না। আমি জানতাম সৌদি আরবে গেলে ভাগ্য বদলে যায়। ওখানে একবার গেলে লম্বা সময় থাকতে পারে এবং অনেক টাকা উপার্জন করা যায়। এই কথা ভেবে আমার ছেলেকে সৌদি আরব পাঠানোর চিন্তা মাথায় আসে। আমার ইচ্ছার কথা কারো কাছে শুনে দালাল মোহাম্মদ মোখলেস আমার বাড়িতে আসে। সে আমাকে বলে, মসজিদ ক্লিনারের একটা কাজ আছে। মাসিক বেতন ২০,০০০/- টাকা (২৩৬/- ইউএস ডলার)। দুই বছর পর কোম্পানি আপ-ডাউন খরচ দেবে ছুটিতে আসার জন্য। সব মিলিয়ে খরচ পড়বে ৬,৩০,০০০/- টাকা (৭,৪৩১/- ইউএস ডলার)। সব শুনে আমি রাজী হই। এরপর জমানো টাকার সাথে ঋণ করে দালালকে টাকা দিই এবং একটা চুক্তি পত্র করি। আমি ওই সময় অসুস্থ ছিলাম বিধায় ভালোভাবে খোঁজ নিতে পারিনি চুক্তিপত্রে কী লেখা আছে। আমাদের চুক্তিপত্র দেখায় না, শুধু পাসপোর্ট দেখায়। ২০১৬ সালে দালাল আমার ছেলেকে সৌদি আরব পাঠিয়ে দেয়।

সৌদি আরব যাওয়ার পর চুক্তি অনুযায়ী কাজ দেয় না। সাপ্লাই কোম্পানিতে কাজ দেয়, আমার ছেলে ঐ কাজ জানতো না বলে তার কাজ করতে অনেক কষ্ট হয়। ঠিকমতো কাজ করতে না পারলে অনেক মারধোর করে। কিন্তু নিয়মিত কোনো বেতন দেয় না, খাবার খরচও দেয় না। নিজের খাবার খরচ জোগাতে লুকিয়ে বাইরে কাজ করতে হয় তাকে, না পেলে না খেয়ে থাকতে হয়। ওর অনেক কষ্ট হচ্ছে ওই দেশে থাকতে। আজ দুই বছর যাবত ওই দেশে আছে। নিজে না খেতে পারলে কিভাবে দেশে টাকা পাঠাবে।

এদিকে আমাদের অবস্থা আরো খারাপ হয়ে গেছে। গৃহীত ঋণ পরিশোধ করতে না পারায় মহাজনরা বাড়িতে এসে চাপ সৃষ্টি করছেন। টাকা কোথা থেকে দেবো বুঝতে পারছি না। আমার কোনো জমি-জমাও নেই যে বিক্রি করে টাকা শোধ করব। যা ছিল সব বিক্রি করে ছেলেকে পাঠাইছি। দালালের সাথে যোগাযোগ করে সমস্যার কথা জানালে দালাল বলে, 'আমার কাজ আমি করছি ওই দেশে কি হচ্ছে তা আমি জানি না'। ইদানীং আর দালাল ফোনও ধরেন না। যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছে। আমার করণীয় কী, আপনাদের কাছে জানতে চাই?

বিশেষজ্ঞ মতামত:

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

আমি মোহাম্মদ নাইমুদ্দীনকে বলব, আপনার ছেলের সাথে যেটা হয়েছে তা ক্লিয়ার একটা প্রতারণা। অর্থাৎ যে কাজটা দেওয়ার কথা সেই কাজটা না দিয়ে আশ্বাস দিয়েছে, যেটা মিথ্যা আশ্বাস। এখানে ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ৩১ ধারা মোতাবেক একটা ফৌজদারী মামলা করা যায়। এই আইনের ২৬ ধারায় খুব চমৎকার ভাবে উল্লেখ করা আছে যে, বিদেশ যাবার পূর্বে অভিবাসন প্রক্রিয়া, সেই দেশের কর্ম পরিবেশ, সেই দেশের আইনানুগ অধিকারসমূহ জেনে তারপর বিদেশ যান। তাই সচেতনতাটা খুব বেশি প্রয়োজন।

মোহাম্মদ সেলিম রেজা, মহাপরিচালক, জনশক্তি-কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)

আসলে দালালের মাধ্যমে যে যাওয়াটা, সেটা আমরা সম্পূর্ণভাবে ডিসকারেজ করি এবং আমরা বিভিন্ন সময় রেডিও, টেলিভিশন ও প্রত্রিকার মাধ্যমে বলি, দালালের মাধ্যমে এভাবে না যাওয়ার জন্য। এই যে মানুষ বিদেশে যেতে চায়, এখানে সিদ্ধান্ত নেওয়াটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। আর সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় সব ইনফরমেশন জানাটা কিন্তু দরকার। এই যে আমাদের সাথে রামরু কাজ করেছে এবং আরো যে এনজিওরা কাজ করছে, তাদের মাধম্যেও কিন্তু ইনফরমেশনটা নিতে পারেন। সেজন্য আমারা যেটা বলি যে, সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে, সেইসব ইনফরমেশনগুলো জেনে-বুঝে তারপর সিদ্ধান্ত নিন।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:

'অভিবাসীর আদালত'-এ প্রাপ্ত পরামর্শের ভিত্তিতে রামরু'র সহায়তায় অভিযোগকারী বিএমইটি-তে একটি অভিযোগ দাখিল করেন। বিএমইটি আয়োজিত সালিশে তৃতীয় শুনানী শেষে ৭০,০০০/- টাকায় (৮২১/- ইউএস ডলার) মিমাংসা হয়।

৬১.

‘অভিবাসীর আদালত’-এর ২৭তম অধিবেশনে পেশকৃত লাভলী বেগমের অভিযোগঃ

আমি লাভলী বেগম; ঠিকানা টাঙ্গাইল জেলার শাহরাইল থানার বালিআটা গ্রামে। আমার ছেলে একদিন আমাকে বলে, “মা, টিভিতে ‘অভিবাসীর আদালত’ নামে একটি অনুষ্ঠান হয়। ওই অনুষ্ঠানে যারা বিদেশে থাকে তাদের সমস্যা সমাধানের উপায় বিশেষজ্ঞরা বলে দেয়। আমরা তো অনেক কষ্টে আছি, আমাদের কথা তুলে ধরলেও তারা সমাধানের উপায় বলে দেবে।’ ছেলের কথামতো আমিও তাই নিজের স্বামীর অভিবাসনের কথা তুলে ধরতে আজকের এই ‘অভিবাসীর আদালত’-এ এসেছি।

স্বামী-সংসার নিয়ে সুখ-দুঃখে কেটে যাচ্ছিল দিন। হঠাৎ একদিন আমার স্বামী বলল, ‘আমি সৌদি আরব যাবো। ওখানে গেলে অনেক টাকা উপার্জন করতে পারবো। আমার ছেলে-মেয়ে ভালো খেতে পারবে, ভালো পড়তে পারবে। ওদের ভালো পড়াশোনা করাতে পারবো। একটা ভবিষ্যৎ হবে ওদের। আমার দালাল জুয়েলের সাথে কথা হয়েছে। ক্লিনারের কাজ দেবে, বেতনও ভালো। খরচ হবে ৬,৫০,০০০/- টাকা (৭,৬৬৫/- ইউএস ডলার)।’ স্বামীর কথা শুনে মনে হয়, সে সঠিক সিদ্ধান্তই নিচ্ছে। এরপর আমার স্বামী জমি বিক্রি করে, ধার-দেনা করে টাকা জোগাড় করে দালালকে দেয়। দালাল প্রয়োজনীয় সব কাজ শেষ করে আমার স্বামীকে সৌদি আরব পাঠিয়ে দেয়।

ওখানে গিয়ে সে দালালের কথার সাথে কোনো মিল খুঁজে পায় না। ক্লিনারের কাজ না দিয়ে কনস্ট্রাকশনের কাজ দেয়। বেতন নিয়মিত দেয় না। আমার স্বামী অনেক কষ্টে দিনযাপন করতে থাকে। আবার সবসময় কাজও থাকে না। আজ ১৭ মাস হয়ে গেছে আমার স্বামী এক টাকাও দেশে পাঠাতে পারে না। ঠিকমতো যোগাযোগ করতে পারে না। যোগাযোগ করতে বাঁধা দেয়। যখন কোনো সুযোগ পায় অন্যের ফোন থেকে কল করে এবং নিজের দুঃখের কথা বলে। গত ছয় মাস হয়ে গেছে আমার স্বামী বেতন পায়নি। এমতাবস্থায় তিনি অনাহারে-অর্ধাহারে দিনাতিপাত করছেন।

দেশে টাকা না পাঠাতে পারায় আমরাও খুব কষ্টে জীবন-যাপন করছি। আমার বাচ্চাদের না খেয়ে থাকতেও হচ্ছে। খরচ দিতে না পারায় পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম। আমি দালালের সাথে যোগাযোগ করি। বলি, ওনাকে ওখানে ঠিকমতো বেতনসহ কাজ দেন, নাহলে দেশের মানুষ দেশে ফেরত আনেন। দালাল বলে কাজ দেবো, একসাথে বেতন দিয়ে দেবো, কিন্তু দেয় না। এদিকে মহাজনরা বাইরে এসে চাপ দিচ্ছে তাদের টাকার জন্য। কি যে করব এখন আমি বুঝতে পারছি না।

বিশেষজ্ঞ মতামতঃ

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

আইনি পরামর্শ হিসেবে কিছু বলার আগে আমি বলব, এখানে দালালরা হলো রঙ্গিন স্বপ্নের ফেরিওয়ালা। আর যারা আমরা এই রঙ্গিন স্বপ্ন কিনতে চাই, তাদের কিন্তু একটু সর্তক হওয়া উচিত। সব থেকে বড় কথা হলো, বৈদেশিক কর্মসংস্থানের যে চুক্তিটা যে আছে, সেটার ভিতরে কী লেখা আছে- তা দেখভাল করেই বিদেশে যাওয়া উচিত। আর একটা জিনিস আমাদের ভিক্টিমদের বেলায় আমরা লক্ষ্য করি, ওনাদের যে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস,

এগুলোর একটা করে কপি ওনারা রেখে যান না। আমি আপনাদের কাছে রিকুয়েস্ট করছি, আপনারা যখন যাবেন এগুলোর অর্থাৎ প্রত্যেকটা ডকুমেন্টের একটা করে কপি আপনাদের আত্মীয়-স্বজনদের কাছে রেখে যাবেন। এখন লাভলী বেগমের হাজবেন্ড-এর বেলায় যে ঘটনাটা ঘটেছে, ওনাকে আমি সাজেস্ট করব, দালাল যেহেতু পাশের গ্রামের লোক, সেহেতু উনি একটা কাজ করতে পারেন, মধ্যস্থতার মাধ্যমে সমাধান করতে। এতেও সমাধান না হলে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের **৩১** ধারার বিধান মতে একটি মামলা দায়ের করতে পারেন। এছাড়াও ক্ষতিপূরণ আদায় করতে বিএমইটিতে আবেদন করা যায়।

মোহাম্মদ সেলিম রেজা, মহাপরিচালক, জনশক্তি-কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)

ফ্রি ভিসা বলতে আসলে কিন্তু কোনো ভিসা নাই। এটা আমাদের বাংলাদেশীদের বানানো। এটা কিন্তু বহুবার আমরা পত্রিকাতে দিয়েছি, বিজ্ঞপ্তিতে দিয়েছি। এভাবে ফ্রি ভিসাতে আপনারা যাবেন না। ফ্রি ভিসা বলতে কিছু নেই। তার কারণ মিডল ইস্টে যেতে হলে কোনো না কোন ব্যক্তি বা মালিকের আন্ডারে যেতে হবে। ফ্রি ভিসা বলে ওরা যেটা বুঝাতে চায় সেটা হলো একজন মালিকের আন্ডারে যাওয়া, সেই মালিক তাকে আকামা লাগিয়ে তাকে বাহিরে কাজ করার অনুমতি দেয়। বাহিরের দেশে গিয়ে এভাবে কাজ করতে গিয়ে পুলিশের কাছে ধরা পড়লে পুলিশ তাকে যেকোনো সময় দেশে পাঠিয়ে দিতে পারে বা জেলে নিতে পারে। আর ফ্রি ভিসায় বোঝানো হয় মালিকের আওতায় কাজ না করে বাইরে কাজ করলে বেশি টাকা পাওয়া যাবে, যেটা সম্পূর্নরুপে মিথ্যা এবং প্রতারণামূলক।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:

'অভিবাসীর আদালত'-এর সংশ্লিষ্ট পর্ব প্রচারের পর স্থানীয় দালাল বিষয়টি জানতে পারে। পরে সে রিক্রুটিং এজেন্সির সাথে যোগাযোগ করে লাভলী বেগমের স্বামী জুয়েল রানা-কে চুক্তি অনুযায়ী কাজ ও বেতন দিয়ে উভয় পক্ষ মিলে মিমাংসা করে।

৬২.

'অভিবাসীর আদালত'-এর ২৮তম অধিবেশনে পেশকৃত মোঃ হাফিজ উদ্দিনের অভিযোগ:

আমি মোঃ হাফিজ উদ্দিন। আমি টাঙ্গাইল জেলার গালা থানার কান্দিলা গ্রামের বাসিন্দা। 'অভিবাসীর আদালত' একটি মানবকল্যাণমূলক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে অভিবাসীরা তাদের দুঃখ-কষ্ট, সংকট ও প্রতারণার কথা তুলে ধরেন এবং বিশেষজ্ঞরা আইনগত সমাধানের কথা বলে দেন। তাই আমি 'অভিবাসীর আদালত'-এ এসেছি নিজের সংকটের গল্প শোনাতে।

একদিন সকালে কাজে যাচ্ছিলাম, এমন সময় এলাকার দালাল রুবেলের সাথে দেখা হয় আমার। সে আমাকে বলল, 'তোমার দিন-কাল কেমন যাচ্ছে?' আমি বললাম, 'ভালো'। দালাল আমাকে বলল, 'দেশে কাজ করে আর কত টাকা পাও, সিঙ্গাপুর যেতে পারলে ৬০,০০০/- টাকা (৭০৭/- ইউএস ডলার) বেতন পেতে। আমি বললাম, 'কিভাবে যাবো?' তখন সে বলল, 'আমার কাছে সিঙ্গাপুরের একটা ভিসা আছে। একটি কোম্পানিতে লেবার হিসেবে কাজ করতে হবে। আট ঘন্টা কাজ করতে হবে প্রতিদিন। এক বছরের চুক্তি। পরবর্তীতে মেয়াদ বাড়তে পারে। খরচ হবে ৫,০০,০০০/- টাকা (৫,৮৯৭/- ইউএস ডলার)'। চিন্তা করে কিছুদিন কেটে যায়।

সব ভেবে আমি দালালকে ডেকে যাওয়ার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিই। চেষ্টা-তদবীর করে টাকা জোগাড় করে দালাল রুবেলের হাতে তুলে দিই। সে আমাকে সিঙ্গাপুরের জন্য স্কিল ট্রেনিং করায়। এরপর সব প্রক্রিয়া শেষে ২০১৭ সালে আমাকে সিঙ্গাপুর পাঠিয়ে দেয়।

সিঙ্গাপুর যাওয়ার পর চুক্তি অনুযায়ী কাজ পাই না। কোম্পানিতে লেবারের কাজ না দিয়ে সাপ্লাই কোম্পানিতে কাজ দেয়। বেতনও কম, আবার কোনো কোনো সময় ঠিকমতো বেতন দেয় না। নিজের খাবার খরচই ঠিকমতো জোগাড় করতে পারতাম না, বাড়ি টাকা পাঠানো তো দূরের কথা। এভাবে পাঁচ মাস খেয়ে না খেয়ে অতিবাহিত করার পর কোম্পানি থেকে আর কাজ দেয় না। আমি একমাস ঘরে বসেছিলাম। বেতন না পেয়ে না খেয়ে দিন অতিবাহিত হতো। এক মাস পর আমাকে কোম্পানি থেকে বলল, 'তুমি কাজ পারো না। দেশে চলে যাও'। এভাবে মিথ্যা অভিযোগে দেশে পাঠিয়ে দেয়। দেশে আসতে গেলে তো টাকা লাগবে, আমার কাছে টিকিটের টাকা ছিল না। আমি বাধ্য হয়ে বাড়ি থেকে টিকেটের টাকা নিয়ে দেশে চলে আসি।

দেশে আসার পর দালালের সাথে যোগাযোগ করি। সে আমাকে বলে, টাকা ফেরত দেবে। কয়েক দিন পর আবার যোগাযোগ করলে, সে আমাকে এড়িয়ে চলে। ফোন বন্ধ করে রাখে। তার সাথে কোনো ভাবে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। আমি টাকা দেওয়ার সময় কিছু সাক্ষী রাখছিলাম। তাদের নিয়ে গ্রাম্য সালিশে বসি। কিন্তু দালাল আসে না। বরং বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। এ অবস্থায় আমার কী করণীয় তা জানতে চাই?

বিশেষজ্ঞ মতামত:

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

আমি আপনাকে অনুরোধ করব, যেহেতু আপনার বিএমইটি'র স্মার্টকার্ড আছে, রিক্রুটিং এজেন্সির নাম আছে, আপনি যতদ্রুত সম্ভব বিএমইটিতে অভিযোগ করুন। সেখানে না হলে ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের বিধান অনুসারে আপনি দেওয়ানী মোকদ্দমা দায়ের করতে পারেন। আর যে দালাল আপনাকে প্রতারিত করল, তার বিরুদ্ধেও ৩১ ধারায় মামলা দায়ের করতে পারেন।

ড. নুরুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ পরিচালক, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)

আপনারা সিঙ্গাপুরের বিষয়টা তো জানেনই যে, কয়েকটা ট্রেনিং সেন্টার আছে, যেটা কয়েকটা রিক্রুটিং এজেন্সির সাথে ঐদেশের রিক্রুটিং এজেন্সির জয়েন্ট ভেঞ্চারে করা। ওটাকে ওটিসি বলে অর্থাৎ ওভারসিস ট্রেনিং সেন্টার এবং ওটার মাধ্যমে লোক পাঠানো হয়। এখানে আপনি অভিবাসন ব্যয়ও অনেক দিয়েছেন। এখন যেহেতু প্রতারণার ঘটনাটা হয়েই গেছে, দালালের নামে কেইস করে টাকা আদায় করতে হবে। যেহেতু আপনার সাক্ষী আছে, হতাশ না হয়ে এগিয়ে যান। আর আপনার স্মার্টকার্ডও আছে। অর্থাৎ এজেন্সিরও নাম লেখা আছে। দালাল যেই থাকুক এজেন্সিকে কিন্তু আমরা ধরতে পারব। আপনি সরাসরি বিএমইটি-তে অভিযোগ করে দেন।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:

'অভিবাসীর আদালত'-এর সংশ্লিষ্ট পর্ব প্রচারের পর দালাল অভিযোগকারীর সাথে যোগাযোগ করে এলাকায় বসে মিমাংসা করে নেয়।

৬৩.

‘অভিবাসীর আদালত’-এর ২৮তম অধিবেশনে পেশকৃত মোঃ আব্দুল কুদ্দুসের অভিযোগঃ

আমি মোঃ আব্দুল কুদ্দুস। আমার বাড়ি টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার উপজেলার মামুদপুর গ্রামে। টিভিতে ‘অভিবাসীর আদালত’ নামে একটা অনুষ্ঠানের কথা শুনি। ওখানে অভিবাসন বিশেষজ্ঞ এবং আইনজীবীরা অভিবাসীদের ন্যায্য বিচার পেতে সাহায্য করে। আমার ছেলেটাকে বিদেশে পাঠিয়ে প্রতারণার শিকার হয়ে সঠিক বিচার পাচ্ছি না। ভাবলাম ‘অভিবাসীর আদালত’-এ গিয়ে আমার সমস্যার কথা বললে সমাধান পেতে পারি। তাই আমিও বিচার পেতে ও নিজের ছেলের অভিবাসনের গল্প বলতে আজ ‘অভিবাসীর আদালত’-এ এসেছি।

আমার আর্থিক অবস্থা ভাল না। ছেলেকে ভালভাবে পড়াশুনা করাতে পারছিলাম না। আমি জানতাম সৌদি আরবে অনেক কর্মীদের কাজ দেওয়া হয়। ওখানে একবার গেলে লম্বা সময় থাকা যায় এবং অনেক টাকা উপার্জন করা যায়। আমি যদি ছেলেকে পাঠাই, তাহলে আমার পরিবারের আর কোনো দুঃখ-কষ্ট থাকবে না। এই কথা ভেবে সিদ্ধান্ত নিই ছেলেকে সৌদি আরব পাঠানোর জন্য। একদিন দালাল মোঃ আনোয়ার হোসেন আমার বাড়িতে আসে। সে আমার ছেলে মোঃ লালন মিয়াকে ৪,৬৫,০০০/- টাকার (৫,৪৮৪/- ইউএস ডলার) বিনিময়ে গ্রীনল্যান্ড ওভারসীস-এর মাধ্যমে ইনডোর ক্লিনার হিসেবে সৌদি আরব পাঠানোর প্রস্তার দেয়। আরও বলে, মাসিক ১৮,০০০/- টাকা (২১২/- ইউএস ডলার) বেতন। দুই বছরের চুক্তি। কোম্পানি আপ-ডাউন টিকেট খরচে ছুটিতে আসা যাওয়া করতে দেবে। সব জেনে আমি চূড়ান্ত সম্মতি জানাই। ২০১৮ সালে আমার ছেলে সৌদি আরবের উদ্দেশ্যে রওনা করে।

সৌদি আরব যাওয়ার পর চুক্তি অনুযায়ী কাজ না দিয়ে সাপ্লাই কোম্পানিতে কাজ দেয়। ঠিকমতো বেতন ও খাওয়া দেয় না। এভাবে তিন মাস কেটে যায়। তিন মাস পর কোম্পানি কাগজপত্র রেখে পাসপোর্ট ফেরত দিয়ে দেয়; আর বলে, ‘তোমার কাজ নাই’। আমার ছেলে তখন রাস্তা ও মসজিদে রাত্রি-যাপন করতে থাকে। এক সময় পুলিশ তাকে আটক করে জেলে রাখে। কিছু দিন পর জেল থেকে মুক্তি পায় লালন। আমি দালালের সাথে যোগাযোগ করি। দালাল লোক দিয়ে আমার ছেলেকে ধরে মক্কা থেকে রিয়াদে নিয়ে এসে একটি কক্ষে আটকিয়ে রাখে। কারো সাথে যোগাযোগ করতে দেয় না। মোবাইল কেড়ে নেয়। একদিন সুযোগ পেয়ে আমার ছেলে আমাকে ফোন করে জানায়। সে এখন খুবই অসুস্থ। দালালের সাথে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। আমার ছেলেকে কী উপায়ে ফেরত আনবো- আপনাদের কাছে জানতে চাই।

বিশেষজ্ঞ মতামতঃ

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনেই কিন্তু বলা আছে, দেওয়ানী মোকদ্দমা করে ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় করতে পারবেন। আবার ফৌজদারি মামলার জন্য আপনি ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে মামলাও করতে পারবেন। এরপর কিন্তু আপনি বিএমইটি-তে অভিযোগ করতে পারবেন। একটা করতে পারবেন বলে আরেকটা করতে পারবেন না, বিষয়টা কিন্তু এমন নয়। মোঃ আব্দুল কুদ্দুস, আপনার সাথে যে বিষয়টা ঘটেছে সেটা অত্যন্ত হৃদয় বিদারক। এই আইনে বলা আছে, যদি কোনো অভিবাসী কর্মী বিদেশে কাজ করতে গিয়ে আটক হয় অথবা কোনো ধরনের বিপদের সম্মুখীন হয়, তাহলে কিন্তু তার দেশে ফিরে আসার অধিকার আছে। বাংলাদেশের দূতাবাস থেকেও আপনি সাহায্য পেতে পারেন।

ড. নুরুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ পরিচালক, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)
যেহেতু উনি বৈধভাবে গিয়েছেন এবং ওখানে এখনও অবস্থান করছেন, তাহলে তার কাছে অবশ্যই স্মার্টকার্ড বা তার ফটোকপি আছে। এখানে গ্রীনল্যান্ড ওভারসিস-এর নাম দেখতে পাচ্ছি। গ্রীনল্যান্ড ওভারসিস কিন্তু বেশ বড় একটা এজেন্সি। আপনি দ্রুত বিএমইটি-তে একটা অভিযোগ করুন। এখানে এজেন্সি তাদের সুনাম রক্ষার্থেই এই কাজটি করবে; যেটা আপনি চাচ্ছেন, ছেলেকে ফেরত চাচ্ছেন, আর ক্ষতিপূরণ চাচ্ছেন। দালালকে বেশি টাকা দিয়েছেন, সেটা হয়ত এজেন্সি পায়নি।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:
'অভিবাসী আদালত'-এ প্রাপ্ত পরামর্শের ভিত্তিতে রামরু'র সহায়তায় অভিযোগকারী স্থানীয় মেডিয়েশন কমিটির কাছে মধ্যস্থতার জন্য অনুরোধ করেন। কমিটি দুই পক্ষকে নোটিশ প্রদান করে। মধ্যস্থতায় অভিযুক্ত উপস্থিত হলে দ্বিতীয় অধিবেশনে ১,৮০,০০০/- টাকায় (২,১১২/- ইউএস ডলার) অভিযোগটির মিমাংশা হয়।

৬৪.
'অভিবাসীর আদালত'-এর ২৯তম অধিবেশনে পেশকৃত মোঃ আবু সাইদের অভিযোগ:

আমি মোঃ আবু সাইদ। আমার বাড়ি টাঙ্গাইল জেলার এলেঙ্গা উপজেলার রাজাবাড়ি গ্রামে। আমার এক আত্মীয় বলে, টিভিতে 'অভিবাসীর আদালত'-এ নামে একটা অনুষ্ঠান হয়। ওখানে বিশেষজ্ঞরা অভিবাসীদের ন্যায়বিচার পেতে সাহায্য করে। তাই আমিও বিচার পেতে ও নিজের ছেলের অভিবাসনের গল্প শোনাতে আজকের এই 'অভিবাসীর আদালত'-এ এসেছি।

সংসারে টানাপোড়েন ছিল। ছেলেকে ভালভাবে পড়াশোনা করাতে পারছিলাম না। আমি জানতাম, সৌদি আরবে অনেক কর্মীদের কাজ দেওয়া হয়। ওখানে একবার গেলে টাকা উপার্জন নিয়ে আর কোনো টেনশন থাকে না। আমার স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করে ও নানাদিক ভেবে, সিদ্ধান্ত নিই আমার ছেলেকে সৌদি আরব পাঠানোর জন্য। স্থানীয় দালাল হারুনের সাথে এটা নিয়ে আলাপ করলে সে বলে, ক্লিনারের একটা কাজ আছে তার হাতে। মাসিক বেতন ১৪০০/- রিয়াল (৩৭৩/- ইউএস ডলার, ৩১,৬০০/- টাকা)। এছাড়াও কোম্পানি আপ-ডাউন খরচ দেবে ছুটিতে আসার জন্য। খরচের কথা জানতে চাইলে ৬,০০,০০০ টাকার (৭,০৮১/- ইউএস ডলার) কথা বলল সে। আমি জমানো টাকা নিয়ে ও ধার-কর্য করে দালালকে টাকা দিই। সে সব ব্যবস্থা করে আমার ছেলে-কে পাঠিয়ে দেয়।

ওখানে যাওয়ার পর কাজের সাথে চুক্তির কোনো মিল পায় না আমার ছেলে। প্রথম ছয় মাস কোনো কাজ দেয় না। থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা ও করে না। খুব কষ্টে দিন কাটে। না খেয়ে থাকতে থাকতে বাধ্য হয়ে বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে খাবার খরচ চালাতে হয়। ছয় মাস পর কোনো কাজ ও বেতন না দিয়ে তাকে জোর করে দেশে পাঠিয়ে দিতে চায়। দেশে পাঠিয়ে দেওয়ার খবর শুনে আমার ছেলে এক আত্মীয়'র কাছে ফোন করে তার বাসায় পালিয়ে যায়। আত্মীয়ের বাসায় কিছুদিন থাকার পর সে বলে, কিছু টাকা দিলে সে একটা কাজ জোগাড় করে দিতে পারবে। তখন আমি একটা জমি বিক্রি করে ২,০০,০০০/- টাকা (২,৩৬০/- ইউএস ডলার) দিই। তখন সে আমার ছেলেকে একটা কাজের ব্যবস্থা করে দেয়। সেই কাজে তেমন ভাল বেতন ছিল না, শুধু থাকা-খাওয়ার খরচ চলত। আমার ছেলে বাড়িতে কোনো টাকা পাঠাতে পারত না।

এদিকে আমাদের অবস্থা আরো খারাপ হয়ে গেছে। কয়েক জায়গায় ঋণ করে তা পরিশোধ করতে না পারায় তারা বাড়িতে এসে চাপ সৃষ্টি করছে। টাকা কোথা থেকে দেবো বুঝতে পারছি না। আমার আর কোনো জমি-জমাও নাই যে বিক্রি করে টাকা শোধ করব। দালালের সাথে যোগাযোগ করে সমস্যার কথা জানালে সে বলে, আমার কাজ আমি করেছি, ওই দেশের দায়-দায়িত্ব আমি নিতে পারব না।

বিশেষজ্ঞ মতামত:

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

এটা অবশ্যই একটি প্রতারণা। স্থানীয় পর্যায়ে মধ্যস্থতার চেষ্টা করতে পারেন। তাতে প্রতিকার না পেলে ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ৩১ ধারায় আপনাকে একটি ফৌজদারী মামলা দায়ের করতে বলব।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:

'অভিবাসীর আদালত'-এ প্রাপ্ত পরামর্শ অনুযায়ী অভিযোগকারী রামরু'র সহায়তায় স্থানীয় মেডিয়েশন কমিটির কাছে মধ্যস্থতার জন্য অনুরোধ করে। কমিটি উভয় পক্ষকে নোটিশ প্রদান করে পাঁচবার। প্রতিবারই বিবাদী অনুপস্থিত থাকে। এরপর অভিযোগকারী আদালতে একটি মামলা দায়ের করে। মামলাটি বর্তমানে চলমান রয়েছে।

৬৫.

'অভিবাসীর আদালত'-এর ২৯তম অধিবেশনে পেশকৃত জালাল উদ্দিনের অভিযোগ:

আমি জালাল উদ্দিন। আমার বাড়ি টাঙ্গাইল জেলার এলেঙ্গা উপজেলার চিনামুড়া গ্রামে। আমার ছোট ছেলে একদিন আমাকে বলল, 'আজ আমি টিভিতে একটা অনুষ্ঠান দেখলাম। অনুষ্ঠানে একটা লোক বলছিল সে বিদেশ যাওয়ার সময় দালাল দ্বারা প্রতারিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত বিদেশ যেতে পারেনি। এই সমস্যার আইনগত সমাধান বলে দিলেন আইনজীবী। আমার ভাইয়ার সাথে একই ঘটনা ঘটেছে। আমরা যদি ওই অনুষ্ঠানে যাই, তাহলে ওনারা সমস্যা সমাধান করে দিতে পারেন'। ছেলের কথামতো রামরু'র সাথে যোগাযোগ করে আজ 'অভিবাসীর আদালত'-এ এসেছি নিজের ছেলের অভিবাসনের গল্প শোনাতে।

স্থানীয় দালাল আবুল কালাম একদিন আমার বাড়ি এসে বলে, 'আমি লিবিয়া লোক পাঠাই। তোমার ছেলেকে যদি পাঠাতে চাও, আমি ভালো কাজ ও বেশি বেতনের ব্যবস্থা করে দিতে পারব'। আমি তখন ভাবলাম, আমার অভাবের সংসার ছেলেকে পঠাতে পারলে আমরা সুখের মুখ দেখতে পাবো। এলাকার আরো কয়েকজনের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলাপ করলাম। সবার মত নিয়ে, সবদিক ভেবে রাজী হয়ে যাই। আমি জমি বিক্রি করে ২০১৫ সালে দালালের প্রস্তাবমতো ৩,৭০,০০০/- টাকা (৪,৩৬৬/- ইউএস ডলার) দালালকে দিই।

আমার ছেলে সৈকতকে লিবিয়া পাঠানোর জন্য ফ্লাইট দেবে বলে ঢাকায় নিয়ে যায়। ঢাকায় নিয়ে একটা বাসায় ১৭ দিন রাখে। ফ্লাইট আজ দেবে, কাল দেবে বলে দেয় না। শেষে টিকিট পায়নি বলে ১৭ দিন পর বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। ছেলে বাড়ি আসার পর দালাল আর কোনো যোগাযোগ করে না। আমরা দালালকে চাপ দিলে ফ্লাইট দেওয়ার নাম করে আমার ছেলেকে চট্টগ্রাম নিয়ে যায়। ওখানে নিয়ে গিয়ে ২২ দিন আটকে রাখে। পরে বলে, চোরা নৌপথে লিবিয়া নিয়ে যাবে। শুনে আমরা কেউ রাজি হই না চোরাপথে পাঠানোর জন্য। আমার ছেলে

বাড়ি আসতে চায়, ওরা আমার ছেলেকে জোর করে আটকে রাখে। বাড়ি আসতে দেয় না। আমার স্ত্রী কান্নাকাটি করতে করতে অসুস্থ হয়ে পড়ে। অনেক কষ্ট করে আমার ছেলে পালিয়ে বাড়ি ফিরে আসে।

দালালের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করি। সে যোগাযোগ করতে চায় না। আমি রামরু'র সাহায্য নিয়ে সালিশ ডাকলে টাকার একটা চেক দেয়। আমি চেক নিয়ে ব্যাংকে গেলে জানতে পারি, সেটা জাল। দালাল পলাতক। আমি সর্বশান্ত হয়ে গেছি। আমার জন্য কী আইনগত প্রতিকার আছে, আপনাদের কাছে জানতে চাই।

বিশেষজ্ঞ মতামত:

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

একজন অপরাধী অন্যায় করে পালিয়ে পার পেয়ে যাবে, এটা হতে পারে না। পালিয়ে পার পাওয়া গেলে তো অন্যায় বেড়ে যাবে। একদিন না একদিন তাকে আইনের কাছে ধরা দিতেই হবে। আইন অনুযায়ী, বিদেশ যেতে হলে অবশ্যই সরকার নির্ধারিত নির্দিষ্ট স্থান বা, বন্দর দিয়ে যেতে হবে। আর চেকের বিষয়ে বলব, যে তারিখে চেক ইস্যু হবে, ঐ তারিখ থেকে পরবর্তী ০৬(ছয়) মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে জমা করতে হবে। আর চেক যেদিন থেকে ডিজঅনার হবে সেদিন থেকে পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে চিক ডিজওনারের মামলা করতে হবে। বিষয়টি কোনো আইনজীবীকে দেখিয়ে নিশ্চিত হতে হবে যে, মামলা দায়ের করা যায় কিনা। মেডিয়েশন-এর মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টাও করা যেতে পারে। তাছাড়া ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ৩১ ধারায় একটা ফৌজদারি মামলা দায়েরের সুযোগ তো আছেই।

মেরিনা সুলতানা, পরিচালক (প্রোগ্র্যাম), রামরু

আসলে প্রথম থেকেই তার সাথে এক ধরণের প্রতারণা হয়েছে। তাকে পাঠাতে পারেনি, আবার তাকে আটকিয়ে রাখা হয়েছে। তার বিষয়টি নিয়ে রামরু'র মাধ্যমে মেডিয়েশন হয়েছে। যেহেতু দালাল পলাতক, আপনি ২০১৩ সালের আইনের অধীন একটি মামলা দায়ের করতে পারেন।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:

'অভিবাসীর আদালত'-এ প্রাপ্ত পরামর্শ অনুযায়ী অভিযোগকারী রামরু'র লিগ্যাল সাপোর্ট সেল-এর সহায়তায় বিএমইটি-তে একটি অভিযোগ দাখিল করেন। অভিযোগটি এখনও অনিষ্পন্ন অবস্থায় আছে।

৬৬.

'অভিবাসীর আদালত'-এর ২৯তম অধিবেশনে পেশকৃত মোঃ মজনু মিয়ার অভিযোগ:

আমি মোঃ মজনু মিয়া। আমার বাড়ি এলেংগা, কালিহাতী, টাঙ্গাইল। আমি এক দালালের প্রতারণার শিকার। আমি জানলাম যে, টাঙ্গাইল জেলায় রামরু'র কর্মীরা অভিবাসীদের নিয়ে কাজ করে। তারা অভিবাসীদের বিভিন্ন ধরণের সমস্যা সমাধানের উপায় বলে দেন। আমি তাদের সাথে যোগাযোগ করি এবং আমার সমস্যার কথা বলি। তারা আমাকে 'অভিবাসীরা আদালত'-এ নিয়ে আসে। আজ আমি আপনাদের সামনে এসেছি দালাল কর্তৃক প্রতারিত হওয়ার গল্প শোনাতে।

আমার ছোটবেলা থেকেই ইচ্ছা ছিল বিদেশ যাওয়ার। আমার স্বপ্ন ছিল বাড়ি-গাড়ি করার। দেশে থাকলে একসাথে কখনোই এত টাকা উপার্জন করা সম্ভব না। তাই বিদেশ যেতে চাইতাম। আমি কাজ করি, অল্প-অল্প করে টাকা জমা করি। আমার পরিচিত কেউ বিদেশ থাকতো না, তাই কিভাবে বিদেশ যাওয়ার প্রসেসিং করতে হয় জানতাম না। আমার বন্ধু বলল, 'আমার এক পরিচিত দালাল আছে, নাম আমজাদ, হাকিমপুরে বাড়ি।' আমি ঠিকানা নিয়ে দালালের বাড়ি যাই, তার সাথে কথা বলি। সে আমাকে কাতার যাওয়ার প্রস্তাব করে। সেখানে দৈনিক ১০ ঘন্টা কাজ করতে হবে; মেশিনের কাজ। বেতন ৩৫,০০০/- টাকা (৪১৩/- ইউএস ডলার)। খরচ পড়বে, ২,৭০,০০০/- টাকা (৩,১৮৬/- ইউএস ডলার)। ধার-দেনা করে ২০১৮ সালে দালাল আমজাদকে তার প্রস্তাব মতো টাকা দিই। টাকা পেয়ে সে সকল কাগজপত্র তৈরি করে ফেলে এবং আমাকে কাতার পাঠিয়ে দেয়।

২০১৮ সালে আমি কাতার যাই। ওখানে গিয়ে কোম্পানিতে কাজ পাই কিন্তু বেতন কম পাই। বেতন চুক্তি অনুযায়ী ছিল না। দালালকে এ ব্যাপারে বললে, সে কোনো সদুত্তর দিতে পারেনি। আমি আর কিছু বললাম না। সবকিছু মেনে কষ্ট করে চলতাম। বাড়িতে অল্প কিছু করে টাকা পাঠাতাম। বাড়িতে আমার ছেলে-মেয়ে ও স্ত্রী ছিল। তাদের খাবার ও লেখাপড়ার খরচ আমাকে চালাতে হতো। আমি যে কোম্পানিতে কাজ করতাম, ওখানে অনেক নিয়ম-কানুন মেনে কাজ করতে হতো। আমি সব নিয়ম মেনে অত্যন্ত সততার সাথে কাজ করতে থাকি। এভাবে ছয় মাস কাজ করার পর হঠাৎ একদিন কোম্পানি থেকে বলে, কাল থেকে ১২ ঘন্টা করে কাজ করতে হবে। আমি রাজী হয়ে যাই। প্রথমদিন ১২ ঘন্টা কাজের শেষে বাসায় আসার পর কোম্পানি থেকে কিছু লোক আমার বাসায় এসে জোর করে তিনটা কাগজে আমার সিগনেচার নেয়। নেওয়ার পরদিন জোর করে আমাকে দেশে পাঠিয়ে দেয়। আমি কিছুই বুঝলাম না, কেন আমার সাথে এমন হলো।

দেশে আসার পর দালালের সাথে যোগাযোগ করি, দালাল যোগাযোগ করতে চায় না। আমি গ্রামের লোকজন নিয়ে সালিশ ডাকি। দালাল পাত্তা দেয় না। দ্বিতীয় বার সালিশ ডাকলে দালাল এসে বলে, 'আমি কিছু করিনি, ওনাকে কোম্পানি পাঠিয়ে দিয়েছে। আমার করার কিছু নাই।' আমি নিরুপায়, অসহায়। এ অবস্থায় আমার করণীয় কী জানতে চাই?

বিশেষজ্ঞ মতামত:

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

দালাল কোনো ভাবেই দায় এড়াতে পারে না। আপনি দালাল ও এজেন্সির বিরুদ্ধে ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ৩১ ধারার বিধান মোতাবেক এখতিয়ারভূক্ত প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে একটি ফৌজদারী মামলা দায়ের করতে পারেন।

মেরিনা সুলতানা, পরিচালক (প্রোগ্র্যাম), রামরু

ওই দেশে লেবার কোর্টে একটা মামলা করার সুযোগ ছিল। স্থানীয় পর্যায়ে মেডিয়েশনের মাধ্যমে চেষ্টা করতে পারেন। মেডিয়েশনে আপনার সকল সমস্যার কথা তুলে ধরতে হবে, যাতে দালাল দায় এড়াতে না পারে। একই সাথে বিএমইটি-তে একটা অভিযোগ করতে পারেন।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:

'অভিবাসীর আদালত'-এ প্রাপ্ত পরামর্শ অনুযায়ী অভিযোগকারী রামরু'র সহায়তায় স্থানীয় মেডিয়েশন কমিটির কাছে মধ্যস্থতার জন্য অনুরোধ করে। কমিটি উভয় পক্ষকে নোটিশ প্রদান করে। মধ্যস্থতার তৃতীয় অধিবেশনে উভয় পক্ষের সম্মতিতে ২০,০০০/- টাকায় (২৩৪/- ইউএস ডলার) মিমাংসা হয়।

৬৭.

'অভিবাসীর আদালত'-এর ৩০তম অধিবেশনে পেশকৃত আব্দুল জব্বারের অভিযোগ:

আমার নাম আব্দুল জব্বার; ঠিকানা- ডুবাইল, কাতুলী, টাঙ্গাইল। আমি একদিন টিভি দেখছিলাম। হঠাৎ দেখতে পাই, একজন অভিবাসী তার দুঃখের কথা বলছে। এটা দেখে আমি মনোযোগ দিয়ে অনুষ্ঠানটি দেখতে লাগলাম। সবাই অভিবাসন নিয়ে নানা রকমের সমস্যার কথা বলছিলেন এবং বিশেষজ্ঞরা সমাধানের উপায় বলে দিচ্ছিলেন। এই দেখে আমার নিজের অভিবাসনের কথা মনে পড়ে গেল। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, এই অনুষ্ঠানে যাবো। তাই আজ আপনাদের সামনে এসেছি নিজের অভিবাসনের সমস্যার কথা জানাতে এবং সমস্যার উপায় জানতে।

আমার বাবা আমাকে একদিন বলল, 'আমার অভাবের সংসার। আমার পক্ষে একা চালানো আর সম্ভব নয়। কিছু একটা করো। আমি কষ্ট করে টাকা জোগাড় করে দিচ্ছি, সম্ভব হলে তুমি বিদেশ যাও। ওখানে গিয়ে কাজ করে দেশে টাকা পাঠাতে পারবে। সংসারের জন্য ভাল হবে।' আব্বার প্রস্তাবে আমি রাজী হয়ে যাই। একদিন আমি ও আব্বা মিলে দালাল আনোয়ারের বাড়ি যাই। দালাল বলে, তার কাছে আলজেরিয়ার ভিসা আছে। সাটারিং, কার্পেন্টারের কাজ। ৪০০/- ইউএস ডলার (৩৩,৯০০/- টাকা) বেতন। ওভারটাইম করলে আরো বেশি টাকা। যেতে খরচ হবে ৩,৮০,০০০/- টাকা (৪,৪৮৪/- ইউএস ডলার)। সব শুনে আব্বা দ্রুত ধার-দেনা করে টাকা জোগাড় করে দালাল-কে দেন।

২০১৮ সালের জুলাই মাসে দালাল আমাকে আলজেরিয়া পাঠিয়ে দেয়। ওখানে যাওয়ার পর চুক্তি অনুযায়ী কাজ পাই না, পাইপ কোম্পানিতে কাজ দেয়। তার ওপর বেতন ঠিকমতো দেয় না। এভাবে কাজ করতে থাকি। একদিন কাজ করার সময় পা ফসকে পড়ে যাই। প্রায় দেড় ঘন্টা অজ্ঞান ছিলাম। কোম্পানি স্থানীয় সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যায়। ডাক্তার বলে, হাঁটু ভেঙে গেছে, অপারেশন করাতে হবে। অপারেশনের ১০ থেকে ১২ দিন পর বাসায় আনে। বাসায় আনার পর ঠিকমতো খাবার দেয় না। ওষুধ কেনার জন্য টাকা দেয় না। এভাবে সাড়ে তিন মাস অতিবাহিত হওয়ার পর আমাকে দেশে পাঠিয়ে দেয়। কোনো টাকা-পয়সা দেয় না। কোম্পানির কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করলে, তারা কিছুই দিতে পারবে না বলে জানায়।

দেশে আসার পর দালালের সাথে যোগাযোগ করলে দালাল বলে, সে কিছু করতে পারবে না। কোম্পানি তাকে টাকা না দিলে তার করার কিছু নাই। এদিকে যাদের কাছ থেকে ঋণ করে বিদেশ গিয়েছিলাম তারা বাড়ি এসে চাপ দিচ্ছে টাকার জন্য। এই অবস্থায় আমার কী করণীয়, তা এই 'অভিবাসীর আদালত'-এর মাধ্যমে আপনাদের কাছে জানতে চাই।

বিশেষজ্ঞ মতামতঃ

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

আপনার সাথে চুক্তিভঙ্গ হওয়ায় ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনে ৩১ ধারায় একটি ফৌজদারী মামলা দায়ের করতে পারেন। যেহেতু চুক্তি অনুযায়ী আপনাকে কাজ দেওয়া হয়নি, তাই বিএমইটি-তে ও একটা অভিযোগ করতে পারেন।

মোহাম্মদ সেলিম রেজা, মহাপরিচালক, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)

এ ধরণের ঘটনায় কোম্পানি থেকে কিন্ত কম্পেনসেশনের ব্যবস্থা আছে। এ ধরণের কম্পেনসেশন পাওয়ার জন্য ওনার সমস্ত কাগজপত্র বিএমইটি-তে জমা দিলে, আমরা ঐদেশে আমাদের যে দূতাবাস আছে, তাদের কাছে আভিযোগ করে ঐ কোম্পানির নিকট থেকে কম্পেনসেশন পাওয়ার ব্যবস্থার একটা চেষ্টা করব।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থাঃ

'অভিবাসীর আদালত'-এ প্রাপ্ত পরামর্শ অনুযায়ী রামরু'র লিগ্যাল সাপোর্ট সেল-এর সহায়তায় অভিযোগকারী বিএমইটি-তে একটি অভিযোগ দাখিল করেন। বিএমইটি'র সালিশে তৃতীয় শুনানী শেষে উভয় পক্ষ আলোচনার মাধ্যমে ৬৫,০০০/- টাকায় (৭৬২/- ইউএস ডলার) মিমাংসা করে।

৬৮.

'অভিবাসীর আদালত'-এর ৩০তম অধিবেশনে পেশকৃত মোঃ মোস্তফা হোসেনের অভিযোগঃ

আমি মোঃ মোস্তফা হোসেন; ঠিকানা- ভাটচান্দা, গালা, টাঙ্গাইল। একদিন আমাকে আমার ছোট ভাই বলল, "টিভিতে প্রতি শনিবার 'অভিবাসীর আদালত' নামে একটা অনুষ্ঠান হয়। ওই অনুষ্ঠানে অভিবাসীরা তাদের দুঃখ-কষ্টের কথা, প্রতারণার কথা তুলে ধরে। আর বিশেষজ্ঞরা তাদের সকল সমস্যার সমাধান বলে দেয় এবং আইনগত উপায় বলে দেয়। আপনি তো বিদেশ যেতে গিয়ে প্রতারণার শিকার হয়েছেন, 'অভিবাসীরা আদালত'-এ গিয়ে নিজের প্রতারণার কথা বলেন, তাহলে সঠিক সমাধান পাবেন।' তাই আমি আজ 'অভিবাসীর আদালত'-এ এসেছি নিজের অভিবাসনের গল্প শোনাতে।

আমার প্রতিবেশী দালাল মোঃ আব্দুল মজিদ মিয়া মালয়েশিয়ায় লোক পাঠায়। অনেকেই বিদেশ গিয়ে অনেক টাকা আয় করে। তাই আমিও চিন্তা–ভাবনা শুরু করি মালয়েশিয়া যাওয়ার। আমি দালালের সাথে কথা বলি। সে আমাকে বলে, ৩,৫০,০০০/- টাকা (৪,১৩০/- ইউএস ডলার) খরচ দিলে আমাকে মালয়েশিয়া পাঠাবে রাজমিস্ত্রির কাজ দিয়ে। আমি রাজী হলে দালাল আমার সাথে দুই বছরের চুক্তি করে। চুক্তিতে আমার বেতন ধরে ৩০,০০০/- টাকা (৩৫৪/- ইউএস ডলার)। ২০১৪ সালে ধার-দেনা করে টাকা যোগাড় করে দালাল-কে দিই। আমার প্রতিবেশী ফরজ আলী ও সোনা মিয়ার উপস্থিতিতে একশ' টাকার দু'টি স্টাম্পে স্বাক্ষর করে সে এই টাকা নেয়। কিছুদিন পর আমাকে ভিসার একটি কপি দেয়। আমি চেক করে জানতে পারি, এটা জাল ভিসা।

ভিসা দেওয়ার পর থেকেই দালাল যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। আমি উপায় না পেয়ে গ্রামের চেয়ারম্যানের কাছে যাই। তিনি দালালের সাথে কথা বলেন। দালাল বলে, আরো ৫০,০০০/- টাকা (৫৯০/- ইউএস ডলার) দিলে সে নিতে পারবে। চেয়ারম্যান বলে, 'দিয়ে দাও'। আমি চেয়ারম্যানের আশ্বাসে আবার টাকা দিই। দালাল আবার

ভিসা দেয় কিন্তু নিতে পারে না। আমি সিদ্ধান্ত নিই, আর বিদেশেই যাবো না। দালালের কাছে টাকা ফেরত চাই। দালাল টাকা দেয় না। আমি আবার চেয়ারম্যানের কাছে যাই এবং নিজের সমস্যার কথা বলি। চেয়ারম্যান সালিশ ডাকেন। দালালকে দুই-তিনবার নোটিশ দেওয়া হয় কিন্তু দালাল সালিশে আসে না। এক পর্যায়ে চেয়ারম্যান বলল, 'সালিশের মাধ্যমে যেহেতু সমাধান করা যাচ্ছে না, তুমি মামলা করো'। আমি মামলা করেছি। দালাল যোগাযোগ করে না। মোবাইল বন্ধ করে রেখেছে। বাড়িতে গেলেও দেখা পাই না।

বিশেষজ্ঞ মতামত:

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

যেহেতু আপনার বিষয়টি নিয়ে মামলা দায়ের হয়েছে; ঠিকমতো সাক্ষ্য উপস্থাপন করে আদালতে আপনার দাবি তুলে ধরেন। আশা করি ভালো ফল পাবেন।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:

'অভিবাসীর আদালত'-এ প্রাপ্ত পরামর্শ অনুযায়ী অভিযোগকারী রামরু'র সহায়তায় স্থানীয় মেডিয়েশন কমিটির কাছে মধ্যস্থতার জন্য অনুরোধ করেন। কমিটি উভয় পক্ষকে নোটিশ প্রদান করে। মধ্যস্থতার চতুর্থ অধিবেশনে ১,৫০,০০০/- টাকায় (১,৭৬০/- ইউএস ডলার) মিমাংসা হয়।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ
(৩১-৪০) তম অধিবেশনে পেশকৃত অভিযোগসমূহ এবং বিশেষজ্ঞ মতামত

৬৯.

‘অভিবাসীর আদালত’-এর ৩১তম অধিবেশনে পেশকৃত মোঃ আতিফ ইসলামের অভিযোগঃ

আমি মোঃ আতিফ ইসলাম। আমার ঠিকানা পাকুল্যা, ছিলিমপুর, টাঙ্গাইল। আমাদের এলাকায় রামরু’র কর্মীরা অভিবাসীদের নিয়ে কাজ করে, অভিবাসীদের অভিবাসন সংক্রান্ত তথ্য দিয়ে সহায়তা করে। যারা প্রতারণার শিকার হয় সেসব অভিবাসীদের সঠিক বিচার পেতে সাহায্য করে রামরু। টাকা দিয়ে প্রতারিত হলে স্থানীয় সালিশের মাধ্যমে টাকা উদ্ধার করে দেয় তারা। আমিও অভিবাসী হতে গিয়ে প্রতারিত হই এবং রামরু’র কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করি। তারা আমাকে ‘অভিবাসীর আদালত’-এ আসতে বলে। তাই আমি আজ নিজের প্রতারিত হওয়ার গল্প শোনাতে ‘অভিবাসীর আদালত’-এ এসেছি।

আমি ২০১৬ সালে সিদ্ধান্ত নিই বিদেশ যাবো। আমার বিদেশ যাওয়ার আগ্রহের কথা বলি এলাকার দালাল আফছার-কে। আমার গ্রামেই তার বাড়ি। পরবর্তীতে সে আমার সাথে যোগাযোগ করে এবং আমাকে বলে চারমাসের মধ্যে ভাল একটা কাজ দিয়ে আমাকে সৌদি আরব পাঠাতে পারবে। আরও বলে, আমি ওখানে গেলে যতদিন ইচ্ছা থাকতে পারবো, মাসে ভালো বেতন পাবো। ভালো বেতনের কথা শুনে আমি সিদ্ধান্ত নিই সৌদি আরব যাওয়ার জন্য। খরচের কথা জিজ্ঞেস করলে দালাল বলে ৫,৬০,০০০/- টাকার (৬,৫৯২/- ইউএস ডলার) কথা বলে। জমি বিক্রি করে এবং কিছু টাকা ধার করে অনেক কষ্টে টাকা জোগাড় করে ২০১৭ সালে তাকে দিই।

দালাল আমার সব কাগজপত্র তৈরী করে। এক সময় আমাকে ভিসাও দিয়ে দেয় এবং আমাকে ডেট দিয়ে এয়ারপোর্টে নিয়ে আসে। আমি যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে এয়ারপোর্টে আসি কিন্তু আমার ফ্লাইট হয় না। সে আমাকে বলে, ‘ফ্লাইট ক্যানসেল হয়ে গেছে, তুমি বাড়ি চলে যাও।’ আমি বাড়ি চলে আসি। কিছুদিন পর আবার ফ্লাইটের কথা বলে আমাকে ঢাকায় আনে কিন্তু এবারও ফ্লাইট হয় না। এভাবে পরপর চারবার আমাকে এয়ারপোর্ট থেকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। এক সময় ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। আমি দালালের সাথে যোগাযোগ করলে সে বলে, ‘আবার ফ্লাইটের তারিখ জানাবো। একটু সময় লাগবে।’ এভাবে অনেক দিন পার

হয়ে যায়। সে আমাকে বিদেশ পাঠাতে ব্যর্থ হয়। তখন আমি সিদ্ধান্ত নিই আর বিদেশ যাবো না। আমি দালালের কাছ থেকে টাকা ফেরত চাইলে প্রথমে বলে, টাকা ফেরত দেবে।' পরে যোগাযোগ করলে, দেবে-দেবে করে আর দেয় না। এখন যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। মোবাইল ফোন বন্ধ করে রেখেছে। আমি কিভাবে টাকা আদায় করব, উপায় বলে দেন আপনারা।

বিশেষজ্ঞ মতামতঃ

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

ভিসার কপিসহ সকল কাগজপত্র নিয়ে বিএমইটি-তে একটি অভিযোগ দাখিল করতে পারেন। সেখানে প্রতিকার না পেলে ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ৩১ ধারার বিধান মোতাবেক একটি ফৌজদারী মামলা এবং ২৮ ধারার বিধান মোতাবেক টাকা আদায়ের জন্য একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা দায়ের করতে পারেন।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থাঃ

'অভিবাসীর আদালত'-এ প্রাপ্ত পরামর্শের ভিত্তিতে অভিযোগকারী রামরু'র সহায়তায় স্থানীয় মেডিয়েশন কমিটির কাছে মধ্যস্থতার জন্য আবেদন করেন। কমিটি দুই পক্ষকে নোটিশ প্রদান করে। মধ্যস্থতায় অভিযুক্ত উপস্থিত না হলে অভিযোগকারী এখতিয়ারাধীন আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন। বর্তমানে মামলাটির শুনানী চলছে।

৭০.

'অভিবাসীর আদালত'-এর ৩১তম অধিবেশনে পেশকৃত মোঃ মানিক মিয়ার অভিযোগঃ

আমি মোঃ মানিক মিয়া। আমার ঠিকানা রাণীহাটি, কালিহাতী, টাঙ্গাইল। আমি প্রত্যেক শনিবার 'অভিবাসীর আদালত' অনুষ্ঠানটি দেখি। এটি অভিবাসীদের জন্য একটি সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান। এখানে অভিবাসীরা তাদের দুঃখ-কষ্ট, প্রতারিত হওয়ার অভিজ্ঞতা এবং নানাবিধ সংকটের কথা তুলে ধরেন এবং আইনজীবী ও বিশেষজ্ঞরা সমস্যা সমাধান এবং আইনগত প্রতিকার বলে দেন। তাই অভিবাসী হতে গিয়ে আমার ছেলের প্রতারিত হওয়ার গল্প শোনাতে আজকের এই 'অভিবাসীর আদালত'-এ এসেছি।

একদিন বিকেলে বাজারে যাওয়ার সময় দালাল মোকসেদ আলীর সাথে দেখা। আমাকে আগে থেকেই চিনতো সে। চা খাওয়ার অনুরোধে তার সাথে বসি। চা খেতে খেতে আমাকে মোকসেদ আলী বলে, 'জানো তো, আমি সৌদি আরব লোক পাঠাই। আমার কাছে ভালো ভিসা আছে। একবার তোমার ছেলেকে পাঠাতে পারলে লম্বা সময় থাকতে পারবে এবং অনেক টাকা উপার্জন করতে পারবে। আমি বললাম, 'কত টাকা লাগবে, কী কাজ?' সে বলে, '৬,৩০,০০০/- টাকা (৭,৪১৬/- ইউএস ডলার), দুই বছরের চুক্তিতে আল-মদিনা কোম্পানিতে মসজিদের খিলানের কাজ। মাসিক বেতন ৭০০ রিয়াল (১৮৬/- ইউএস ডলার, ১৫,৮০০/- টাকা)।' সে আরো বলে, 'প্রতিদিন চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা ওভারটাইম করতে পারবে। তার জন্য বাড়তি টাকাও পাবে।' দালালের কথাগুলো আমার ছেলে মনিরুল ইসলামকে বলি। সে সব শুনে যেতে রাজী হয়ে যায়। আমি ফসলী জমি বিক্রি

করে এবং জমানো টাকা থেকে নিয়ে দালালের প্রস্তাব মতো টাকা জোগাড় করি এবং ২০১৬ সালের নভেম্বরে তার হাতে তুলে দিই। দালাল পাসপোর্ট ও কাগজপত্র না দেখিয়ে আমার ছেলেকে সৌদি আরব পাঠিয়ে দেয়।

সৌদি আরব যাওয়ার পর চুক্তি অনুযায়ী কাজ ও বেতন দেওয়াতো দূরের কথা, থাকার জায়গা পর্যন্ত দেয় না। যাওয়ার পর তিন মাস পর্যন্ত আমার ছেলেকে সিড়ির নিচে থাকতে দেয়। খারার দেয় না, ঠিকমতো ঘুমাতে দেয় না। কাজ ও খাবার চাইলে বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে এসে খাবার কিনে খেতে বলে। আমি বাড়ি থেকে টাকা পাঠাই ছেলের কষ্ট দেখে। দালালকে জিজ্ঞেস করলে বলে, একটু ধৈর্য্য ধরতে। পরে নাকি সব ঠিক হয়ে যাবে। এভাবে তিনমাস কেটে যায়। তিন মাস পর কাজ দেয়। কিন্তু সেখানে শুধু কাজ করায়, বেতন দেয় না। এভাবে এগারো মাস পর আকামা দেয়। আকামার মেয়াদ ছিল তিনদিন। তিনদিন পর সে আবার অবৈধ হয়ে যায়। এখন সে পালিয়ে এক থেকে দুই ঘণ্টা করে কাজ করে নিজের খাওয়ার খরচ চালায়।

আমি দালালের সাথে যোগাযোগ করি। দালালকে বলি, আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দিতে। আর টাকা ফেরত চাই। দালাল বলে, 'আমি কিছু জানি না। ওখানে পৌঁছার পর আমার হাতে আর কিছু নেই। আর টাকা ফেরত দিতে পারব না।' আমার কাছে কোনো কাগজপত্র নাই। আমি কোথায় যাবো, কী করব জানি না। দালাল এখন যোগাযোগ করছে না। মোবাইল ফোন বন্ধ করে রেখেছে। এ অবস্থায় আমার করণীয় বিষয়ে আপনাদের কাছে জানতে চাই।

বিশেষজ্ঞ মতামতঃ

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

আপনি দালালের সাথে যোগাযোগ করে স্থানীয়ভাবে মেডিয়েশনের মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করতে পারেন। সেখানে প্রতিকার না পেলে দালালের বিরুদ্ধে ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ৩১ ধারার বিধান মোতাবেক এখতিয়ারভূক্ত প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে একটি ফৌজদারী মামলা দায়ের করতে পারেন।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থাঃ

'অভিবাসীর আদালত'-এ প্রাপ্ত পরামর্শের ভিত্তিতে অভিযোগকারী রামরু'র সহায়তায় স্থানীয় মেডিয়েশন কমিটির কাছে মধ্যস্থতার জন্য আবেদন করেন। মেডিয়েশন কমিটির নোটিশ পাওয়ার পরও অভিযুক্ত ব্যক্তি অনুপস্থিত থাকায় মধ্যস্থতা প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। পরবর্তীতে অভিযোগকারী মামলা দায়েরের সিদ্ধান্ত নেন। এখন পর্যন্ত তিনি মামলা দায়ের করেননি।

৭১.

'অভিবাসীর আদালত'-এর ৩১তম অধিবেশনে পেশকৃত আবু বকরের অভিযোগঃ

আমি আবুবকর। আমার ঠিকানা এলেঙ্গা, কালিহাতী, টাঙ্গাইল। 'অভিবাসীর আদালত' অভিবাসীদের নিয়ে একটি সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে বিশেষজ্ঞ ও আইনজীবী উপস্থিত থাকেন প্রতারিত হওয়া অভিবাসীদেও পরামর্শ দিতে। অভিবাসীরা তাদের দুঃখ-কষ্টের কথা এই অনুষ্ঠানে তুলে ধরেন। আজ আমি 'অভিবাসীর আদালত'-এ নিজের অভিবাসনের গল্প শোনাতে এসেছি।

এলেঙ্গার রাজবাড়িতে আমার ছোট একটা মুদি দোকান ছিল। আমি রোজ দোকানে বসতাম। সারাদিন যা বিক্রি হতো তা দিয়ে কোনো রকমে সংসার চলতো। ছেলে-মেয়ে পড়াশুনা করতো। ওদের খরচ দিতে হতো। একটা সময় খুব অভাবে পড়ে যাই। আমার স্ত্রীর সাথে পাশের গ্রামের এক ভাবীর দেখা হয়। তার নাম হাসি বেগম। তার স্বামী মালয়েশিয়া থাকেন। সে আমার স্ত্রীকে বলে, 'আমার স্বামী মালয়েশিয়ায় লোক নেয়। তোমার স্বামী ওখানে গেলে আনেক টাকা রোজগার করতে পারবে। সংসারে আর কোনো অভাব থাকবে না।' আমার স্ত্রী আমাকে এসে বলে এসব কথা। আমি ভেবে দেখলাম প্রস্তাব খারাপ না। আমি হাসি বেগমের কাছে যাই বিস্তারিত জানার জন্য। হাসি বেগম বলে, '৩,৬৫,০০০/- টাকা (৪,২৯৭/- ইউএস ডলার) লাগবে'। এছাড়াও বলে, কোম্পানিতে কাজ দেবে ২০,০০০/- টাকা (২৩৫/- ইউএস ডলার) এবং কাজ করার সময় অসুস্থ হলে কোম্পানি তার দায়িত্ব নেবে। সব শুনে আমার ভাল লাগে। আমি ঋণ করে টাকা গুছিয়ে ২০১৮ সালের নভেম্বর মাসে দালাল হাসি বেগম-কে তার প্রস্তাবমতো টাকা দিই। আমার মেডিকেল টেস্ট হয়। মেডিকেল রিপোর্ট আমি দেখতে চাইলে দালাল বলে, 'সব ঠিক আছে'। মালয়েশিয়া পাঠানোর সময় আমি আমার কাগজপত্র চাই। দালাল বলে, ওখানে যাওয়ার পর দশ বছর পর্যন্ত কোনো কাগজ লাগবে না। এই কথা বিশ্বাস করে আমি মালয়েশিয়া চলে যাই।

ওখানে যাওয়ার পর কোম্পানিতে কাজ পাই কিন্তু আবার মেডিকেল টেস্ট করাতে বলে। আমি বলি, বাংলাদেশ থেকে সব ঠিক করে আসছি। কোম্পানি তখন বলে, 'রিপোর্ট দেখাও'। আমার কাছে কোনো কাগজপত্র ছিল না। তাই ওদের কথায় মেডিকেল টেস্ট করানোর জন্য রাজী হয়ে যাই। আমাকে দশদিন একটা ঘরে আটকে রাখে এবং তারপর মেডিকেল করায়। দুইদিন পর রিপোর্ট আসে কিন্তু আমাকে মেডিকেল রিপোর্ট দেখায় না। শুধু বলে, আমার রক্তে ভাইরাস আছে। আমি এই কোম্পানিতে কাজ করতে পারব না। আমি সাথে সাথে দালালের সাথে যোগাযোগ করি। দালাল আমাকে বলে, 'তুমি পালিয়ে থাকো। আমি তোমাকে অন্য কোম্পানিতে কাজ দিবো।' আমি ওই দেশের কিছুই চিনি না। কোথায় যাবো, আর থাকবইবা কোথায়। আর একবার পুলিশ ধরলে জীবন শেষ। তাই প্রাণ বাঁচাতে দেশে চলে আসি।

দেশে ফিরে দালালের সাথে যোগাযোগ করে টাকা ফেরত চাই। দালাল টাকা ফেরত দিতে পারবে না বলে দেয়। গ্রামের লোকজন নিয়ে সালিশ ডাকি। সাইলশে দালাল আসে এবং জোর গলায় বলে যে এই ঘটনার সাথেই সে জড়িত না। সালিশে আমি কিছু প্রমাণ করতে পারিনি। এখন আমি কার কাছে যাবো, টাকা কিভাবে ফেরত পাবো। আপনাদের কাছে আমার করণীয় বিষয়ে জানতে চাই।

বিশেষজ্ঞ মতামত:

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনে বলা আছে, বিদেশ যাওয়া একজন নাগরিকের অধিকার। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কারও অধিকার খর্ব করতে পারবে না। যিনি যাচ্ছেন তারও কিছু দায়িত্ব-কর্তব্য আছে। এরকম লোক বা দালাল অনেক আছে। মেডিকেল টেস্ট কিন্তু অত্যন্ত জরুরী একটি বিষয়। আপনার ঘটনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, শুরু থেকেই আপনার সাথে প্রতারণা করা হয়েছে। এ কারণে আপনি

২০১৩ সালের আইনের ৩১ ধারায় মামলা দায়ের করতে পারেন। এছাড়াও ডেমো অথবা বিএমইটি-তে যোগাযোগ করতে পারেন।

ড. নুরুল ইসলাম, পরিচালক প্রশিক্ষণ, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)
পরিকল্পিতভাবে শুরু থেকেই আপনার সাথে প্রতারণা করা হয়েছে। একটু যদি বিএমইটি অথবা টিটিসি থেকে কোন রকমের তথ্য নিয়ে যেতেন তাহলে এমন প্রতারণার স্বীকার হতেন না। ভবিষ্যতে সতর্ক হবেন। বিএমইটি-তে একটি অভিযোগ দাখিল করতে পারেন।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:
'অভিবাসীর আদালত'-এ প্রাপ্ত পরামর্শের ভিত্তিতে অভিযোগকারী রামরু'র সহায়তায় স্থানীয় মেডিয়েশন কমিটির কাছে মধ্যস্থতার জন্য আবেদন করেন। কমিটি দুই পক্ষকে নোটিশ প্রদান করে মধ্যস্থতার আয়োজন করে। সেখানে উভয় পক্ষ উপস্থিত হয়ে ৫০,০০০/- টাকায় (৫৮৮/- ইউএস ডলার) অভিযোগটি মিমাংসা করেন।

৭২.
'অভিবাসীর আদালত'-এর ৩২তম অধিবেশনে পেশকৃত পলান দাসের অভিযোগ:

আমি পলান দাস। আমার বাড়ি টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুরে। আমার শ্বশুরবাড়ির এক লোক বিদেশে গিয়ে প্রতারিত হয়েছে। সে আমাকে বলল, "টিভিতে 'অভিবাসীর আদালত' নামে একটি অনুষ্ঠান হয়। আমি ওখানে গিয়ে নিজের সমস্যার কথা বলে সমাধান পেয়েছি। তুমিও তো একটা প্রতারণার শিকার। 'অভিবাসীর আদালত'-এ গিয়ে তোমার দুঃখের কথা বললে, বিশেষজ্ঞরা আইনগত প্রতিকার বলে দেবে।" তাই আজ আমি 'অভিবাসীর আদালত'-এ এসেছি নিজের ভোগান্তির গল্প বলতে।

দালাল মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের বাড়ি আমাদের এলাকায়। সে একদিন আমার বাড়ি এসে বলে, আমার কাছে মালেশিয়ার একটা ভিসা আছে। খুব ভালো ভিসা। ২২,০০০/- টাকা (২৫৯/- ইউএস ডলার) মাসিক বেতন, দুই বছরের চুক্তি। যেতে মোট খরচ হবে ৩,৫০,০০০/- টাকা (৪,১২৫/- ইউএস ডলার)। আমার আর্থিক অবস্থা তেমন ভালো ছিল না। ছোট-খাট ব্যবসা করে কোনো মতে সংসার চালাই। তাই মালয়েশিয়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। ঋণ করে টাকা জোগাড় করে ২০১৮ সালের অক্টোবরে দালালকে ব্যাংকের মাধ্যমে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা দিই। দালাল প্রথমে আমার পাসপোর্ট করে, তারপর মেডিকেল টেস্ট করায়। এরপর সকল কাগজপত্র তৈরী করে আমাকে মালেশিয়া পাঠায়।

মালেশিয়া যাওয়ার পর কথামতো কাজ পাই। বেতনও ভাল ছিল। ভালো ভাবেই কাজ করছিলাম। এভাবে দুই মাস কেঁটে গেল। দুই মাস পর নিয়োগকর্তা হঠাৎ একদিন বলে, 'তোমাকে মেডিকেল টেস্ট করাতে হবে'। দুই দিন পর আমাকে নিয়ে গিয়ে মেডিকেল টেস্ট করায়। রিপোর্ট আসার পরে আমাকে বলে, 'তুমি মেডিকেলে আনফিট। তুমি আমার এখানে কাজ করতে পারবা না। তোমাকে দেশে যেতে হবে। ২৪ জানুয়ারি তোমাকে দেশে পাঠিয়ে দেবো।' একথা শোনার পর, আমি দালাল মনিরুজ্জামানের সাথে যোগাযোগ করি। দালাল আমাকে বলে, 'তুমি ওখান থেকে পালিয়ে যাও। তোমাকে অন্য জায়গায় কাজ দেবো।' আমি তখন ভাবি, এই দেশের

কোনো জায়গা চিনি না, পালিয়ে কই যাবো। আর যদি পুলিশে ধরে তখন আমার জীবনটাই নষ্ট হয়ে যাবে। এগুলো ভেবে আমি ২৩ জানুয়ারি দেশে চলে আসি।

দেশে আসার পর দালালের সাথে যোগাযোগ করি। দালাল বলে, 'আমি তো কিছুই করিনি। আমি তোমাকে একটা এজেন্সির মাধ্যমে পাঠিয়েছি। ওরা তোমার মেডিকেল টেস্ট করেছে। ফিট দেখিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে।' এরপর দালাল আমাকে কেথারসিস এজেন্সিতে পাঠিয়ে দেয়। আমি ওখানে গিয়ে নিজের সমস্যার কথা খুলে বলি। ওরা আমাকে ক্ষতিপূরণ দেবে বলে একটা ফরম পূরণ করতে বলে। আমি ফরম পূরণ করি। ওরা ফরমের সাথে আমার পাসপোর্ট রেখে দেয় আর বলে, দিতে এক সপ্তাহ সময় লাগবে। আমি চলে আসি। এক সপ্তাহ পর ফোন করি। ওরা বলে, 'আমাদের বস অফিসে আসেনি'। তারপর কোনো যোগাযোগ হয়নি। এদিকে যাদের কাছ থেকে টাকা ঋণ নিয়েছিলাম তারা বাড়িতে এসে ঝামেলা করছে। আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে শ্বশুরবাড়িতে আছি। বাড়ি যেতে পারছি না। আমি এই বিষয়টার সুষ্ঠু সমাধান চাই। আমি কী ভাবে এই সমস্যার প্রতিকার পাবো?

বিশেষজ্ঞ মতামত:

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

এত টাকার লাগার কথা না। আপনি প্রায় দ্বিগুনের বেশি টাকা দিয়ে মালয়েশিয়া গিয়েছেন। তাই এখানে প্রতারণা হয়েছে। আপনি বিএমইটি-তে একটি অভিযোগ করতে পারেন। ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের সবগুলো ধারা আমাদের জানার প্রয়োজন নাই। কিন্তু জরুরী বিধানগুলো জানা থাকা দরকার। তিন ধরণের স্টেকহোল্ডার যদি তাদের দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করে, তবে দুঃখের কাহিনি অনেক কম শুনতে হবে।

ড. নুরুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ পরিচালক, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)

মেডিকেলে আনফিট এই ধরণের সমস্যা হতে পারে, অনেক সময় গিয়েও হয় এই সমস্যা। কিন্তু সমস্যাটা কী সেটা ওনাকে জানাতে হবে, যেটা জানানো হয়নি। লেনদেনের সকল প্রমাণাদি সংরক্ষণ করবেন, তাহলে তারা আপনাকে সেই কমপেনসেশন দিতে বাধ্য থাকবে। বিএমইটি-তে একটা অভিযোগ করে রাখতে পারেন। কমপেনসেশনের টাকা যদি কম দেওয়া হয়, তবে আরেকটি অভিযোগ করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে আমরা ব্যবস্থা নিবো।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:

'অভিবাসীর আদালত' প্রচারের পর অভিযোগকারী সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সির কাছে লিখিত দিয়ে আসে যে, সে স্বেচ্ছায় দেশে ফেরত এসেছে। সুতরাং অভিযোগটি প্রত্যাহার হয়ে যায়।

৭৩.

'অভিবাসীর আদালত'-এর ৩২তম অধিবেশনে পেশকৃত ঠাণ্ডু মিয়ার অভিযোগ:

আমি ঠাণ্ডু মিঞা, টাঙ্গাইল সদরের বাসিন্দা। একদিন আমার মেয়ে এসে বলল, "আব্বা টিভিতে 'অভিবাসীর আদালত' নামে একটা অনুষ্ঠান হয়। ওখানে অভিবাসীরা তাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা বলে সঠিক সমাধান পায়।

আমার স্বামী সৌদি আরব গিয়ে যে প্রতারণার শিকার হয়েছে, সে কথা যদি আমরা এই অনুষ্ঠানে গিয়ে তুলে ধরি, তাহলে আমরা হয়ত একটা সমাধান পেতে পারি"। তাই আজ নিজের জামাইয়ের অভিবাসনের অভিজ্ঞতা বলতে 'অভিবাসীর আদালত'-এ এসেছি।

আমার মেয়েকে বিয়ে দিই পাশের গ্রামের মোঃ খলিল মিয়ার সাথে। আমার মেয়ে ভালই ছিল জামাইয়ের সাথে। হঠাৎ একদিন আমার জামাই বলে, 'আব্বা, আমি সৌদি আরব যাব। ওখানে গেলে মাসে অনেক টাকা রোজগার করতে পারব। আমি আমার পরিবারকে ভালো রাখতে পারব। দালাল জব্বারের সাথে আমার কথা হয়েছে। সে আমাকে সৌদি আরবের একটি মার্কেটে ক্লিনারের কাজ দেবে। দুই বছরের চুক্তি, মাসিক বেতন ২৫,০০০/- টাকা (২৯৫/- ইউএস ডলার)। যাওয়ার জন্য খরচ পড়বে ৫,১০,০০০/- টাকা (৬,০২৪/- ইউএস ডলার)।' জামাইয়ের আগ্রহ দেখে আমিও তাকে সমর্থন করলাম। সে ঋণ করে দালালকে টাকা দেয়। কথামতো দালাল ২০১৮ সালের মে মাসে জামাইকে সৌদি আরব পাঠায়।

সৌদি আরব যাওয়ার পর খলিল চুক্তি অনুযায়ী কাজ পায় না। ক্লিনারের কাজ না দিয়ে তাকে অন্য কাজ দেয়। মাসিক বেতন ২৫,০০০/- টাকা না দিয়ে তাকে দেয় ১৫,০০০/- টাকা (১৭৭/- ইউএস ডলার)। এই টাকা দিয়ে সে নিজের খরচই ঠিকমতো চালাতে পারত না। তার ওপর বেতন নিয়মিত হতো না। অনাহারে-অর্ধাহারে দিন-যাপন করতে হতো তাকে। বাড়িতে কোনো টাকা পাঠাতে পারত না। এদিকে আমার মেয়ে তার ছেলেকে নিয়ে অনেক কষ্টে দিন কাটাতে থাকে। ঠিকমতো ছেলের লেখাপড়ার খরচ দিতে না পারায় লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। তার ওপর বাড়তে থাকে পাওনাদারদের চাপ। আমার মেয়ে স্বামীর বাড়িতে থাকতে না পেরে বাধ্য হয়ে আমার বাড়িতে চলে আসে।

আমরা দালালের সাথে যোগাযোগ করি। দালাল বলে, 'আমি এ বিষয়ে কিছুই করতে পারব না'। এলাকার লোকজন নিয়ে সালিশ ডাকলে দালাল আসে না। আমি এখন কী করবো বুঝতে পারছি না। আপনাদের কাছে আমার কী করণীয় তা জানতে চাই।

বিশেষজ্ঞ মতামত:

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

আপনি আপনার জামাইয়ের পক্ষে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো-তে (বিএমইটি) একটি অভিযোগ করতে পারেন। এছাড়াও দালাল অতিরিক্ত টাকা নেওয়ায় ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ৩১ ধারার বিধান ভঙ্গ হওয়ায় ও আপনার জামাই ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় দালালের বিরুদ্ধে এখতিয়ারভূক্ত আদালতে একটি দেওয়ানী মোকদ্দমাও করতে পারেন।

ড. নুরুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ পরিচালক, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো

তিনি বেতন ও কাজ সঠিকভাবে পাননি অর্থাৎ তিনি চুক্তিপত্রটি সঠিকভাবে দেখে যাননি। আপনার জামাইকে বলেন, চুক্তিপত্রটি নিয়ে দূতাবাসে যোগাযোগ করতে। দূতাবাস চুক্তিপত্রটি নিয়ে শ্রম আদালতে অভিযোগ করার চাপ দিলে, তার বেতনের সমস্যার সমাধান হতে পারে।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:

'অভিবাসীর আদালত'-এর সংশ্লিষ্ট পর্ব প্রচারের পর দালাল ও রিক্রুটিং এজেন্সির অভিযোগকারীর সাথে যোগাযোগ করে চুক্তি অনুযায়ী কাজ ও বেতন পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। সুতরাং অভিযোগটির নিষ্পত্তি হয়েছে।

৭৪.

'অভিবাসীর আদালত'-এর ৩২তম অধিবেশনে পেশকৃত মোঃ জাহাঙ্গীরের অভিযোগ:

আমি মোঃ জাহাঙ্গীর। আমার বাড়ি টাঙ্গাইল জেলার গালা থানার ভাট চান্দা গ্রামে। আমি এক দালালের দ্বারা প্রতারণার শিকার। আমি জানতে পারি, টাঙ্গাইল জেলায় রামরু অভিবাসীদের নিয়ে কাজ করে। তারা অভিবাসীদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের উপায় বলে দেয়। আমি তাদের সাথে যোগাযোগ করি এবং আমার সমস্যার কথা বলি। তারা আমাকে 'অভিবাসীর আদালত'-এ নিয়ে আসে। আজ আমি আপনাদের সামনে এসেছি, বিদেশ যেতে গিয়ে গিয়ে দালালের দ্বারা প্রতারিত হওয়ার গল্প শোনাতে।

২০১৭ সালে প্রথম বিদেশ যাওয়ার চিন্তা আমার মাথায় আসে। বিদেশ যাওয়ার আগ্রহের কথা বলি দালাল উজ্জ্বল-কে। উজ্জ্বলের বাড়ি আমার পাশের গ্রামে। সব শুনে সে আমাকে বলে, কনস্ট্রাকশনের কাজে মালয়েশিয়া পাঠাবে। সে আরো বলে, আমি ওখানে গেলে যতদিন ইচ্ছা থাকতে পারব। মাসে ৪০,০০০/- টাকার (৪৭২/- ইউএস ডলার) মতো বেতন পাবো। খরচ হবে সাড়ে ৩ লক্ষ টাকার মতো। এতো টাকা বেতনের কথা শুনে আমি মালয়েশিয়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। জমি বিক্রি করে, কিছু টাকা ধার করে অনেক কষ্টে ৩,২০,০০০/- টাকা (৩,৭৭৯/- ইউএস ডলার) জোগাড় করে ২০১৮ সালের দালাল উজ্জ্বলকে দিই। টাকা কিছু অল্প হলেও দালাল মেনে নেয়।

কথামতো দালাল আমার সব কাগজপত্র তৈরি করে দেয়। একসময় আমাকে ভিসাও দিয়ে দেয়। যাওয়ার তারিখ পড়ে। আমাকে এয়ারপোর্টে নিয়ে আসে। কিন্তু আমার ফ্লাইট হয় না। তারা আমাকে বলে, 'আর ফ্লাইট হবে না। তুমি বাড়ি যাও'। আমি বাড়ি চলে আসি। কিছুদিন পর আবার ফ্লাইটের কথা বলে আমাকে ঢাকায় আনে। এইবারও ফ্লাইট হয় না। এভাবে পরপর চারবার আমাকে এয়ারপোর্ট থেকে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। এক সময় ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। আমি দালালের সাথে যোগাযোগ করলে সে আমাকে সৌদি আরব পাঠানোর প্রস্তাব দেয়। আমি সৌদি আরব যেতে রাজী হই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে আমাকে ওখানে পাঠাতেও ব্যর্থ হয়। তখন আমি সিদ্ধান্ত নিই আর বিদেশই যাবো না।

আমি দালালের কাছ থেকে টাকা ফেরত চাই। প্রথমে বলে টাকা ফেরত দেবে। কিন্তু নির্ধারিত সময় পার হয়ে যায়, টাকা দেয় না। পরে যোগাযোগ করলে দিবো দিবো করেও দেয় না। এভাবে আমার আনেক ভোগান্তি হয়। এখন যোগাযোগ করাও সম্ভব হচ্ছে না। মোবাইল বন্ধ করে রেখেছে সে। আমি কিভাবে টাকা আদায় করব, উপায় বলে দেন আপনারা।

বিশেষজ্ঞ মতামতঃ

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

মোঃ জাহাঙ্গীরকে আমি অনুরোধ করব সালিসের মাধ্যমে সুরাহার চেষ্টা করতে। যদি স্বেচ্ছায় টাকা না দেয় তাহলে কাগজপত্র গুছিয়ে ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ৩১ ধারায় একটি ফৌজদারী মামলা ও ২৮ ধারার একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা দায়ের করতে পারেন।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থাঃ

'অভিবাসীর আদালত'-এর সংশ্লিষ্ট পর্ব প্রচার হওয়ার পর অভিযোগকারী স্থানীয় মেডিয়েশন কমিটির কাছে মধ্যস্থতার জন্য অনুরোধ করে। কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তি পরিবারসহ অন্যত্র থাকায় নোটিশ প্রদান করা সম্ভব হয় না। পরবর্তীতে অভিযোগকারীও আর অভিযোগটি পরিচালনা করতে চায় না।

৭৫.

'অভিবাসীর আদালত'-এর ৩৩তম অধিবেশনে পেশকৃত মোঃ রেজাউল করিমের অভিযোগঃ

আমার নাম মোঃ রেজাউল করিম। আমি টাঙ্গাইলের কালিহাতীর বাসিন্দা। আমার এক বন্ধুর কাছে জানতে পারি, টিভিতে 'অভিবাসীর আদালত' নামে একটা অনুষ্ঠান হয়। সে বলে, 'অনুষ্ঠানটিতে বিশেষজ্ঞরা অভিবাসীদের সাথে ঘটে যাওয়া নানা প্রতারণার প্রতিকার নিয়ে আলোচনা করে এবং তাদের ন্যায়বিচার পেতে সাহায্য করে। তুমি তো বিদেশ যেতে গিয়ে প্রতারণার শিকার হয়েছো। সঠিক বিচার পাচ্ছো না। তুমি 'অভিবাসীরা আদালত'-এ গিয়ে তোমার সমস্যার কথা বললে সমাধান পেতে পারো'। তাই আমিও ন্যায়বিচার পেতে এবং নিজের অভিজ্ঞতার কথা শোনাতে আজ এখানে এসেছি।

আমার আর্থিক অবস্থা তেমন ভালো ছিল না। এলাকার আরো কয়েকজনের বিদেশ যাওয়া দেখে আমিও সিদ্ধান্ত নিই বিদেশ যাওয়ার। বিদেশ যাওয়ার সঠিক উপায় জানতাম না। তাই আমি দালাল মোঃ তোফাজ্জল হোসেনের সাথে যোগাযোগ করি। সে আমাকে বলে, 'আমি তোমাকে অল্প টাকায় বিদেশ পাঠাতে পারব। আমার হাতে ব্রুনাইয়ের একটা ভিসা আছে। দুই বছরের চুক্তিতে কোম্পানিতে কাজ করতে হবে। ৩,৫০,০০০/- টাকা (৪,১২৫/- ইউএস ডলার) লাগবে।' আমি অনেক চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিই ব্রুনাই যাওয়ার। আমার এক আত্মীয়র কাছে থেকে টাকা ধার করে ২০১৮ সালে দালাল তোফাজ্জলকে ৩,৫০,০০০/- টাকা দিই। সে বাকী সব ব্যবস্থা করে আমাকে ব্রুনাই পাঠিয়ে দেয়।

ব্রুনাই পৌঁছার পর জানতে পারি, আমাকে যে কোম্পানিতে কাজ দেবে বলে পাঠিয়েছে সেই কোম্পানির অস্তিত্ব নাই। আমাকে একটা ঘরে আটকে রাখে। জান বাঁচানোর মতো অল্প করে খাবার দেয়। কথা বললেই অনেক মারধোর করে। এভাবে এক মাস অতিবাহিত হলে একটা সাপ্লাই কোম্পানিতে কাজ দেয়। ওখানে তিন মাস কাজ করার পর কোনো কারণ না বলে হঠাৎ আমাকে দেশে পাঠিয়ে দেয়। দেশে পাঠানোর আগে আমার থেকে ২০০/- ইউএস ডলার (১৭,০০০/- টাকা) নিয়ে নেয়।

দেশে আসার পরে দালালের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি। দালাল দেখা দিতে চায় না। তার বাড়িতে গিয়েও তার দেখা পাই না। ফোন করলে ধরে না। আমার কাছে কোনো কাগজপত্র নেই। কোন এজেন্সির মাধ্যমে গেছি তাও জানা না থাকায় এজেন্সির সাথে যোগাযোগ করতে পারছি না। এখন কী করব বুঝতে পারছি না। 'অভিবাসীর আদালত'-এর কাছে পরামর্শ চাই।

বিশেষজ্ঞ মতামত:

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

মোঃ রেজাউল করিম, আপনি টাংগাইল ডেমো অফিসে গিয়ে ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ৪১ ও ৪৩ ধারা মোতাবেক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি হিসাবে ক্ষতিপূরণ আদায়ের একটা আবেদন এবং ৩১ ধারার বিধান মোতাবেক এখতিয়ারভূক্ত ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে একটি ফৌজদারী মামলা দায়ের করতে পারেন।

আতাউর রহমান, পরিচালক, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)

ব্রুনাই যেতে সরকারি ভাবে যে খরচ লাগে, আপনি তার চেয়ে অনেক বেশি টাকা দিয়েছেন। সরাসরি জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)-তে এসে অভিযোগ করলে খুব দ্রুত সমাধান পাবেন।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:

'অভিবাসীর আদালত'-এ প্রাপ্ত পরামর্শের ভিত্তিতে অভিযোগকারী রামরু'র সহায়তায় স্থানীয় মেডিয়েশন কমিটির কাছে মধ্যস্থতার জন্য অনুরোধ করে। কমিটি দুই পক্ষকে নোটিশ প্রদান করে মধ্যস্থতার আয়োজন করে এবং তৃতীয় অধিবেশনে গিয়ে ৯৫,০০০/- টাকায় (১,১১৫/- ইউএস ডলার) অভিযোগটির মিমাংসা হয়।

৭৬.

'অভিবাসীর আদালত'-এর ৩৩তম অধিবেশনে পেশকৃত মোঃ মুক্তার আলীর অভিযোগ:

আমি মোঃ মুক্তার আলী। আমার ঠিকানা টাঙ্গাইলের এলেঙ্গা। আমি বিদেশ যেতে গিয়ে প্রতারণার শিকার হই। আমার এলাকায় রামরু'র কর্মীরা অভিবাসীদের নিয়ে কাজ করে। তারা অভিবাসীদের ন্যায়বিচার দিতে সাহায্য করে। এছাড়াও অভিবাসন সংক্রান্ত সকল তথ্য দিয়ে তাদের সাহায্য করে। আমার সংকটের কথা তাদের খুলে বললে, তারা আমাকে 'অভিবাসীর আদালত'-এ নিয়ে আসে। আজ আমি আপনাদের সামনে এসেছি, নিজের সংকটের গল্প শোনাতে।

আমার বন্ধুর পরিচিত এক দালাল ছিল। তার নাম সামাদ মিয়া। একদিন সে আমাকে বলল, 'আমি শুনলাম তুমি নাকি পরিবার নিয়ে খুব কষ্টে আছো। আমার কাছে লিবিয়ার একটা ভিসা আছে। একবার কষ্ট করে টাকা জোগাড় করে, ঋণ করে হলেও যদি যেতে পারো; চার-পাঁচ মাসের মধ্যে সকল ঋণ শোধ করে দিতে পারবে, আবার বাড়িতে টাকা পাঠাতেও পারবে।' ওখানে গিয়ে কী কাজ করতে হবে, আর কত টাকা লাগবে জানতে চাইলে দালাল বলল, 'তোমাকে ওখানে একটা কোম্পানিতে কাজ করতে হবে। ২,৯০,০০০/- টাকা (৩,৪১৮/- ইউএস ডলার) খরচ হবে।' পরিবারের কথা চিন্তা করে আমি রাজি হয়ে যাই। আমি কিছু চাষের জমি বিক্রি করে এবং

কিছু টাকা ঋণ করে ২০১৪ সালে দালাল সামাদকে প্রস্তাবমতো টাকা দিই। টাকা লেনদেনের সময় দালাল রসিদ দেয় না দেখে, আমি গ্রামের মেম্বার ও মহল্লার কিছু লোক ডেকে তাদের সামনে টাকা দিই।

টাকা নেওয়ার পর বেশ কিছুদিন হয়ে যায়, দালাল আমাকে লিবিয়া পাঠাতে পারে না। আমি দালালকে চাপ দিলে সে আমাকে বলে, 'লিবিয়ায় এখন লোক নিচ্ছে না, আমি তোমাকে কাতার পাঠাতে পারব।' আমি রাজি হয়ে যাই কাতার যাওয়ার জন্য। তখন দালাল আমার জন্য জাল পাসপোর্ট বানায়। আমি প্রথমে জানতাম না জাল পাসপোর্টের কথা। যাওয়ার সময় এয়ারপোর্টে গিয়ে দেখি, আমার পাসপোর্টে লেখা আমি নেপালের নাগরিক। আমি তাকে বলি, আমি এই পাসপোর্টে যাবো না। দালাল তখন বলে, 'তুমি না গেলে, তোমার টাকা মার যাবে।' আমি বাধ্য হয়ে চলে যাই।

আমাকে প্রথমে নেপাল পাঠিয়ে দেয়। নেপাল থেকে কাতার। কাতার গিয়ে আমি যে নিয়োগকর্তার কাছে কাজ করার জন্য গেছি, তাকে আমি খুজে পাই না। সেখানে রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরি। টাকার অভাবে খেতে পারি না। খাবার না খেতে খেতে অসুস্থ হয়ে যাই। মসজিদে-মসজিদে রাত কাটাই। এভাবে কিছুদিন থাকার পর একদিন আমাকে পুলিশ ধরে, আর পাসপোর্ট দেখে নেপাল পাঠিয়ে দেয়। নেপালে যাওয়ার পর এয়ারপোর্টে পুলিশ আমাকে ধরে, আর আমার জাল পাসপোর্ট দেখে আমাকে হাজতে দেয়। সেখানে ২৭ দিন হাজতে থাকার পর আমি মুক্তি পাই, আর বাড়িতে যোগাযোগ করে দেশে চলে আসি।

দেশে আসার পর দালালের সাথে যোগাযোগ করে টাকা ফেরত চাই। সে টাকা দেবে বলে স্বীকার করে। সে ঘোরায়, টাকা দেয় না। আমি সাক্ষীদের নিয়ে সালিশ ডাকি, কিন্তু দালাল সাড়া দেয় না। কিভাবে টাকা ফেরত পাবো আপনাদের কাছে জানতে চাই।

বিশেষজ্ঞ মতামত:

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

আপনার দুঃখজনক ঘটনা শুনলাম। এখানে সুস্পষ্টভাবে প্রতারণা হয়েছে। আপনি রামরু'র লিগ্যাল সাপোর্ট সেলের মাধ্যমে বিএমইটি-তে এই অভিযোগটি নিয়ে আসলে দ্রুত সমাধান হবে। আপনি ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ৩১ ধারার বিধান অনুযায়ী একটি ফৌজদারী মামলা এবং টাকা আদায়ের জন্য একই আইনের ২৮ ধারা অনুসারে একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা দায়ের করতে পারেন।

আতাউর রহমান, পরিচালক, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)

আপনি যথাশীঘ্র বিএমইটি-তে একটি অভিযোগ করেন। আপনার অভিযোগের ভিত্তিতে আমরা দ্রুত ব্যবস্থা নেবো। আমাদের জন্য সহায়ক হবে, যে এজেন্ট আপনাকে পাঠিয়েছে তার কোনো ঠিকানা যদি আমাদের দিতে পারেন। আপনি যে টাকা লেনদেন করেছেন, সেখানে কোনো রশিদ বা ভাউচার রাখেননি। আমাদের জন্য অসুবিধা হলো সাক্ষী ডাকার পর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা অস্বীকার করে। এরপরও আমরা এজেন্সিকে ডেকে মুখোমুখি করে এটার একটা সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:

'অভিবাসীর আদালত'-এ প্রাপ্ত পরামর্শের ভিত্তিতে অভিযোগকারী স্থানীয় মেডিয়েশন কমিটির কাছে মধ্যস্থতার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্ত অভিযুক্ত ব্যক্তির ঠিকানা জানা না থাকায় অভিযোগটির জন্য মধ্যস্থতার আয়োজন করা সম্ভব হচ্ছিল না । চলতি বছরের মার্চ মাসে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়ার পর মধ্যস্থতা শুরু হয়। মধ্যস্থতা প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

৭৭.

'অভিবাসীর আদালত'-এর ৩৩তম অধিবেশনে পেশকৃত নজরুল ইসলামের অভিযোগ:

আমি নজরুল ইসলাম। আমার ঠিকানা টাঙ্গাইলের চরহুগড়া। আমার স্ত্রী বিদেশ যেতে গিয়ে সমস্যায় পড়েন। আমার এলাকায় রামরু অভিবাসী-কর্মীদের নিয়ে কাজ করে। তারা অভিবাসীদের ন্যায়বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করে। এছাড়াও অভিবাসীদেরকে অভিবাসন সংক্রান্ত সকল তথ্য দিয়ে সাহায্য করে। আমার স্ত্রীর সমস্যার কথা তাদের বললে, তারা আমাকে 'অভিবাসীর আদালত'-এ নিয়ে আসেন। আজ আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি, আমার স্ত্রীর অভিবাসনের গল্প তুলে ধরতে এবং তার কী অধিকার আছে তা জানতে।

আমার পাশের বাড়ির এক ভাইয়ের থেকে জানতে পারলাম সৌদি আরবে অনেক মহিলা কর্মী নিচ্ছে। অল্প টাকা দিয়ে সৌদি আরব গিয়ে নাকি বেশি টাকা উপার্জন করা যায়। এটা শুনে আমার স্ত্রী বিদেশে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে। আমি স্থানীয় দালাল আব্দুর রশিদের সাথে যোগাযোগ করি। সে বলে, ৫০,০০০/- টাকা (৫৮৯/- ইউএস ডলার) খরচ করলে সৌদি আরব পাঠাতে পারবে। হাসপাতালের চাকরি, মাসিক বেতন হবে ২৫,০০০/- টাকা (২৯৪/- ইউএস ডলার)। ওভারটাইম করে আরো বেশি টাকা রোজগার করতে পারবে। তার সাথে কথা বলে আমাদের ভাল লাগে। সব ভেবে আমার স্ত্রী যাওয়ার ব্যাপারে রাজী হয়ে যায়।

দালাল আব্দুর রশিদ এর মাধ্যমে আমার স্ত্রী শেফালী-কে সৌদি আরব পাঠাই। ওখানে যাওয়ার পর চুক্তি অনুযায়ী কাজ দেয় না। হাসপাতলে কাজ না দিয়ে বাসা-বাড়িতে কাজ দেয়। এমনকি একমাস অতিবাহিত হয়ে গেলেও বেতন দেয় না। দুই থেকে তিন মাস পর মাত্র ১৫,০০০/- টাকা (১৭৬ ইউএস ডলার) বেতন দেয়। ঠিকমতো খাবারও দেয় না। বেতন নিয়ে কথা বললে মারধোর করে। সে এখন খুবই অসুস্থ। নিয়োগকর্তা বাড়িতে যোগাযোগ করতে দেয় না। আমার স্ত্রী মাঝেমধ্যে লুকিয়ে ফোন করে কান্নাকাটি করে।

আমি দালালের সাথে যোগাযোগ করলে সে কিছু করতে পারবে না বলে দেয়। আমি কোথায় যাবো কী করবো বুঝতে পারছি না। গ্রামের একজনের পরামর্শে টাঙ্গাইল ডেমো অফিসে গিয়ে দরখাস্ত করি। আজ 'অভিবাসীর আদালত'-এ এসে আমার স্ত্রীর দূর্ভোগের কথা তুলে ধরলাম। আমার স্ত্রীকে কিভাবে ফিরিয়ে আনব আমাকে একটু বলে দেন।

বিশেষজ্ঞ মতামত:

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

আমাদের সকলকে সচেতন হতে হবে। ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন অনুসরণ করে কেউ যদি বিদেশ যায় তাহলে আজ আমরা যে করুণ ঘটনা শুনছি, এটা আর শুনতে হয় না। আপনি দালালের

বিরুদ্ধে ২০১৩ সালের আইনের ৩১ ধারায় ফৌজদারি মামলা দায়ের করতে পারেন এবং তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য ২৯ ধারার বিধান মোতাবেক বিএমইটি-তে অভিযোগ করতে পারেন।

আতাউর রহমান, পরিচালক, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)
যে এজেন্সি আপনার স্ত্রী-কে পাঠিয়েছে সেই এজেন্সির নাম উল্লেখ করে দ্রুত বিএমইটি-তে একটি দরখাস্ত করেন। আমরা যত দ্রুত সম্ভব ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:
'অভিবাসীর আদালত' প্রচার হওয়ার পর রামরু'র লিগ্যাল সাপোর্ট সেল-এর সহায়তায় অভিযোগকারী বিএমইটি-তে একটি অভিযোগ দাখিল করেন। বিএমইটি'র উদ্যোগে অভিযোগকারীর স্ত্রী-কে দেশে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।

৭৮.
অভিবাসীর আদালত'-এর ৩৪তম অধিবেশনে পেশকৃত মোঃ ইসমাইল হোসেনের অভিযোগ:

আমার নাম মোঃ ইসমাইল হোসেন। আমি টাঙ্গাইলের ভূয়াপুরের বাসিন্দা। একদিন টিভি দেখছিলাম। চ্যানেল পরিবর্তন করতেই দেখতে পাই, একজন অভিবাসী তার দুঃখ-কষ্টের কথা বলছেন। আমি মনোযোগ দিয়ে অনুষ্ঠানটি দেখতে লাগলাম। সবাই অভিবাসন নিয়ে তদের নানা রকমের অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন এবং বিশেষজ্ঞরা সঠিক সমাধানের উপায় বলে দিচ্ছিলেন। এই দেখে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, এই অনুষ্ঠানটিতে এসে আমার কথা তুলে ধরব। দেরী না করে অনুষ্ঠানের নাম এবং সেখানে যাওয়ার উপায় জেনে নিলাম। আজ আমার নিজের দুঃখ-দূর্ভোগের কথা জানাতে 'অভিবাসীর আদালত'-এ এসেছি।

আমি একটি ছোট দোকানে কাজ করতাম। কাজ করে যা পেতাম তা দিয়ে ভালভাবে সংসার চালাতে পারতাম না। মনে মনে অন্য কিছু করার চিন্তা-ভাবনা করছিলাম। একদিন কাজে গিয়ে জানতে পারলাম, মেরিস ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সির মাধ্যমে অল্প খরচে বিদেশ যাওয়া যাবে। শুনে বিদেশ যাওয়ার ব্যাপারে অনেকটা আগ্রহ তৈরি হয় আমার। আমি বাড়িতে গিয়ে ইচ্ছার কথা জানাই। আলাপ-পরামর্শের পর বাড়ির সবাই সম্মতি জানায়। বাড়ির সবার ইতিবাচক মতামত পেয়ে আমি একদিন এজেন্সিতে যাই এবং তাদের সাথে কথা বলি। ওরা বলে, কোরিয়ান কোম্পানিতে কাজ দিয়ে ইরাক পাঠাবে। অনেক ভালো বেতন পাওয়া যাবে। যাওয়ার জন্য লাগবে ১,৬০,০০০/- টাকা (১,৮৮৭/- ইউএস ডলার)। আমি ঋণ করে টাকা জোগাড় করে এজেন্সিকে দিই। ওরা আমার সকল কাগজপত্র ঠিক করে আমার মেডিকেল টেস্ট করায়। টেস্টের ফলাফল ঠিক দেখিয়ে ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে আমাকে ইরাক পাঠিয়ে দেয়।

ইরাকে পৌঁছানোর পর ওখানে আমার কোম্পানি আমাকে আবার মেডিকেল টেস্ট করায়। টেস্টের ফলাফলে আমাকে আনফিট দেখায়। এরপর ওরা আমাকে আরো দু'বার মেডিকেল টেস্ট করে। পরের দু'বারের ফলাফলেও আমাকে আনফিট দেখায়। ওরা আমাকে বলে, আমার উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস ও জন্ডিস রোগ আছে। আমি সেখানে কাজ করতে পারব না, আমাকে দেশে পাঠিয়ে দেবে। একথা শোনার পর, আমি এজেন্সির সাথে

যোগাযোগ করি। তাদের বলি, 'আপনারা তো মেডিকেলে টেস্টে ফিট দেখালেন, তাহলে এখানে কেন আনফিট দেখায়?' এজেন্সি থেকে আমাকে বলে, 'আপনি চলে আসেন, আপনাকে আবার পাঠাব।' এরপর কোম্পানি থেকে আমাকে দেশে পাঠিয়ে দেয়।

দেশে ফিরে এজেন্সিতে যাই। তারা বলে, আবার পাঠাবে। আজ পাঠাবে, কাল পাঠাবে কিন্তু পাঠায় না। এক পর্যায়ে তারা বলে, 'আমাদের কিছু করার নেই।' আমি তখন টাকা ফেরত চাই। তারা টাকা ফেরত দিতে রাজী হয় না। আমি অনেক ক্ষতিগ্রস্ত। কিভাবে আমার সাথে ঘটে যাওয়া প্রতারণার প্রতিকার পেতে পারি?

বিশেষজ্ঞ মতামত:

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

মোঃ ইসমাইল হোসেন, আপনার কথা শুনলাম। আপনি আইন মেনেই ইরাক গিয়েছেন। যেহেতু, আপনি সেখানে কিছুদিন কাজ করেছেন সেহেতু, ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ৪১ ধারার বিধান মতে আপনি সরকারের কাছে একটি অভিযোগ উত্থাপন করতে পারেন। সাধারণত জন্ডিস, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস এসব রোগে আক্রান্ত থাকলে মেডিকেল টেস্টে এগুলো আমলে নেয় না। এখানে যেহেতু এজেন্সির নাম আছে, তাদের বিরুদ্ধে বিএমইটি-তে অভিযোগ দাখিল করা যাবে।

ড. নুরুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ পরিচালক, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)

এ বিষয়ে মেডিকেল প্রসেসকে দায়ী করা যায় না। আপনি যদি বুঝতে পারতেন যে, রাত জাগার কারণে এমনটা হয়েছে তবুও একটা ব্যবস্থা নেওয়া যেত। যেহেতু ফিরে এসেছেন, তাহলে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোতে একটি আবেদন করতে পারেন। টেস্টে যদি ভুল ধরা পড়ে তাহলেও আবেদন করা যায়।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:

'অভিবাসীর আদালত'-এ অভিযোগটি উত্থাপনের পর রামরু'র লিগ্যাল সাপোর্ট সেল-এর সহায়তায় বিএমইটি-তে একটি অভিযোগ দাখিল করেন মোঃ ইসমাইল হোসেন। এখনও অভিযোগটির নিষ্পত্তি হয়নি।

৭৯.

'অভিবাসীর আদালত'-এর ৩৪তম অধিবেশনে পেশকৃত মোঃ এমরান আলীর অভিযোগ:

আমি মোঃ এমরান আলী; টাঙ্গাইল সদরের বাসিন্দা। আমি বিদেশ যেতে গিয়ে প্রতারণার শিকার হই। আমার এলাকায় রামরু অভিবাসী-কর্মীদের নিয়ে কাজ করে। তারা অভিবাসীদের ন্যায়বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করে। এছাড়াও অভিবাসীদেরকে অভিবাসন সংক্রান্ত সকল তথ্য দিয়ে সাহায্য করে। আমার সমস্যার কথা তাদের বললে, তারা আমাকে 'অভিবাসীর আদালত'-এ নিয়ে আসেন। আজ আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি, আমার সমস্যার কথা তুলে ধরতে এবং আমার কী অধিকার আছে তা জানতে।

একদিন দালাল উজ্জ্বল মিয়া আমাদের বাড়িতে আসে। আমাকে বলে, দোকানে সেলস্‌ম্যানের কাজ দিয়ে সে ওমানে লোক পাঠায়। ৩,৫০,০০০/- টাকা (৪,১২৮/- ইউএস ডলার) খরচ করলে আমিও যেতে পারি। একবার

কষ্ট করে টাকা জোগাড় করতে পারলেই ঝামেলা শেষ। যেতে পারলে অনেক টাকা উপার্জন করা যাবে। আমি তখন চিন্তা করি, দেশে থাকলে তো বেশি টাকা উপার্জন করতে পারবো না। এখানে ব্যবসা করার চেষ্টা করেও তো খুব একটা সুবিধা করতে পারিনি। আমি ওমান গেলে আমার পরিবার অনেক ভালো থাকবে। আমি ভাবার জন্য কয়েকদিন সময় নিই। তিনদিন পরে দালাল উজ্জ্বল মিয়া আবার আমাদের বাড়িতে আসে। সব দিক ভেবে দালালের কথায় রাজী হয়ে যাই।

হাতে নগদ টাকা ছিল না। জমি বিক্রি করে প্রস্তাবমতো টাকা দালাল উজ্জ্বলকে দিই। দালালের মাধ্যমে আমার প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্র ও প্রক্রিয়া সম্পন্ন করি। এভাবে ২০১৭ সালের এপ্রিল মাসে ওমান চলে যাই। ওমান পৌঁছানোর পর আমাকে কোনো কাজ না দিয়ে দালালের পরিচিত এক লোকের বাসায় চার থেকে পাঁচ দিন আটকে রাখে। পরবর্তীতে আমাকে যে কাজ দেয় তেমন চুক্তি তার সাথে ছিল না। আমাকে বিক্রয়কর্মীর কাজ না দিয়ে রং মিস্ত্রির কাজ দেয়। আমি উপায় না পেয়ে কাজ করতে থাকি। কিন্তু মাস শেষ হয়ে গেলেও বেতন দেয় না। এভাবে কয়েকমাস পার হয়। ঠিকমতো খাবার পাই না। অন্য বাংলাদেশী ভাইদের থেকে ধার করে চলি। নিজের খাবার জোগাড় করার জন্য ওখান থেকে পালিয়ে যাই। অন্যের বাসায় বাথরুম পরিষ্কার, কাপড় কাঁচাসহ নানা ধরণের কাজ করে কোনোমতে টিকে থাকি। দেশে কোনো টাকা পাঠাতে পারতাম না। এদিকে দেশে আমার পরিবারেও খাওয়ার কষ্ট। এভাবে দশ মাস অতিবাহিত হওয়ার পর আমার পক্ষে সেখানে টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ পর্যায়ে ফেরার জন্য দেশ থেকে টাকা চাই। ওরা অনেক কষ্ট করে টাকা জোগাড় করে পাঠালে, আমি ফিরে আসি।

দেশে আসার পর দালালের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি। দালাল যোগাযোগ করতে চায় না। দালালের বাড়ি গেলেও তার দেখা পাই না। ফোন করলে ধরে না। আমার কাছে কোনো কাগজপত্র নেই। কোন এজেন্সির মাধ্যমে গেছি তাও জানি না, তাই এজেন্সির সাথে যোগাযোগ করতে পারছি না। এখন কী করবো বুঝতে পারছি না। আমি কিভাবে আইনগত প্রতিকার পেতে পারি তা আপনাদের কাছে জানতে চাই?

বিশেষজ্ঞ মতামতঃ

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

মোঃ এমরান আলী, আপনার কথা শুনলাম। আসলে শুরু থেকেই আপনার সাথে প্রতারণা করা হয়েছে। ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ৩১ ধারার বিধান মতে আপনি একটা ফৌজদারী মামলা দায়ের করতে পারেন। আপনি যেহেতু অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, সেহেতু উক্ত আইনের ২৮ ধারার বিধান মতে আপনি একটি দেওয়ানী মোকদ্দমাও দায়ের করতে পারেন। তবে মামলার পূর্বে স্থানীয় পর্যায়ে সালিশের মাধ্যমে মীমাংসার চেষ্টা করাটা উত্তম হবে।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থাঃ

'অভিবাসীর আদালত'-এ প্রাপ্ত পরামর্শ অনুযায়ী রামরু'র সহায়তায় স্থানীয় পর্যায়ে মধ্যস্থতার মাধ্যমে অভিযোগটির নিষ্পত্তি করেন মোঃ এমরান আলী। কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তির বাড়ি অন্যত্র হওয়ায় এবং তিনি মধ্যস্থতায় উপস্থিত না হওয়ায় মেডিয়েশন কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বিএমইটি-তে অভিযোগ করা হয়। পরবর্তীতে ৩,০০,০০০/- টাকায় (৩,৫২১/- ইউএস ডলার) অভিযোগটির মিমাংসা হয়।

৮০.

‘অভিবাসীর আদালত’-এর ৩৪তম অধিবেশনে পেশকৃত মোঃ সাইফুল ইসলামের অভিযোগ:

আমি মোঃ সাইফুল ইসলাম। আমি টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতী উপজেলার বাসিন্দা। আমার এক বন্ধুর কাছে জানতে পারি, টিভিতে ‘অভিবাসীর আদালত’ নামে একটা অনুষ্ঠান হয়। সে বলে, “অনুষ্ঠানটিতে বিশেষজ্ঞরা অভিবাসীদের সাথে ঘটে যাওয়া নানা প্রতারণার প্রতিকার নিয়ে আলোচনা করে এবং তাদের ন্যায়বিচার পেতে সাহায্য করে। তুমি তো বিদেশ যেতে গিয়ে প্রতারণার শিকার হয়েছো। সঠিক বিচার পাচ্ছো না। তুমি ‘অভিবাসীরা আদালত’-এ গিয়ে তোমার সমস্যার কথা বললে সমাধান পেতে পারো”। তাই আমিও ন্যায়বিচার পেতে এবং নিজের অভিজ্ঞতার কথা শোনাতে আজ এখানে এসেছি।

দালাল মোহাম্মদ মীর জাফর আমার প্রতিবেশী। বহুদিন ধরেই শুনি সে মালেশিয়ায় লোক পাঠায়। অনেকেই বিদেশে গিয়ে অনেক টাকা আয় করে। তাই বিদেশ যাওয়ার ব্যাপারে আমিও ভেতরে-ভেতরে আগ্রহী হয়ে উঠি। দালাল মালয়েশিয়ায় লোক পাঠায় শুনে আমি মালয়েশিয়া যাওয়া নিয়েই ভাবতে শুরু করি। আমি নিজে থেকেই উদ্যোগী হয়ে দালালের সাথে কথা বলি। সে আমাকে বলে ৩,৮০,০০০/- টাকা (৪,৪৮২/- ইউএস ডলার) দিলে আমাকে ফ্যাক্টরিতে কাজ দিয়ে মালয়েশিয়া পাঠাবে। দালালের প্রস্তাবে রাজি হয়ে যাই। দালাল আমার সাথে দুই বছরের চুক্তি করে, আর আমার বেতন ধরে ২৫,০০০/- টাকা (২৯৪/- ইউএস ডলার)।

টাকা জোগাড় করতে খুব কষ্ট হয়। ধার-দেনা করে ১,২০,০০০/- (১,৪১৫/- ইউএস ডলার) টাকা জোগাড় করে দালালকে দিই। দালাল আমাকে পাসপোর্ট দেয়। এর কিছুদিন পর ভিসার একটি কপি দিয়ে আমাকে বাকি টাকার জন্য চাপ দিতে থাকে। আমি তখন চেক করে জানতে পারি, এটা জাল ভিসা। আমি খুবই হতাশ হয়ে পড়ি। গ্রামের লোকজন নিয়ে সালিশের মাধ্যমে টাকা ফেরত চাই। সে খুব তাড়াতাড়ি ভিসা দেবে বলে জানায়। ২০১৭ সালে আবার ভিসা দেয় এবং ২,৫০,০০০ টাকা (২,৯৪৮/- ইউএস ডলার) দাবি করে। টাকা দিলে বিমানের টিকিট দিয়ে বলে, তিন দিন পর ফ্লাইট। তিন দিন পর ঢাকায় গেলে বলে, ‘ফ্লাইট ক্যানসেল হয়েছে। বাড়ি চলে যান’।

এভাবে আজ-কাল করে বেশ কিছু দিন পার হয়ে যায়, আমাকে মালয়েশিয়া পাঠাতে পারে না। এক সময় অধৈর্য হয়ে আমি দালালের কাছে টাকা ফেরত চাই। কিন্তু টাকা দেয় না। এমনকি যোগাযোগ করার চেষ্টা করলে যোগাযোগও বন্ধ করে দেয়। এখন সে মোবাইল বন্ধ করে রেখেছে। নিরুপায় হয়ে গ্রামের লোকজন নিয়ে সালিশ ডাকি। সে সালিশেও আসে না। এখন আমি কী করে এর প্রতিকার পেতে পারি, দয়া করে আপনারা বলুন?

বিশেষজ্ঞ মতামত:

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

মোঃ সাইফুল ইসলামের সাথে ঘটে যাওয়া দুঃখজনক ঘটনাটি শুনলাম। এরকম অভিযোগ আমরা প্রায়শই পেয়ে থাকি। প্রথমে জাল ভিসা পাওয়ার পরপরই আপনি মামলা দায়ের করলে ভালো হতো। ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ৩১ ধারার বিধান মোতাবেক আপনি একটি ফৌজদারী মামলা দায়ের করতে পারেন এবং একই আইনের ২৮ ধারার বিধান অনুযায়ী টাকা আদায়ের জন্য একটি দেওয়ানী মোকদ্দমাও দায়ের

করতে পারেন। যেহেতু আপনার কাছে অনেক প্রমাণাদি আছে, তাই আপনি চাইলে মামলা দায়েরের মাধ্যমে সমাধান পেতে পারেন।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:
'অভিবাসীর আদালত'-এর পরামর্শ অনুযায়ী স্থানীয় পর্যায়ে মধ্যস্থতার মাধ্যমে অভিযোগটি সমঝোতার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তি পরিবারসহ অন্যত্র পালিয়ে থাকায় কারনে মেডিয়েশন কমিটি অভিযোগটির নিষ্পত্তি করতে পারেনি।

৮১.
'অভিবাসীর আদালত'-এর ৩৫তম অধিবেশনে পেশকৃত মোঃ মোস্তফা মিয়ার অভিযোগ
আমি মোঃ মোস্তফা মিয়া। আমার বাড়ি টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতী উপজেলার শিংহটিয়া গ্রামে। টেলিভিশনে 'অভিবাসীর আদালত' অনুষ্ঠানটি নিয়মিত দেখি। দেখি বিশেষজ্ঞরা অভিবাসীদের ন্যায়বিচার পেতে নানা পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেন। আমি ভাবলাম, 'অভিবাসীর আদালত'-এ গিয়ে আমার সমস্যার কথা বললে সমাধান পেতে পারি। তাই আজ নিজের অভিযোগের কথা বলতে 'অভিবাসীর আদালত'-এ এসেছি।

আমার পরিবার অনেক বড় ছিল। আর্থিক অবস্থা তেমন ভালো ছিল না। ছোটখাট একটা ব্যবসা করে কোনমতে পরিবারের ব্যয় নির্বাহ করতাম। একদিন আমার এক সিঙ্গাপুর প্রবাসী বন্ধুর সাথে দেখা হয়। সে ওখানে গিয়ে অনেক টাকা উপার্জন করে দেশে চলে এসেছে। ওর কাছে সিঙ্গাপুরের গল্প শুনে সেখানে যাওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠি। তারপর ওর সাহায্য নিয়ে সব ব্যবস্থা করে সিঙ্গাপুর যাই। প্রথমবারের অভিজ্ঞতা ভালই ছিল। কাজের পরিবেশ ভাল ছিল। এভাবে চার বছর পর চুক্তি শেষ হয়ে গেলে দেশে ফিরে আসি।

দেশে ফেরার কিছুদিন পর আবার যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। এ পর্যায়ে যোগাযোগ হয় পাশের বাড়ির দালাল সেলিম শিকদারের সাথে। সে আমাকে একটি ইলেকট্রিক কোম্পানির কাজে সিঙ্গাপুর যাওয়ার প্রস্তাব করে। এই বাবদ দালাল সর্বমোট ৪,৫০,০০০/- টাকা (৫,৩০৭/- ইউএস ডলার) দাবি করে। আমি টাকা কমানোর জন্য তাকে অনেক বোঝাই। কিন্তু দালাল তার অবস্থানে অনড় থাকে। শেষ পর্যন্ত জমানো টাকা থেকে টাকা নিয়ে পাসপোর্টসহ তার হাতে তুলে দিই। মনে মনে ভাবি, আবার সিঙ্গাপুর গেলে তো টাকার অভাব হবে না। এরপর দালালের পরামর্শে ইলেকট্রিক কাজের জন্য প্রশিক্ষণ নিই। প্রশিক্ষণ শেষে সিঙ্গাপুরের স্কেলে উত্তীর্ণ হই এবং মাসিক ৬০,০০০/- টাকা (৭০৭/- ইউএস ডলার) বেতনে সিঙ্গাপুর যাওয়ার জন্য দুই বছরের চুক্তি করি। ২০১৯ সালের ২৭ জানুয়ারি দ্বিতীয়বারের মতো সিঙ্গাপুরের উদ্দেশ্যে বিমানে উঠি।

ওখানে যাওয়ার পর কোম্পানিতে কাজ পাই। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে ভালো ব্যবহার পাই না। পান থেকে চুন খসলেই আমার সাথে বাজে ব্যবহার করত। আমি সবার সাথে ভাল ব্যবহার করে চলতাম। কিন্তু আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে আমি নাকি ইন্ডিয়ানদের সাথে মারপিট করি। কিছুদিন যেতেই বলে, 'তোর বেতন ২০,০০০/- টাকা (২৩৬/- ইউএস ডলার)'। আমি বলি, 'আপনারা তো বেতন ধরছেন ৬০,০০০/- টাকা। ওরা বলে, 'কাজ করলে কর, না করলে দেশে চলে যা'। আমি বলি, 'করব না'। এ কথা শোনার পর, আমি দালালকে ফোন করি। দালাল বলে, 'দেশে চলে এসো। আমি সেটেল করে দিবো'। ঐ দেশে কেস করতে চাইলে দালাল কেস করতে বারণ করে। সে বলে, 'কেস কোরো না। আমি দেশে সব ঠিক করে দেবো'।

দালালের কথা মতো দেশে ফিরে আসি। তার সাথে দেখা করে টাকা ফেরত চাইলে, ৭০,০০০/- টাকা (৮২৫/- ইউএস ডলার) ফেরত দেয় এবং বাকী টাকা পরে দেবে বলে জানায়। কিছুদিন পরে যোগাযোগ করলে আবার সময় নেয়। দেবে-দেবে করে অনেক সময় চলে গেছে। এখন আর যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে না। মোবাইল বন্ধ করে রেখেছে। কিভাবে দালালের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে পারি, তা আপনাদের কাছে জানতে চাই?

বিশেষজ্ঞ মতামত:

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

একজন আইনজীবী হিসেবে আমার প্রথম পরামর্শ হলো, ২০১৩ সালের বৈদেশিক কমস্থান ও অভিবাসী আইনের অধীন অনুযায়ী বিভিন্ন রাষ্ট্রে আমাদের দূতাবাসগুলোতে শ্রম কল্যাণ উইং আছে; শ্রম কল্যাণ উইংয়ের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা এই আইনে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে আপনি ছোট একটি ভুল করে ফেলেছেন। পূর্বে সিঙ্গাপুরে কাজ করে এসেছেন বলে আপনাকে একজন সচেতন ব্যক্তিই বলব। আপনার উচিৎ ছিল দালালের ফাঁদে পা না দেওয়া। সিঙ্গাপুরে আমাদের যে শ্রম কল্যাণ উইং আছে, আপনি সেখানে অভিযোগ করতে পারতেন। শ্রম কল্যাণ উইংয়ের মাধ্যমে এটার সমাধান হতে পারতো। একটা চক্র এসব প্রতারণার নেপথ্যে কাজ করছে। কাজেই আমার অনুরোধ থাকবে, যারা ভবিষ্যতে যাবেন, আমাদের যে শ্রম কল্যাণ উইং আছে, সেখানে অভিযোগগুলো করবেন। যেহেতু আপনি চলে আসছেন, আমি আপনাকে অনুরোধ করবো রিক্রুটিং এজেন্ট এবং দালালের বিরুদ্ধে বিএমইটি-তে অভিযোগ করতে। এছাড়া স্থানীয় পর্যায়ে মধ্যস্থতার মাধ্যমেও আপনি প্রতিকার লাভ করতে পারেন।

ড. তাসনিম সিদ্দিকী, প্রতিষ্ঠাতা চেয়ার, রামরু

আপনি যদি বিএমইটি-তে আরবিট্রেশনের জন্য অভিযোগ করতে চান, আমরা আপনার পক্ষে সেখানে আবেদন করব। আমার মনে হয়, এই ধরণের কেইসগুলো খুব গুরুত্বের সাথে কোর্টে আসা দরকার। এছাড়া মধ্যস্থতার মাধ্যমেও দ্রুত প্রতিকার লাভ করতে পারেন আপনি।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:

মোঃ মোস্তফা মিয়া স্থানীয় পর্যায়ে মধ্যস্থতার জন্য রামরু'র কাছে সহায়তা চান। মেডিয়েশন কমিটি নোটিশের মাধ্যমে দুই পক্ষকে নিয়ে মধ্যস্থতার আয়োজন করে। উভয় পক্ষ এলাকায় বসে মিমাংসা করবে, এই মর্মে মেডিয়েশন কমিটির নিকট সময় চায়। এরপর পক্ষদ্বয় এলাকায় বসে ৮০,০০০/- হাজার টাকায় (৯৩৯/- ইউএস ডলার) মিমাংসা করে এবং মেডিয়েশন কমিটিকে তা জানিয়ে দেয়।

৮২.

'অভিবাসীর আদালত'-এর ৩৫তম অধিবেশনে পেশকৃত মোঃ জামাল উদ্দিনের অভিযোগ:

আমি মোঃ জামাল উদ্দিন; ঠিকানা এলেঙ্গা, কালিহাতী, টাঙ্গাইল। আমার এক বন্ধুর বাড়ি টাঙ্গাইলের বল্লাতে। সে আমাকে বলল, আমার এলাকায় রামরু'র কর্মীরা অভিবাসীদের নিয়ে কাজ করে। যারা বিদেশ গিয়ে প্রতারিত হয় এবং টাকা হারায় তাদের সালিশের মাধ্যমে টাকা ফেরত পাওয়ার ব্যবস্থা করে। আমি রামরু'র কর্মীর সাথে

যোগাযোগ করি, ওনারা আমাকে 'অভিবাসীরা আদালত'-এ নিয়ে আসেন। আজ আমি ন্যায়বিচারের দাবি নিয়ে 'অভিবাসীর আদালত'-এ নিজের গল্প বলতে এসেছি।

আমার পাশের বাড়ির দালাল সুলতান মালদ্বীপ থাকে। সে একদিন আমাকে ফোন করে বলল, আমার কাছে মালদ্বীপের একটি ভিসা আছে। ইলেকট্রিক্যাল কাজের ভিসা। আমি দেশে ইলেকট্রিকের কাজ করতাম। তখন ভাবলাম দেশে কাজ করে বেশি টাকা পাই না; ওখানে গিয়ে কাজ করলে বেশি টাকা পাবো। আবার কষ্টও কম হবে, যেহেতু আমার কাজ জানা ছিল। তাই সিদ্ধান্ত নিই মালদ্বীপ যাওয়ার। দালাল বলেছিল, ভালো বেতন, ওভারটাইম করলে আরও বেশি টাকা পাওয়া যাবে। আমি ঋণ করে দালালের প্রস্তাবমতো ২,৫০,০০০/- টাকা (২,৯৫০/- ইউএস ডলার) দালালকে দিই। দালাল আমাকে ইন্ডিয়া নেয়, তারপর ইন্ডিয়ার দিল্লি থেকে মালদ্বীপ পাঠিয়ে দেয়।

মালদ্বীপ যাওয়ার পর দুইদিন আমাকে একটা গেস্ট হাউসে রাখে। দুইদিন পর একটা কোম্পানিতে দিয়ে যায়। কোম্পানি আমাকে চুক্তি অনুযায়ী কাজ না দিয়ে রাস্তায় মাটি কাটার কাজ দেয়। আমি ওই কাজ আগে কখনো করিনি, তাই কাজ করতে অনেক কষ্ট হতো। কখনো কখনো রাজমিস্ত্রির কাজও করাতো। আমি এই কাজ পারতাম না। এভাবে অনেক কষ্টে চার মাস কাজ করি। এই চার মাস কোম্পানি কোন বেতন দেয়নি। আমি তখন দালালের সাথে যোগাযোগ করি। দালাল আমাকে বলে, 'পরের মাসে বেতন হবে'। আমি বলি, 'টাকা না পেলে বাড়িতে টাকা কিভাবে পাঠাবো'। তখন দালাল আমার বাড়িতে ১০,০০০/- টাকা (১১৮/- ইউএস ডলার) পাঠিয়ে দেয়। ৪ মাস ২৩ দিন পর কোম্পানিটি কোনো কারণ ছাড়াই টিকেট কেটে জোরপূর্বক আমাকে দেশে পাঠিয়ে দেয়।

দালাল মালদ্বীপ থাকতো, তাই তার সাথে যোগাযোগ করতে পারিনি। দেশে আসার পর দালালের বাবার সাথে কথা হয়। তার কাছ থেকে টাকা ফেরত চাইলে বলে, 'আমার ছেলের সাথে যোগাযোগ নাই'। তখন আমি নিরুপায় হয়ে গ্রামের লোকজন নিয়ে সালিশ ডাকি। কিন্তু তারা আসে না। টাকা উদ্ধার হয় না। এ অবস্থায় আমার করণীয় কী আপনাদের কাছে জানতে চাই।

বিশেষজ্ঞ মতামত:

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

আপনাকে মধ্যস্ততার মাধ্যমে টাকা আদায়ের চেষ্টা করতে পুনরায় অনুরোধ করব। এক্ষেত্রে আপনার আরো সচেতন হওয়া উচিত ছিল। মধ্যস্থতায় না হলে আপনি ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ৩১ ধারার অধীন একটি ফৌজদারী মামলা দায়ের করতে পারেন।

ড. তাসনিম সিদ্দিকী, প্রতিষ্ঠাতা চেয়ার, রামরু

মালদ্বীপে কিন্তু লিগ্যাল মাইগ্রেশন সেরকম হয় না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ওনাকে যেভাবে দিল্লি দিয়ে নিয়ে গেছে, অন্যদেরকে যেভাবে হোক সেখানে নিয়ে ভিজিট ভিসা দেয়। এই ভিজিট ভিসা দিয়ে থাকতে শুরু করে। এইভাবেই সেখানে অভিবাসনটা হয়। এটাকে কিন্তু লিগ্যাল সিস্টেমে আনা কঠিন। এই কারণে ওনারা কিন্তু

আইনী সহায়তা সেভাবে পান না। এইসব যায়গায় যে কোম্পানিগুলো মালদ্বীপে কাজ করছে তার বেশিরভাগ কোম্পানি আবার ভারতীয়। মালদ্বীপের নিজস্ব ব্যবসা-বাণিজ্য কিন্তু কম। সচেতনতার কোনো বিকল্প নেই।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:

'অভিবাসীর আদালত'-এ প্রাপ্ত পরামর্শ অনুযায়ী অভিযোগকারী রামরু'র সহায়তায় স্থানীয় মেডিয়েশন কমিটির কাছে মধ্যস্থতার জন্য অনুরোধ করে। কমিটি দুই পক্ষকে নোটিশ প্রদান করে। মধ্যস্থতার তৃতীয় অধিবেশনে উভয় পক্ষ উপস্থিত হয়ে ১,৩৫,০০০/- টাকায় (১৫৮৪/- ইউএস ডলার) মিমাংসা করে।

৮৩.

'অভিবাসীর আদালত'-এর ৩৫তম অধিবেশনে পেশকৃত মোঃ হারুন মিয়ার অভিযোগ:

আমি মোঃ হারুন মিয়া; ঠিকানা আগদিগুলিয়া, নাগরপুর, টাঙ্গাইল। একদিন আমার স্ত্রী বলল, "টিভিতে প্রতি শনিবার 'অভিবাসীর আদালত' নামে একটা অনুষ্ঠান হয়। ওই অনুষ্ঠানে অভিবাসীরা তাদের দুঃখ-কষ্টের কথা তুলে ধরে। আর বিশেষজ্ঞরা তাদের সকল সমস্যার আইনগত সমাধান বলে দেন। তুমি তো টাকা দিয়ে প্রতারণার শিকার হয়েছো। তুমি 'অভিবাসীর আদালত'-এ গিয়ে নিজের প্রতারণার কথা বললে সঠিক সমাধান পেতে পারো।' তাই আমি আজ নিজের প্রতারিত হওয়ার গল্প শোনাতে এই অনুষ্ঠানে এসেছি।

আমার এক প্রতিবেশী আমাকে বলল, 'সৌদি আরবে অনেক কর্মী নিয়োগ চলছে। একবার কষ্ট করে যেতে পারলে লম্বা সময় থাকা যায়। অনেক টাকা উপার্জন করা যায়।' তখন আমি আগ্রহী হয়ে সেখানে যাওয়ার জন্য পাশের গ্রামের একজন দালালের সাথে যোগাযোগ করি। দালাল বলে, 'আমি ক্লিনার ভিসায় পাঠাতে পারব। ৬,৪০,০০০/- টাকা (৭,৫৫৩/- ইউএস ডলার) লাগবে। কাজ করলে মাসিক ৩০,০০০/- টাকা (৩৫৪/- ইউএস ডলার) পাবে। ওভারটাইম করলে আরও বেশি টাকা উপার্জন করতে পারবে। থাকা-খাওয়া ফ্রি। ছুটিতে দেশে আসতে চাইলে আসা-যাওয়ার টিকিট পাবে।' সব শুনে ভাবার জন্য সময় নিই এবং কিছুদিন পর আমি দালালের কথায় রাজী হয়ে যাই।

আমার হাতে জমা করা যে টাকা ছিল তা দিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। তাই জমি বিক্রি করি এবং কিছু টাকা ঋণ করি। ২০১৭ সালে দালালের প্রস্তাবমতো তাকে টাকা দিই। দালাল আমাকে সৌদি আরবের ভিসার একটা কপি দেয়। ভিসার মেয়াদ থাকে তিন মাস। ডেলিভারির ডেট থেকে তিন মাসের মধ্যে যেতে হবে। ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার তিন দিন আগে দালাল আমাকে ঢাকায় আনে। আমাকে বলে, 'আজ তোমার ফ্লাইট।' আমাকে ঢাকায় বনানীর একটা হোটেলে রাখে, আর বলে, 'রাত্রে তুমি এখানে থাকো। কাল সকালে তোমার ফ্লাইট।' আমি রাত্রে সেখানে থাকি। সকালে দালালকে ফোন করি আর বলি, ভাই, আমি আর কতক্ষণ হোটেলে থাকবো, আমার ফ্লাইট কখন। দালাল তখন আমাকে বলে, 'আজ তোমার ফ্লাইট হবে না। তোমার ভিসার মেয়াদ শেষ। তুমি আপাতত বাড়ি চলে যাও। ২০ দিনের মধ্যে নতুন করে ভিসা দিয়ে তোমাকে ফ্লাইট করে দেবো।' সেদিন যাওয়া আর হলো না। আমি বাড়ি চলে আসি। এরপর পরবর্তী দুই বছরের মধ্যে আমাকে একইভাবে চারবার ভিসা দেয় কিন্তু পাঠাতে পারে না।

আমি একসময় সিদ্ধান্ত নিই, আর বিদেশেই যাবো না। তার কাছে টাকা ফেরত চাই। দালাল বলে, 'আমি তোমাকে পাঠাবো, কেনো টাকা ফেরত নেবে?' আরো কিছুদিন অপেক্ষা করি। কিন্তু পাঠাতে পারে না, আবার টাকা ফেরতও দেয় না। আগে দালালের সাথে যোগাযোগ করা যেত। এখন দালাল নিখোঁজ। তার মোবাইল বন্ধ। কিভাবে টাকা ফেরত পেতে পারি, আপনাদের কাছে জানতে চাই?

বিশেষজ্ঞ মতামতঃ

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

মোঃ হারুন মিয়া আপনি রামরু'র সহায়তা নিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে একটি মধ্যস্থতার উদ্যোগ নিতে পারেন। সেখানে সুরাহা না হলে আপনি ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ৩১ ধারার অধীন একটি ফৌজদারী মামলা দায়ের করতে পারেন। টাকা লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রমাণ রাখা উচিত। প্রমাণ না থাকলে টাকা আদায়ের জন্য দেওয়ানী মোকদ্দমা দায়েরের সুযোগ থাকে না। এক্ষেত্রে আমাদের সচেতনতা বাড়াতে হবে।

ড. তাসনিম সিদ্দিকী, প্রতিষ্ঠাতা চেয়ার, রামরু

এইখানে তো নতুন ধরণের হয়রানি হয়েই চলেছে। টাকা দেওয়া থেকে পাঠানো পর্যন্ত একটা বিশাল সময় এবং অনেক ক্ষেত্রে পাঠানো হয় না। আপনি দালালের সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে স্থানীয় ডেমো অফিসে গিয়ে অভিযোগ করতে পারেন। তার আগে মধ্যস্থতা করতে চাইলে রামরু আপনাকে সহায়তা করবে।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থাঃ

'অভিবাসীর আদালত'-এ প্রাপ্ত পরামর্শ অনুযায়ী অভিযোগকারী এখতিয়ারাধীন আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন। বর্তমানে মামলাটি চলমান রয়েছে।

৮৪.

'অভিবাসীর আদালত'-এর ৩৭তম অধিবেশনে পেশকৃত মোঃ মোজাম্মেল হকের অভিযোগঃ

আমি মোঃ মোজাম্মেল হক; টাঙ্গাইল সদর উপজেলা থেকে এসেছি। আমি টাঙ্গাইলের রামরু অফিসের মাধ্যমে 'অভিবাসী আদালত' সম্পর্কে জেনেছি। প্রতি শনিবার নিয়মিত অনুষ্ঠানটি দেখতাম। সেখানে অভিবাসীরা তাদের দুঃখ-কষ্টের কথা বলে এবং বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দেয়। এটা দেখে আমার ভাল লাগে এবং আমি নিজেও এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের ব্যাপারে আগ্রহী হই। অভিবাসন করতে গিয়ে আমার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার অভিজ্ঞতা বলতে আজ আমি 'অভিবাসীর আদালত'-এ এসেছি।

২০১৮ সালে পরিবারের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য বিদেশ যাওয়ার কথা ভাবতে শুরু করি। ভেবেছিলাম বিদেশ গিয়ে অধিক অর্থ উপার্জন করে দেশে ফিরে ব্যবসা করব। সেই ভাবনা নিয়ে পরামর্শ করতে যাই পাশের উপজেলার দালাল আশরাফ খানের সাথে। দালাল আমাকে আশ্বস্ত করেন, তিনি ৩০,০০০/- টাকা (৩৫৩/- ইউএস ডলার) মাসিক বেতনের কাজ দিয়ে আমাকে সৌদি আরব পাঠাতে পারবেন। সব মিলিয়ে খরচ পড়বে ৩,৫০,০০০/- টাকা (৪,১২২/- ইউএস ডলার)। এই খরচ দিলে একটা ভালো কোম্পানিতে কাজ পাওয়া সম্ভব বলে জানান তিনি। সব শুনে ফিরে এসে বাড়ির সবার সাথে আলোচনা করে দালালকে সম্মতি দিই এবং তার সাথে একটি চুক্তি করি। এরপর আমি আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে ধার নিয়ে টাকা জোগাড় করে দালাল

আশরাফকে দিই। টাকা পেয়ে অল্পসময়ের মধ্যে সে সব প্রক্রিয়া শেষ করে আমার বিদেশ যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেয়। এর একমাস পর আমার ফ্লাইটের তারিখ পড়ে এবং দালাল আমাকে বলে, কোনো সমস্যা হলে সে আমার টাকা ফেরত দেবে। কিন্তু আমি সৌদি আরবের এয়ারপোর্টে নামলে পুলিশ আমার পাসপোর্ট দেখে আমাকে আর এয়ারপোর্ট থেকে বের হতে দেয় না। এয়ারপোর্ট পুলিশ আমাকে চব্বিশ ঘণ্টা কাস্টডিতে রেখে আমাকে দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেয়।

দেশে এসে দালালের সাথে যোগাযোগ করলে টাকা ফেরত দিয়ে দেবে বলে আশ্বস্ত করে। কিন্তু সময় অতিবাহিত হলেও টাকা ফেরত দেয় না। দালালের সাথে কয়েকবার দেখা করতে চাইলে, সে দেখা করে না। সে ফোনে বলে, 'ভাই, আপনার পাসপোর্টটা আরেকবার দেন, আপনাকে অন্য দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করছি।' আমি তাকে পাসপোর্ট দিই। বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হয়, সে কোনো অগ্রগতি জানায় না। তার কাছে পাসপোর্ট ফেরত চাই। সে পাসপোর্টও দেয় না, টাকাও দেয় না। ফোনে বলে, 'একটু ধৈর্য ধরেন। আমি আপনার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।' তারপর আমি আর বিদেশ যাবো না বলে তাকে জানিয়ে দিই এবং আমার টাকা ফেরত দিতে জোর দাবি জানাই। কয়েকবার সালিশের চেষ্টা করলেও দালালের সম্মতি না পেয়ে সালিশ করতে পারি না।

এখন তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। এলাকা থেকে গা ঢাকা দিয়েছে। ফোন বন্ধ করে রাখে। এ অবস্থায় আমি ধারের টাকা পরিশোধ না করতে পেরে অনেক বিপদের মধ্যে আছি। আমি 'অভিবাসীর আদালত'-এর মাধ্যমে আমার দূর্ভোগের কথা তুলে ধরলাম। এখন টাকা উদ্ধার করতে আমার কী করনীয় তা আপনাদের কাছে জানতে চাই?

বিশেষজ্ঞ মতামত:

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনে বিধান আছে যে, যদি কোনো ব্যক্তি বা অভিবাসী অভিবাসনের ক্ষেত্রে প্রতারণার শিকার হন তাহলে তার যুক্তিসঙ্গত প্রতিকার পাওয়ার অধিকার রয়েছে। কিন্তু আপনি যদি ঐ আইনগত অধিকারটি আদায় করতে চান, তাহলে কিছু প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আপনার কাছে থাকতে হবে। সেগুলো হলো- পাসপোর্ট, ভিসা, চুক্তিপত্র, মেডিকেল সার্টিফিকেট, বিএমইটি'র ছাড়পত্র, সম্ভব হলে যে টাকাটা দিয়েছেন তার রশিদ, বিমানের টিকিট। এই জিনিসগুলো, যারা ভবিষ্যতে যাবেন তারা তিনটি করে কপি রাখবেন। এর ফলে পরবর্তীতে সরকারের বিভিন্ন সংস্থা বা আইন-আদালতের মাধ্যমে প্রতিকার নিতে সুবিধা হবে। আপনি এই আইনের ৩১ ধারার বিধান মতে দালালের প্রতারণার বিরুদ্ধে একটি ফৌজদারী মামলা দায়ের করতে পারেন। এছাড়া একই আইনের ২৮ ধারায় টাকা উদ্ধারের জন্য একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা দায়ের করতে পারেন।

ড. নুরুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ পরিচালক, বিএমইটি

আপনি এই বিএমইটি'র কোনো ট্রেনিং সেন্টারে ট্রেনিং নেননি। আপনার স্মার্টকার্ডও ছিল না। তার মানে আপনাকে কর্মসংস্থান ভিসায় পাঠানো হয়নি। আপনাকে একটি জাল ভিসা দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাই তারা বুঝতে পেরেছে আপনি ট্যুরিস্ট নন। এটা আসলে অসচেতনতার কারণে হয়েছে। তবে আপনি এটার প্রতিকার পাওয়ার জন্য ওনার নামে একটা মামলা করে দিতে পারেন। আর বিএমইটি-তে একটা অভিযোগ

করেও রাখেন। আমরাও তাকে ধরার জন্য চেষ্টা করবো। আপনার স্মার্টকার্ড থাকলে আমরা এজেন্সিকেসহ ধরার চেষ্টা করতাম।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:
'অভিবাসীর আদালত'-এ প্রাপ্ত পরামর্শের ভিত্তিতে অভিযোগকারী রামরু'র লিগ্যাল সাপোর্ট সেল-এর সহায়তায় বিএমইটি-তে একটি অভিযোগ দাখিল করেন। অভিযোগটি এখনও অনিষ্পন্ন অবস্থায় আছে।

৮৫.
'অভিবাসীর আদালত'-এর ৩৭তম অধিবেশনে পেশকৃত আবদুল করিম মিয়ার অভিযোগ:

আমি আবদুল করিম মিয়া। আমি টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর উপজেলার বাসিন্দা। 'অভিবাসীর আদালত' অভিবাসীদের একটি জনপ্রিয় টেলিভিশন অনুষ্ঠান। আমি নিয়মিত অনুষ্ঠানটি দেখে থাকি। আমি অভিবাসী হতে গিয়ে প্রতারণার শিকার হয়েছি। আমার নিজের গল্প তুলে ধরতে এবং প্রতিকার পাওয়ার আশায় রামরুর সহায়তায় আজকের এই অনুষ্ঠানে এসেছি।

আমার এলাকায় অনেক মানুষ মালয়েশিয়া গিয়ে অনেক আয়-উন্নতি করেছে দেখে আমিও সিদ্ধান্ত নেই বিদেশ যাবো। বিদেশ গিয়ে আমার আর্থিক অবস্থার উন্নতি করব। এ বিষয়ে আমার এলাকার দালাল ফজল মিয়ার সাথে আলাপ করি। ফজল মিয়া বলে, যাওয়ার জন্য মালয়েশিয়াই ভাল হবে এবং ৩,৯০,০০০/- টাকা (৪,৫৯৩/- ইউএস ডলার) খরচ দিয়ে তিনি আমাকে মালয়েশিয়া পাঠাতে পারবেন। সেখানে একটি প্লাস্টিক কোম্পানিতে একটি ভালো কাজের সুযোগ আছে। মাসিক বেতন ৫০,০০০/- টাকা (৫৮৯/- ইউএস ডলার) হবে বলে আশ্বস্ত করে দালাল। মাসিক বেতন এর চেয়ে কম হলে বাকি টাকা তিনি ভর্তুকি দিয়ে দিবেন বলে জানান। সব শুনে আমি রাজী হই। এরপর আমি আমার কিছু জমানো টাকা এবং আমার এক প্রতিবেশীর কাছ থেকে সুদের উপর ধার নিয়ে দালালকে প্রস্তাবমতো টাকা দিই এবং তার সাথে মালয়েশিয়া যাওয়ার জন্য চুক্তি করি।

২০১৮ সালের ৩ জুলাই আমার ফ্লাইটের তারিখ পড়ে। সেখানে দালালের ছেলে আমাকে রিসিভ করবে এমন কথা ছিল। কিন্তু সে আসে না। ওখানকার একজন এজেন্ট এসে আমাকে নিয়ে যায়। মালয়েশিয়া যাওয়ার পর চুক্তি অনুযায়ী কাজ পাওয়া তো দূরের কথা আমাকে ২৭ দিন একটা রুমে তালা মেরে আটক করে রাখা হয়। মালয়েশিয়ায় থাকা দালালের ছেলের সাথে যোগাযোগ করলে সে সব ব্যবস্থা করছে বলে অপেক্ষা করতে বলে। কিন্তু পরে আর আমার সাথে যোগাযোগ করে না। সেখানে কাজের কথা বললে আমাকে মারধোর করে। এভাবে এক পর্যায়ে আমাকে দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেয়।

দেশে ফিরে দালালের সাথে যোগাযোগ করলে সে যে আমাকে বিদেশে পাঠিয়েছে তা অস্বীকার করে। উপরন্তু আমি তার কাছে টাকা দাবি করায় সে আমাকে বিভিন্নভাবে হুমকি দেয়। এ অবস্থায় আমি ঋণের টাকা শোধ করতে না পেরে পাওনাদারদের চাপের মুখে পড়েছি। মানসিক যন্ত্রণায় অন্য কোনো কাজেও মন বসাতে পারছি না। এখন 'অভিবাসীর আদালত' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপনাদের কাছে জানতে চাই, আমি কিভাবে আমার টাকা এবং ক্ষতিপূরণ উদ্ধার করতে পারি?

বিশেষজ্ঞ মতামত:

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

আপনার ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক এবং অপ্রত্যাশিত। প্রথমে আপনি রামরু'র সহায়তা নিয়ে স্থানীয়ভাবে সালিশের মাধ্যমে টাকা উদ্ধারের চেষ্টা করতে পারেন। বিএমইটি-তে একটি অভিযোগও দাখিল করতে পারেন। তাতেও প্রতিকার না পেলে ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ৩১ ধারায় একটি ফৌজদারী মামলা দায়ের করতে পারেন। এক্ষেত্রে আপনার ২০১২ সালের মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইনে একটি ফৌজদারী মামলা দায়ের করার সুযোগও রয়েছে।

ড. নুরুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ পরিচালক, বিএমইটি

এরা একটা চতুর অপরাধী চক্র। ওরা আগে থেকেই জানত যে, আপনাকে ওখানে কাজ দেওয়া যাবে না। যেহেতু আপনার স্মার্টকার্ড নেই সেহেতু বিএমইটি এক্ষেত্রে কিছু করতে পারবে না। আপনি আদালতে চলে যান।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:

'অভিবাসীর আদালত'-এ প্রাপ্ত পরামর্শের ভিত্তিতে অভিযোগকারী রামরু'র সহায়তায় স্থানীয় মেডিয়েশন কমিটির কাছে মধ্যস্থতার জন্য আবেদন করেন। কমিটি দুই পক্ষকে নোটিশ প্রদান করে মধ্যস্থতার আয়োজন করে। তৃতীয় অধিবেশনে উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে ১,২০,০০০/- টাকায় (১,৪১৩/- ইউএস ডলার) অভিযোগটি মিমাংসা হয়।

৮৬.

'অভিবাসীর আদালত'-এর ৩৭তম অধিবেশনে পেশকৃত মোঃ নাছিরের অভিযোগ:

আমার নাম মোঃ নাছির। আমি টাঙ্গাইল জেলার ভূঞাপুর উপজেলার বাসিন্দা। আমি টাঙ্গাইলের রামরু অফিসের মাধ্যমে 'অভিবাসীর আদালত' অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে জানতে পারি। আমি অনুষ্ঠানটির নিয়মিত দর্শক। এ অনুষ্ঠানে বিদেশ গমন বিষয়ে অভিবাসীদেরকে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করা হয়। তাই রামরু'র সহায়তায় আজকের এ অনুষ্ঠানে আমার নিজের সাথে ঘটে যাওয়া প্রতারণার ঘটনাটি তুলে ধরতে আজকের 'অভিবাসীর আদালত'-এ এসেছি।

আমার সন্তানদের একটি সুন্দর ভবিষ্যতের আশায় এবং সংসারে অধিক আয়-উন্নতির লক্ষ্যে বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা করি। পরিবারের সাথে আলাপের পর তাদের সম্মতি নিয়ে এলাকার দালাল সজীবের সাথে দেখা করি। তাকে সব খুলে বললে, সে আমাকে কাতার যাওয়ার প্রস্তাব দেয়। সে বলে, 'তোমাকে লেবার ভিসায় কাতার পাঠাবো। মাসিক বেতন হবে ২৫,০০০/- টাকা (২৯৪/- ইউএস ডলার)। সাথে ওভারটাইমের সুবিধাও থাকবে। সব মিলিয়ে খরচ হবে ৩,৫০,০০০/- টাকা (৪,১২২/- ইউএস ডলার)।' সব শুনে রাজী হই এবং দালালকে কাছে আমার পাসপোর্ট এবং ২,১০,০০০/- টাকা (২,৪৭৩/- ইউএস ডলার) প্রদান করি। কথা থাকে যে, বাকি টাকা বিদেশ যাওয়ার আগে দিতে না পারলে, কাতারে গিয়ে পরিশোধ করব।

দালাল মেডিকেল টেস্টের কথা বলে আলাদা করে টাকা নিলেও আমাকে কোনো মেডিকেল টেস্ট করায় না। ফ্লাইটের কথা বলে আমাকে এয়ারপোর্টে নিয়ে যায়। কিন্তু ফ্লাইট বাতিল হয়েছে বলে আমাকে এলাকায় ফেরত পাঠিয়ে দেয়। এরপর দালাল আর কোনো যোগাযোগ রাখে না এবং টাকা ও পাসপোর্ট ফেরত দেয় না। আমি তার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি। কিন্তু কোনো ভাবেই যোগাযোগ করতে পারি না। এ অবস্থায় আমি দালালের হাত থেকে টাকা এবং পাসপোর্ট ফেরত পাওয়ার জন্য কী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি তা 'অভিবাসীর আদালত'-এর মাধ্যমে আপনাদের কাছে জানতে চাই?

বিশেষজ্ঞ মতামতঃ

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

আপনার গল্প শুনলাম। এরকম প্রতারণার ঘটনা আমরা প্রায়শই দেখতে পাই। এটা একেবারে একটা সাজানো নাটক। সুস্পষ্ট প্রতারণা। আপনার কাছে খুব বেশি কাগজপত্রও নাই। আপনি স্থানীয়ভাবে, প্রয়োজনে রামরু'র সহায়তা নিয়ে মধ্যস্থতার উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন। না হলে ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ৩১ ধারায় একটি ফৌজদারী মামলা দায়ের করতে পারেন।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থাঃ

'অভিবাসীর আদালত'-এ প্রাপ্ত পরামর্শের ভিত্তিতে অভিযোগকারী রামরু'র সহায়তায় স্থানীয় মেডিয়েশন কমিটির কাছে মধ্যস্থতার জন্য আবেদন করেন। কমিটি দুই পক্ষকে নোটিশ প্রদান করে মধ্যস্থতার আয়োজন করে। তৃতীয় অধিবেশনে উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে ১,৩০,০০০/- টাকায় (১,৫৩১/- ইউএস ডলার) অভিযোগটি মিমাংশা করে।

৮৭.

'অভিবাসীর আদালত'-এর ৩৮তম অধিবেশনে পেশকৃত রুপবানু বেগমের অভিযোগঃ

আসসালামু আলাইকুম, আমি রুপবানু বেগম। আমার বাড়ি টাঙ্গাইল জেলার সিলিমপুর উপজেলার পাকুল্লা গ্রামে। আমি কিছুদিন আগে টাঙ্গাইলের রামরু অফিসের নাজমা আপার মাধ্যমে জানতে পেরেছি টেলিভিশনে অভিবাসীদের নিয়ে একটি অনুষ্ঠান হয় এবং সেখানে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য আইনগত প্রতিকারের পরামর্শ দেওয়া হয়। জেনে আমি আগ্রহী হই। তাই আমি আজকের 'অভিবাসীর আদালত'-এ উপস্থিত হয়েছি আমার ছেলের দূর্ভোগ ও আমাদের পরিবারের দুঃখ-কষ্টের কথা সবাইকে বলতে।

আমার ছেলে মোহাম্মদ কবির হোসেনকে ২০১৫ সালে কাতার পাঠিয়েছিলাম সংসারের আয়-উপার্জন বৃদ্ধি করার জন্য। ভেবেছিলাম, সে বিদেশ গিয়ে কাজ করে দেশে ভালো টাকা পাঠাতে পারলে আমরা আমাদের অবস্থার উন্নতি করতে পারব। আমার ছেলে সেখানে গিয়ে গ্যাসের পাইপ লাইনের কাজ পায়। কাজ করতে থাকে এবং টাকা পাঠাতে থাকে দেশে। আমরা মোটামুটি ভালোই চলছিলাম। কিন্তু ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে কাজ করতে গিয়ে আমার ছেলে কবির গ্যাস বিস্ফোরণে মারাত্মকভাবে পুড়ে আহত হয়। কোম্পানি থেকে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আমার ছেলেটা মারা যায়। ২৭ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখে ৩৫,০০০/- টাকাসহ (৪১২/- ইউএস ডলার) আমার ছেলের লাশ আমাদের গ্রামের বাড়ি এসে পৌঁছায়। আমি

রামরু'র মাধ্যমে টাঙ্গাইল জেলা জনশক্তি অফিসে দরখাস্ত করে সরকারি অনুদান হিসেবে আরো ৩,০০,০০০/- টাকা (৩,৫৩২/- ইউএস ডলার) পেয়েছি। কিন্তু কাতারে কর্মরত অবস্থায় দূর্ঘটনার কারণে কোনো প্রকার ক্ষতিপূরণ কাতার থেকে এখনও দেয়নি এবং সেখানে তার কয়েক মাসের বেতন বকেয়া আছে।

একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে আমরা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছি। আমার পরিবারে উপার্জনক্ষম আর কেউ নেই। আমি আজকের 'অভিবাসীর আদালত'-এর মাধ্যমে আপনাদের কাছে জানতে চাই, আমার ছেলের মৃত্যুও জন্য কোনো ক্ষতিপূরণ পাবো কিনা এবং তার সেখানে যে বকেয়া বেতন-ভাতা রয়ে গেছে, সেগুলো পাওয়ার জন্য আমি এখন কোনো ব্যবস্থা নিতে পারবো কি না?

বিশেষজ্ঞ মতামত:

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

ঘটনাটি খুবই মর্মস্পর্শী। বাংলাদেশের সব ক্ষতিপূরণ পেয়ে গেছেন আপনি। আপনার ছেলের সাথে যে চুক্তিপত্রটি ছিল নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের, সেটি তাদেরকে দেখিয়ে ক্ষতিপূরণের দাবি করতে হবে। তাছাড়া ওখানে সম্ভবত কোনো মামলা বা আইনগত কার্যক্রম চলমান। সেক্ষেত্রে আপনাকে কিছুদিন অপেক্ষা করতেও হতে পারে।

গাজী মোহাম্মদ জুলহাস (এনডিসি), মহাপরিচালক, ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ড

আপনার ছেলে মারা গেছে চারমাস পূর্বে। এর মধ্যে আমাদের ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ড থেকে যে আর্থিক সহায়তা দেয়া হয় তা উনি পেয়েছেন। দূর্ঘটনায় কেউ মারা গেলে সেখানে একটি মামলা দায়ের হয়। সেই মামলার কিছু প্রক্রিয়া আছে। মেডিক্যাল টেস্ট, পুলিশ ভেরিফিকেশন, অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের অনুমতি ইত্যাদি সেরে মামলা পরিচালনার জন্য আপনার থেকে একটি পাওয়ার অব অ্যাটর্নি নেওয়া হবে। এই মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি হয় না। এক থেকে চার বছর চলে যায়। কারণ এগুলো ওখানকার কোর্ট-কাচারিতে চলে। আশা করি এসব প্রক্রিয়া শেষে আপনি ক্ষতিপূরণ পাবেন।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:

'অভিবাসীর আদালত'-এর সংশ্লিষ্ট পর্ব প্রচারের আগেই রুপবানু তার ছেলের মরদেহ ও ৩৫,০০০/- টাকা (৪১২/- ইউএস ডলার) এবং টাঙ্গাইল ডেমো অফিসের মাধ্যমে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড থেকে ৩,০০,০০০/- টাকা (৩,৫৩৩/- ইউএস ডলার) পেয়েছেন। দূর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণের জন্য তিনি রামরু'র লিগ্যাল সাপোর্ট সেল-এর সহায়তায় ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডে গিয়ে আবেদন করেছেন। কিন্তু বিষয়টি এখনও অনিষ্পন্ন অবস্থায় আছে।

৮৮.

'অভিবাসীর আদালত'-এর ৩৮তম অধিবেশনে পেশকৃত মোঃ রায়েজ উদ্দিনের অভিযোগ:

আমি মোঃ রায়েজ উদ্দিন। আমি টাঙ্গাইল জেলার গালা ইউনিয়ন থেকে এসেছি। আমার এক প্রতিবেশীর মাধ্যমে 'অভিবাসীরা আদালত' সম্পর্কে প্রথম শুনি। এরপর টাঙ্গাইলের রামরু অফিসে যোগাযোগ করে এ সম্পর্কে

জানতে পারি যে, এ অনুষ্ঠানে অভিবাসীদের তথ্য ও পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করা হয়। তাই আজ আমি 'অভিবাসীর আদালত'-এ এসেছি আমার ভাই, মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিনের সাথে ঘটে যাওয়া করুণ কাহিনি আপনাদের জানাতে এবং পরামর্শ নিতে।

ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য আমি আমার ছোট ভাই, মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিনকে বিদেশ পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিই। এ বিষয়ে এলাকার দালাল নুরু মিয়ার সাথে আলাপ করলে সে ৩,৯০,০০০/- টাকা (৪,৫৯২/- ইউএস ডলার) খরচের কথা বলে। আমি রাজী হয়ে সুদের ওপর ঋণ করে দালালকে টাকা দিই। দালাল আশ্বস্ত করেছিল, সেখানে অনেক ভালো কাজ দেবে, আমার ভাই অনেক টাকা দেশে পাঠাতে পারবে। সে সব প্রক্রিয়া শেষ করে ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাসে আমার ভাইকে মালয়েশিয়া পাঠায়।

মালয়েশিয়া গিয়ে আমার ভাই কোনো কাজ পায় না। কাজ না পেয়ে সে অনেক চিন্তার মধ্যে পড়ে যায়। এদিকে আমার মাথার ওপর ঋণের চাপ। সে ঋণ পরিশোধ ও কাজের চিন্তায় সেখানে বিভিন্নজনের কাছে ঘুরতে থাকে, কিন্তু কোনো কাজ জোগাড় করতে পারে না। আমার ওপর পাওনাদারদের চাপ বাড়তে থাকে। এক পর্যায়ে মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরে আমার ভাই একদিন রাতের বেলা বিল্ডিংয়ের ওপর থেকে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করে। এতে তার কোমর এবং দুই হাত ভেঙে যায়। সেখানে অনেকের সহযোগিতায় তার দুই মাসের চিকিৎসা চলে। তারপর জয়যাত্রা ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় ৩০ এপ্রিল, ২০১৮ তারিখে তাকে দেশে আনা হয়।

বর্তমানে আমরা তার চিকিৎসা ঠিকমতো করতে পারছি না। তার শারীরিক অবস্থা ভাল না। একই সাথে পাওনাদাররা তাদের পাওনা পরিশোধ করার জন্য বিভিন্নভাবে চাপ দিয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থায় আমার ছোট ভাইয়ের চিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণ বাবদ কিছু পাওয়ার উপায় কী? একই সাথে দালালের কাছ থেকে আমাদের টাকা উদ্ধারের জন্য করণীয় বিষয়ে আপনাদের সহযোগিতা কামনা করছি।

বিশেষজ্ঞ মতামত:

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

অত্যন্ত হৃদয় বিদারক ঘটনা। আপনি দালালের বিরুদ্ধে ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ৩১ ধারার একটি ফৌজদারী মামলা দায়ের করতে পারেন। এছাড়া একই আইনের ৪১ ধারায় সরকারের কাছেও অভিযোগ করতে পারেন। আশা করি প্রতিকার পাবেন।

গাজী মোহাম্মদ জুলহাস (এনডিসি), মহাপরিচালক, ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ড

আপনার ভাই বৈধভাবে গিয়ে থাকলে উনি ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ড থেকে অসুস্থ হয়ে আসা অভিবাসী হিসাবে ১,০০,০০০/- টাকা (১,১৭৭/- ইউএস ডলার) পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা পাবেন। আপনি একটা আবেদন করেন আপনার ভাইয়ের পক্ষ থেকে। এক্ষেত্রে আমরা দেখব, উনি বৈধভাবে গেছেন কিনা। কেউ অবৈধভাবে গেলে সেক্ষেত্রে আমরা সহায়তা করতে পারি না।

মেরিনা সুলতানা, পরিচালক (প্রোগ্র্যাম), রামরু

উনি যেহেতু ২০১৮ সালে গেছেন, মালয়েশিয়াতে এ সময় কিছু সিলেক্টিভ রিক্রুটিং এজেন্সি লোক পাঠিয়েছে। তাই দালালের মাধ্যমে গেলেও এখানে সুযোগ আছে খুব দ্রুত এটা চেক করার। যেহেতু প্রতারণার শিকার

হয়েছেন সেহেতু আইনী সহায়তাটা পাবেন। শারীরিক অসুস্থতার জন্যও সহায়তা পাবেন। আপনি রামরু'র সাথে যোগাযোগ রাখেন, আমরা আপনাকে এ ব্যাপারে সহায়তা করতে পারবো।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:
'অভিবাসীর আদালত'-এর সংশ্লিষ্ট পর্ব প্রচার হওয়ার পর ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে কয়েকবার যোগাযোগ করলে চিকিৎসা বাবদ ১,০০,০০০/- টাকা (১,১৭৭/- ইউএস ডলার) পাওয়া যায়।

৮৯.
'অভিবাসীর আদালত'-এর ৩৮তম অধিবেশনে পেশকৃত লাবনী বেগমের অভিযোগ:

আমি লাবনী বেগম। আমি টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল থানার সন্ধানপুর গ্রামের বাসিন্দা। আমি আমার খালাতো বোনের কাছে রামরু'র কথা প্রথম শুনি। রামরু অফিসে গিয়ে 'অভিবাসীর আদালত' অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে জানতে পারি। আজ আমি রামরু'র সহায়তায় 'অভিবাসীর আদালত'-এ এসেছি আমার জীবনের দুঃখের কথা তুলে ধরতে এবং আপনাদের কাছ থেকে পরামর্শ নিতে।

আমার স্বামী, মোঃ সুজন মিয়া ২০১৬ সালে আমাদের এলাকার এক দালালের মাধ্যমে ক্লিনার ভিসায় সৌদি আরব গিয়েছিল। সেখানে যেতে খরচ হয়েছিল ৩,০০,০০০/- টাকা (৩,৫৩২/- ইউএস ডলার)। সেখানে গিয়ে সে ঠিকঠাক কাজ করছিল ও বাড়িতে টাকা পাঠাচ্ছিল। আমাদের কিছু ঋণ ছিল এবং তা পরিশোধ করতে পেরেছিলাম। এভাবে ছয় মাস কাজ করার পর এক মর্মান্তিক সড়ক দূর্ঘটনায় আমার স্বামী মারা যান। তারপর সেখান থেকে বাংলাদেশে লাশ পাঠায় এবং সরকারি নিয়ম অনুসারে বাংলাদেশ থেকে ৩,৩৫,০০০/- টাকা (৩,৯৪৪/- ইউএস ডলার) পাই। কিন্তু সৌদি আরব থেকে সড়ক দূর্ঘটনাজনিত কোনো ক্ষতিপূরণ আমাদেরকে দেওয়া হয়নি।

ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য আমি রামরু অফিসের মাধ্যমে টাঙ্গাইল জেলার ডেমো অফিসে দরখাস্ত করেছি। এখন আমি 'অভিবাসীর আদালত'-এর মাধ্যমে জানতে চাই, দ্রুত সেই ক্ষতিপূরণ পাওয়ার জন্য আমার এখন করণীয় কী? আমি কিভাবে সহযোগিতা পেতে পারি?

বিশেষজ্ঞ মতামত:
গাজী মোহাম্মদ জুলহাস (এনডিসি), মহাপরিচালক, ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ড
যারা বিদেশে মারা যান তাদের পরিবারকে ৩,৩৫,০০০/- টাকা (৩,৯৪৪/- ইউএস ডলার) এবং যারা অসুস্থ হন তাদের জন্য ১,০০,০০০/- টাকা (১,১৭৭/- ইউএস ডলার) পর্যন্ত আমরা সহায়তা দিয়ে থাকি। আপনি আমাদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ পেয়ে গেছেন বলে জানিয়েছেন। যদি মৃত্যু অস্বাভাবিক হয় তবে সেগুলোর জন্য অনেকগুলো কাগজ দিতে হয়। আমরা আশা করব, আপনি সে কাগজগুলো জমা দিবেন। দূতাবাসের শ্রম কল্যাণ উইংয়ের মাধ্যমে আমরা আপনার ক্ষতিপূরণের জন্য চেষ্টা করব।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:

'অভিবাসীর আদালত'-এর সংশ্লিষ্ট পর্ব প্রচারের আগেই লাবনী তার স্বামীর মরদেহ ও ৩৫,০০০/- টাকা (৪১২/- ইউএস ডলার) এবং টাঙ্গাইল ডেমো অফিসের মাধ্যমে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড থেকে ৩,০০,০০০/- (৩,৫৩৩/- ইউএস ডলার) পেয়েছেন। দূর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণের জন্য কয়েকবার ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডে গিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। কিন্তু বিষয়টি এখনও অনিষ্পন্ন অবস্থায় আছে।

৯০.

'অভিবাসীর আদালত'-এর ৩৯তম অধিবেশনে পেশকৃত মোঃ রফিকুল ইসলামের অভিযোগ:

আমি মোঃ রফিকুল ইসলাম। আমার বাড়ি টাংগাইল জেলার কালিহাতী উপজেলার পাথাইলকান্দি গ্রামে। আমি রামরু অফিসের মাধ্যমে 'অভিবাসীর আদালত' সম্পর্কে প্রথম জানতে পারি। তারপর থেকে নিয়মিক অনুষ্ঠানটি দেখি। এটি অভিবাসীদের অত্যন্ত জনপ্রিয় অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটি দেখতে দেখতে এখানে আসার ব্যাপারে আগ্রহী হই। আজ রামরু'র সহায়তায় আমি এ অনুষ্ঠানে এসেছি, অভিবাসন নিয়ে আমার নিজের দূর্ভোগের অভিজ্ঞতা জানাতে।

আমার পরিবার নিয়ে কাজ করে মোটামুটি ভালই চলছিলাম। খুব বেশি অভাব ছিল না। আমাদের এলাকার দালাল হাবিবুর রহমানের সাথে আমার পরিচয় হয়। সে আমাকে প্রস্তাব দেয় কাতারের একটি খ্যাতনামা কোম্পানিতে কাজ নিয়ে যাওয়ার। সে জানায়, মাসিক বেতন হবে ৩০,০০০/- টাকা (৩৫৩/- ইউএস ডলার), থাকা-খাওয়া কোম্পানির, বছরে একবার ছুটি হবে এবং দেশে আসার খরচ কোম্পানির। সব মিলিয়ে ৩,৫০,০০০/- টাকা (৪,১২১/- ইউএস ডলার) খরচ হবে বলেও জানায় সে। বিষয়টি নিয়ে আমি পরিবারের সাথে আলোচনা করি। পরিবারের সম্মতি নিয়ে দালালের সাথে চুক্তি করে ফেলি। তারপর আমি বিভিন্ন জায়গা থেকে ঋণ নিয়ে টাকা জোগাড় করে দালাল হাবিবুর দালালকে দিই। টাকা পেয়ে সব প্রক্রিয়া করে দালাল আমাকে ২০১৯ সালে কাতায় পাঠায়।

কাতার যাওয়ার পর চুক্তি অনুযায়ী কাজ না দিয়ে আমাকে সাপ্লাই কোম্পানিতে কাজ দেওয়া হয়। সেখানে দুই মাস ১৭ দিনের মধ্যে আমাকে ছয়বার বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করা হয়। সেখানে দালালদের অফিসে আমার বেতন চাইলে আমাকে জোর করে বাংলাদেশের পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কাতার যাওয়ার আগে দালালের সাথে কথা ছিল, যদি তিন মাসের মধ্যে আমার কোনো সমস্যা হয় সেক্ষেত্রে আমার সব টাকা ফেরত দেবে। দেশে এসে দালালের সাথে যোগাযোগ করি, কিন্তু দালাল আমার কথায় কোনো গুরুত্ব দেয় না। এ অবস্থায় আমি দালালের কাছ থেকে কিভাবে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারি সেজন্য আপনাদের কাছে পরামর্শ চাই?

বিশেষজ্ঞ মতামত:

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

এরকম ঘটনা প্রায়শই দেখতে পাই। প্রতারক চক্র সাধারণ অভিবাসীদের সাথে এভাবেই প্রতারণা করে টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। অভিবাসীরা সর্বস্ব হারিয়ে বিপদে পড়ছেন। আপনি ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ২৮ ধারার বিধান মতে একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা দায়ের করতে পারেন।

ড. নুরুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ পরিচালক, বিএমইটি

আপনার কথা শুনে বোঝা যাচ্ছে যে, যে কোম্পানিতে দেওয়ার কথা ছিল সেখানে না দিয়ে সাপ্লাই কোম্পানিতে দিয়েছে। সাপ্লাই কোম্পানিতে দিলে তারা বিভিন্ন কোম্পানিতে দিয়ে দিয়েছে। মূলত সেখানে আপনার কোনো কাজই ছিল না। তাই পরে বেতন চাওয়ার জন্য দেশে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে। আপনি মামলা করার পূর্বে বিএমইটি-তে একটি অভিযোগ করতে পারেন।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:

'অভিবাসীর আদালত'-এ প্রাপ্ত পরামর্শের ভিত্তিতে অভিযোগকারী রামরু'র সহায়তায় স্থানীয় মেডিয়েশন কমিটির কাছে মধ্যস্থতার জন্য আবেদন করেন। কমিটি দুই পক্ষকে নোটিশ প্রদান করে মধ্যস্থতার আয়োজন করে। অষ্টম অধিবেশনে উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে ৮৫,০০০/- টাকায় (১,০০১/- ইউএস ডলার) অভিযোগটির মিমাংসা হয়।

৯১.

'অভিবাসীর আদালত'-এর ৩৯তম অধিবেশনে পেশকৃত মোঃ আজিজুলের অভিযোগ:

আমি মোঃ আজিজুল। আমি টাঙ্গাইল সদরের গালা থেকে এসেছি। আমি টেলিভিশনে নিয়মিত 'অভিবাসীর আদালত' দেখি। সেখানে দালালের ফাঁদে পা দিয়ে নিঃস্ব হয়ে যাওয়া অভিবাসীদের আইনি পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করা হয়ে থাকে। আমি টাঙ্গাইলের রামরু অফিসে যোগাযোগ করে 'অভিবাসীর আদালত'-এ আসার নিয়ম জেনে নিই। আজ রামরু'র সহায়তায় আমার নিজের দালালের ফাঁদে পা দেওয়ার অভিজ্ঞতাটি বলতে এবং আইনগত পরামর্শ জানতে এ অনুষ্ঠানে এসেছি।

আমি ২০১৯ সালের শুরুর দিকে বিদেশ যাওয়ার ব্যাপারে চিন্তা শুরু করি। আমাদের উপজেলার দালাল মোতালেবের সাথে এ বিষয়ে আলাপ করি। উনি আমাকে জানান, ওনার কাছে ওমানের অনেকগুলো ভিসা আছে। তিনি অল্প খরচে আমাকে সেখানে পাঠাতে পারবেন। টাকা দিলে তিনি আমাকে খুব দ্রুত পাঠিয়ে দিবেন বলেও জানান। খরচের কথা জিজ্ঞেস করলে সে সব মিলিয়ে ২,২০,০০০/- টাকার (২,৫৯০/- ইউএস ডলার) কথা জানায়। সব শুনে আমি রাজী হলে দালাল মোতালেবের সাথে আমার চুক্তি হয়। চুক্তি অনুযায়ী, দুই বছর মেয়াদে সেনেটারি মিস্ত্রির কাজ করার জন্য তিনি আমাকে ওমান পাঠাবেন। মাসিক বেতন হবে ১৪৫ ওমানি রিয়াল (৩৭৫/- ইউএস ডলার, ৩২,০০০/- টাকা)।

এরপর আমার ফিংগার প্রিন্ট করানো হয়। আমাকে উত্তরা অফিসে নিয়ে যাওয়া হয় এবং আমার ফ্লাইট হয়ে যাবে বলে আমার কাছ থেকে চুক্তিমতো টাকার পুরোটা নিয়ে নেওয়া হয়। তারপর আমাকে ভিসার কাগজ দিয়ে বলে, 'ফ্লাইট কিছুদিন পর হবে।' এরপর আমাকে এলাকায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এলাকায় এসে প্রায় ছয়মাস হয়ে গেলেও আমাকে সে বিদেশ পাঠাতে পারে না। পরে জানতে পারি ভিসার কাগজটি জাল। এক পর্যায়ে আমি টাকা ফেরত চাই এবং বলে দিই, আমি বিদেশ যেতে চাই না। টাকা নেওয়ার সময় সে আমাকে বলেছিল, ৯০ দিনের মধ্যে ওমান পাঠাবে। কিন্তু সে আমাকে এখনও পাঠাতে পারেনি। আমার টাকাও ফেরত

দেয়নি। টাকা চাইলে বিভিন্ন রকম তালবাহানা করে। আমি আমার টাকা উদ্ধারের জন্য কী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি তা 'অভিবাসীর আদালত'-এর মাধ্যমে আপনাদের কাছে জানতে চাই?

বিশেষজ্ঞ মতামতঃ

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

আপনি রামরু'র সহায়তা নিয়ে স্থানীয়ভাবে মেডিয়েশনের উদ্যোগ নিতে পারেন। মেডিয়েশনে সুফল না পেলে ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ৩১ ধারায় একটি ফৌজদারি মামলা এবং ২৮ ধারার বিধান মতে একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা দায়ের করতে পারেন।

ড. নুরুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ পরিচালক, বিএমইটি

বিএমইটি-তে একটি অভিযোগ দাখিল করতে পারেন। সেখানে প্রতিকার লাভ না হলে সংশ্লিষ্ট আদালতে মামলা দায়ের করতে পারেন।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থাঃ

'অভিবাসীর আদালত'-এ প্রাপ্ত পরামর্শের ভিত্তিতে অভিযোগকারী রামরু'র সহায়তায় স্থানীয় মেডিয়েশন কমিটির কাছে মধ্যস্থতার জন্য আবেদন করেন। কমিটি দুই পক্ষকে নোটিশ প্রদান করে। মধ্যস্থতায় অভিযুক্ত উপস্থিত না হলে অভিযোগকারী এখতিয়ারাধীন আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন। বর্তমানে মামলাটির শুনানী চলছে।

৯২.

'অভিবাসীর আদালত'-এর ৩৯ তম অধিবেশনে পেশকৃত মোঃ নজরুল ইসলামের অভিযোগঃ

আমি মোঃ নজরুল ইসলাম। আমি টাঙ্গাইলের কালিহাতী উপজেলার রামপুর গ্রামের অধিবাসী। আমি টাঙ্গাইলের রামরু অফিসের নাজমা আপার মাধ্যমে এই অনুষ্ঠান সম্বন্ধে জানতে পারি। তারপর তাদের সহযোগিতায় আজকে এ অনুষ্ঠানে এসেছি। আমার ছেলে মোঃ মোবারক বিদেশে গিয়ে একটা কঠিন অবস্থার মধ্যে আছেম, সেই ঘটনাটি আজ আপনাদের কাছে বলবো এবং আপনাদের কাছ থেকে আইনগত পরামর্শ নেবো।

অন্যদের দেখাদেখি সংসারে আয়-উন্নতি করার জন্য আমার ছেলে মোবারককে বিদেশ পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিই। শুনি বিদেশ যেতে অনেক খরচ। এজন্য আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে ধার-দেনা করে কিছু টাকাও জোগাড় করলাম। এরপর আমাদের এলাকার দালাল বকুল মুন্সির সাথে এ বিষয়ে আলাপ করলাম। সে বলল, 'আমি তোমার ছেলেকে সৌদি আরব পাঠাতে পারবো। খরচ পড়বে ৪,২০,০০০/- টাকা (৪,৯৪৫/- ইউএস ডলার)। একটা ভালো কোম্পানিতে কাজ দেবো। মাসিক বেতন হবে ১১০০ রিয়াল (২৯৫/- ইউএস ডলার, ২৫,০০০/- টাকা)।' সব শুনে আমি রাজী হলাম। আগেই কিছু টাকা জোগাড় করা ছিল। আর একটি জমি বিক্রি করে সেই টাকা মিলিয়ে প্রস্তাবমতো টাকা দালালের হাতে তুলে দিলাম। দুই মাস পর সে আমার ছেলেকে ঢাকায় নিয়ে গেল। সেখানে সব ব্যবস্থা করে আমার ছেলেকে পাঠিয়ে দিলো।

সৌদি আরব পৌঁছার পর আমার ছেলে কোনো কাজ পায় না। ছেলের সাথে আমার নিয়মিত টেলিফোনে কথা হয়। আমি দালালকে অনুরোধ তাকে যেন কিছু একটা কাজ দেওয়া হয়। কিন্তু তাকে কোনো কাজ দেওয়া হয় না। কাজ না পেয়ে সে নিজে থেকেই কোনোদিন পাইপ টানার কাজ করে, কোনোদিন রেল লাইনের কাজ করে। একেক সময় একেক কাজ করে এবং পালিয়ে থাকে। অল্প পারিশ্রমিকে এসব করে সে কেবল পেটের ভাত জোগায়।

আমি নিরুপায় হয়ে দালালের সাথে কথা বলি। দালাল আমাকে ব্যবস্থা করবে বলে আশ্বাস দেয়, কিন্তু তার কোনো ব্যবস্থা করতে পারে না। এখন প্রায় চার মাসের ওপর হয়ে গেল কোনো ব্যবস্থা হলো না। ১২ দিন আগে আমার ছেলেকে পুলিশে ধরেছিলো। দুইদিন রেখে ছেড়ে দিয়েছে। এ অবস্থায় আমার করণীয় কী তা আপনাদের কাছে জানতে চাই।

বিশেষজ্ঞ মতামত:

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

আপনার ছেলের অভিবাসনের ঘটনা শুনলাম। আপনাদের সাথে সুস্পষ্ট প্রতারণা করা হয়েছে। আপনার জন্য পরামর্শ হচ্ছে, আপনি ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ৩১ ধারায় একটি ফৌজদারী মামলা দায়ের করতে পারেন। একই সাথে এই আইনের ৪১ ধারার বিধান মোতাবেক বিএমইটি-তে একটি অভিযোগ দাখিল করতে পারেন।

ড. নুরুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ পরিচালক, বিএমইটি

আপনাকে বিএমইটি-তে একটি অভিযোগ দাখিলের জন্য অনুরোধ করবো। আশা করি আমরা আপনাকে প্রতিকার দিতে পারবো।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:

'অভিবাসীর আদালত'-এ প্রাপ্ত পরামর্শের ভিত্তিতে অভিযোগকারী রামরু'র সহায়তায় স্থানীয় মেডিয়েশন কমিটির কাছে মধ্যস্থতার জন্য আবেদন করেন। কমিটি দুই পক্ষকে নোটিশ প্রদান করে মধ্যস্থতার আয়োজন করে। সেখানে দুই পক্ষ সাক্ষীসহ উপস্থিত হলে জানা যায়, নজরুল ইসলামের ছেলে স্বেচ্ছায় দেশে ফেরত এসেছে। অভিযোগকারী অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেয়।

৯৩.

'অভিবাসীর আদালত'-এর ৪০তম অধিবেশনে দোলেনা খানমের পেশকৃত অভিযোগ:

আমার নাম দোলেনা খানম। আমি টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতী উপজেলার পাইকড়া গ্রাম থেকে এসেছি। আমি টাঙ্গাইলের রামরু অফিসের মাধ্যমে জানতে পারি 'অভিবাসীর আদালত'-এর ব্যাপারে। অনুষ্ঠানটি খুব জনপ্রিয়। অনুষ্ঠানটিতে প্রবাসীদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে দেওয়া হয়। তাই আজ রামরু'র সহায়তায় আমি এখানে এসেছি আমার ছেলে শাকিলের অভিবাসনের গল্প বলতে এবং পরামর্শ নিতে।

পরিবারের সচ্ছলতা ফিরিয়ে আনতে আমার ছেলেকে বিদেশ পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিই। এলাকার দালাল জলিলের সাথে বিষয়টি নিয়ে কথা বলি। সে পরামর্শ দিয়ে ছেলেকে কাতার পাঠাতে বলে। সে আরো জানায়, যেতে খরচ পড়বে ৩,৩০,০০০/- টাকা (৩,৮৮৬/- ইউএস ডলার)। সেখানে ক্লিনারের কাজ দেবে। মাসিক বেতন হবে ২০,০০০/- টাকা (২৩৫/- ইউএস ডলার)। সব শুনে আমি রাজী হই। তারপর বিভিন্ন জায়গা থেকে ধার-কর্য করে দালালের হাতে টাকা ও পাসপোর্ট দিই। দালাল সব ব্যবস্থা করে শাকিলকে কাতার পাঠায়। কাতার যাওয়ার পর ক্লিনারের কাজের পরিবর্তে মরুভূমির মধ্যে কাজ দেওয়া হয়। নিয়মিত বেতন দেওয়াও হয় না। আমি দালালের সাথে কথা বলি। দালাল কাজ পরিবর্তন করে দেবে বলে পাঁচ-ছয় মাস ঘুরায় কিন্তু কোনো পদক্ষেপ নেয় না। সেখানে আমার ছেলেকে মরুভূমিতে ফেলে রাখে। তার শরীর খারাপ হয়ে গেছে। আমাকে ফোন করে ওর কষ্টের কথা বলে। দালাল বলেছিল, তিনমাস পরে সব ঠিক হয়ে যাবে কিন্তু কিছুই ঠিক হয়নি। এখন ছয়মাস পার হয়ে গেছে।

এ অবস্থায় আমি আপনাদের কাছে সাহায্য চাই। আমি চাই আমার ছেলেকে চুক্তি মোতাবেক কাজ দিক আর নাহলে দেশে ফিরিয়ে আনুক এবং আমার টাকা-পয়সা ফেরত দিক। এ ব্যাপারে আমার কী করণীয় তা আপনাদের আপনাদের কাছে জানতে চাই?

বিশেষজ্ঞ অতিথি:

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

২০১৩ সালের অভিবাসী আইনের বিধান অনুযায়ী কোনো অভিবাসী কর্মী বিদেশে আটকে পড়লে বা বিপদগ্রস্ত হলে তার দেশে ফিরে আসার অধিকার আছে এবং সে অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য দূতাবাস আছে। আপনি বিএমইটি-তে একটি অভিযোগ দাখিল করতে পারেন। এছাড়া দালালের বিরুদ্ধে ২০১৩ সালের আইনের ৩১ ধারায় একটি ফৌজদারী মামলা দায়ের করতে পারেন।

ড. নুরুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ পরিচালক, বিএমইটি

আমার মনে হয় ছেলেটির এখন দূতাবাসে চলে যাওয়া উচিত। তাকে আকামা দেওয়া হয়েছে মূলত মরুভূমির। কিন্তু তার প্রতিশ্রুত কাজ ছিল অন্য। এক্ষেত্রে সে দূতাবাসে যোগাযোগ করতে পারে। আপনি বিএমইটি-তে যোগাযোগ তারা এটি দূতাবাসে পাঠিয়ে দেবে। যাতে তারা নিয়োগকর্তার সাথে যোগাযোগ করতে পারে। তার পাসপোর্টে ও স্মার্টকার্ডে এজেন্সির নাম আছে। সেই নাম দিয়ে বিএমইটি-তে দরখাস্ত দিন। তাহলে আমরা এজেন্সিকে ধরতে পারব এবং তা সমাধান করার জন্য চাপ দিতে পারব।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:

'অভিবাসীর আদালত'-এ প্রাপ্ত পরামর্শের ভিত্তিতে অভিযোগকারী রামরু'র সহায়তায় স্থানীয় মেডিয়েশন কমিটির কাছে মধ্যস্থতার জন্য আবেদন করেন। কমিটি দুই পক্ষকে নোটিশ প্রদান করে মধ্যস্থতার আয়োজন করে। উভয় পক্ষের সম্মতিতে আলোচনা সাপেক্ষে ২০,০০০/- টাকায় (২৩৫/- ইউএস ডলার) অভিযোগটির মিমাংসা হয়।

৯৪.

‘অভিবাসীর আদালত’-এর ৪০তম অধিবেশনে পেশকৃত মোঃ ফরিদের অভিযোগঃ

আমি মোঃ ফরিদ। আমি টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতী উপজেলার বাসিন্দা। ‘অভিবাসীর আদালত’ অনুষ্ঠানটি আমি নিয়মিত দেখে থাকি। এটি একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটির শেষে দেখানো যোগাযোগের নম্বর নিয়ে আমি রামরু’র সাথে যোগাযোগ করি। আজ রামরু’র সহায়তায় আমার ছোট ভাই ওমর ফারুকের অভিবাসনের গল্প শোনাতে এবং আইনগত পরামর্শ জানতে এ অনুষ্ঠানে এসেছি।

আমার ছোট ভাই, ওমর ফারুক তখন সিঙ্গাপুরে ছিল। সেখান থেকে তাকে সাতদিন পরে পাঠিয়ে দেবে এমন সময়ে এখানকার এক দালাল রশিদ আমার সাথে দেখা করে। সে বলে, দেশে আসার ১৫ দিন পরই আবার ফারুককে সিঙ্গাপুর ফেরত পাঠাতে পারবে। খরচ হবে ৩,০০,০০০/- টাকা (৩,৫৩২/- ইউএস ডলার)। সব শুনে আমার ভাই রাজী হয় না। সে দেশে চলে আসে। দেশে আসার পরদিন দালাল রশিদ আবার ফোন দেয়। বলে, ‘আপনি কিছু টাকা কম দেন। আপনাকে আবার পাঠাই।’ আমার ভাই বলে, ‘না, আমি যাবো না।’ তার পরদিন আবার ফোন দিয়ে বলে, ‘আরো কিছু কম দেন।’ এভাবে এক সপ্তাহ পর আবার ২,৪০,০০০/- টাকার (২,৮২৬/- ইউএস ডলার) প্রস্তাব করলে আমার ভাই রাজী হয়। কথামতো দালালকে টাকা দিয়ে দেয় আমার ভাই। টাকা পেয়ে দালাল একটা আইপি দেয়। তিনমাস মেয়াদ থাকে একটা আইপির। এরপর তিনমাস পার হয়ে যায়, আমার ছোট ভাইকে নিতে পারে না।

এক পর্যায়ে আমার ভাই টাকা ফেরত চায়। দালাল বলে, ‘ঠিক আছে। আপনাকে আমি সামনের সপ্তাহে টাকা দেবো।’ এভাবে পরের সপ্তাহে বলে দশদিন পর টাকা দেবো। এভাবে এক মাস ঘোরানোর পর ফোনই রিসিভ করে না। তারপর আমরা দালালের বাড়িতে যাই। তার বাবা-মা ও স্ত্রী বলে, তারা এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না। তখন আমরা বললাম, ‘তাহলে আপনারা একটা ফোন করে খোঁজ নেন। যদি সত্যি হয়ে থাকে তবে আমাদের টাকাটা তুলে দেন।’ তারা কথা বলে আমাদের বলল যে, ‘আমরা এ ব্যাপারে কিছুই জানি না।’ এ অবস্থায় আমার ছোট ভাইয়ের টাকাগুলো উদ্ধার করার জন্য আমাদেও কী করণীয় তা আপনাদের কাছে জানতে চাই?

বিশেষজ্ঞ অতিথিঃ

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

আপনি আগে একটি উকিল নোটিশ পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। পরপর তিনটি নোটিশ দিলে তারপরও যদি সে কম্প্রোমাইজে চলে না আসে তখন আপনি দেওয়ানী মোকদ্দমা করে টাকা আদায় করতে পারবেন। আর তাছাড়াও আপনি ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ৩১ ধারার বিধান মতে একটি ফৌজদারী মামলা দায়ের করতে পারেন।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থাঃ

‘অভিবাসীর আদালত’-এ প্রাপ্ত পরামর্শের ভিত্তিতে অভিযোগকারী রামরু’র সহায়তায় স্থানীয় মেডিয়েশন কমিটির কাছে মধ্যস্থতার জন্য আবেদন করেন। মেডিয়েশন কমিটির নোটিশ পাওয়ার পরও অভিযুক্ত ব্যক্তি অনুপস্থিত থাকায় খোঁজ নিয়ে জানা যায়, তিনি সিঙ্গাপুর রয়েছেন। যার ফলে মধ্যস্থতা প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না।

৯৫.

‘অভিবাসীর আদালত’-এর ৪০তম অধিবেশনে পেশকৃত মোঃ আব্দুর রউফের অভিযোগঃ

আমি মোঃ আব্দুর রউফ। আমি টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতী উপজেলার কস্তুরিপাড়া থেকে এসেছি। ‘অভিবাসীর আদালত’ অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে প্রথম জানায় রামরু’র টাঙ্গাইল অফিস। তারপর থেকে টেলিভিশনে অনুষ্ঠানটি দেখি। রামরু’র টাঙ্গাইল অফিসের নাজমা আপাকে অনুষ্ঠানটিতে আসার আগ্রহের কথা জানালে উনি ব্যবস্থা করে দেন। একজন ভূক্তভোগী অভিবাসী হিসাবে আজ আমার নিজের কাহিনি আপনাদের কাছে তুলে ধরতে এ অনুষ্ঠানে এসেছি। আপনাদের কাছ থেকে আইনগত পরামর্শও নিতে চাই।

সংসারের অভাব অনটন দূর করার জন্য বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা করি। তারপর আমার পাশের বাসাইল থানার এক দালাল ফরিদের সাথে পরামর্শ করি। সে আমাকে লিবিয়া যাওয়ার পরামর্শ দেয়। আমি তার সব শর্ত শুনে রাজী হই এবং তার সাথে চুক্তি করি লিবিয়া যাওয়ার জন্য। চুক্তি অনুযায়ী, লিবিয়া যেতে ৪,৫০,০০০/- টাকা (৫,২৯৯/- ইউএস ডলার) খরচ হবে। অফিস ক্লিনারের কাজ দেওয়া হবে এবং মাসিক বেতন হবে ৫০,০০০/- টাকা (৫৮৮/- ইউএস ডলার)। আমি সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে বিভিন্ন আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে ধার-দেনা করে দালাল ফরিদকে চুক্তি মোতাবেক টাকা প্রদান করি। সে সব ব্যবস্থা করে আমাকে লিবিয়া পাঠায়। কিন্তু সেখানে আমাকে যার রিসিভ করার কথা থাকে, সে আসে না। অন্য এক লোক আসে। তিনি আমাকে রিসিভ করে নিয়ে যান এবং একটা বাসায় পনেরো দিন আটকে রাখেন। দেশে ফোন দিতে দেয় না। আমাকে দেশে ফোন করে আরো টাকা আনতে বলে। টাকা না দিলে আমাকে মেরে ফেলবে বলে। বাধ্য হয়ে দেশ থেকে আরো ১,৫০,০০০/- টাকা (১,৭৬৬/- ইউএস ডলার) নিয়ে তাদের দিই। তারপর সে অন্য আরেক দালালের কাছে আমাকে বিক্রি করে দেয়। সেই দালাল আবার আমাকে মারধোর করে এবং দেশ থেকে টাকা আনতে বলে। বাধ্য হয়ে দেশ থেকে আবার ৩০,০০০/- টাকা (৩৫৩/- ইউএস ডলার) নিয়ে তাদেরকে দিলে তারা আমাকে দেশে পাঠিয়ে দেয়।

দেশে দালাল পলাতক ছিল। আসার পর দালালের সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম হই। সে বলে, এসবের কিছুই সে জানে না, তবে সে যে টাকা নিয়েছিল তা ফেরত দেবে। পরবর্তীতে সময় কেটে গেলেও সে আর টাকা ফেরত দেয় না, যোগাযোগও বন্ধ করে দেয়। আমি থানায় একটা জিডি করেছিলাম। তার বাড়িতে পুলিশ গিয়েছিল। এতে সে ক্ষেপে যায় এবং আমাকে এক টাকাও দেবে না বলে হুমকি দেয়। আমি ঋণের দায়ে অসহায় এবং মানবেতর জীবন-যাপন করছি। আমার সমস্ত টাকা ও ক্ষতিপূরণ উদ্ধার করার জন্য আমি কী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি তা ‘অভিবাসীর আদালত’-এর মাধ্যমে আপনাদের কাছে জানতে চাই? দয়া করে আমাকে একটি সুন্দর সমাধান বলে দেন।

বিশেষজ্ঞ অতিথিঃ

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

আপনি স্থানীয়ভাবে মধ্যস্থতার মাধ্যমে চাপ প্রয়োগ করে বিষয়টির সুরাহার চেষ্টা করেন। এতে প্রতিকার না হলে ২০১২ সালের মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইনে ৬ ও ৭ ধারায় একটি মামলা দায়ের করতে পারেন। তাহলে দালাল আর এমন হুমকি দিতে পারবে না। কারণ এটি খুব কঠোর একটি আইন।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থাঃ

'অভিবাসীর আদালত'-এ প্রাপ্ত পরামর্শের ভিত্তিতে অভিযোগকারী রামরু'র সহায়তায় স্থানীয় মেডিয়েশন কমিটির কাছে মধ্যস্থতার জন্য আবেদন করেন। মেডিয়েশন কমিটির নোটিশ পাওয়ার পরও অভিযুক্ত ব্যক্তি অনুপস্থিত থাকায় খোঁজ নিয়ে জানা যায়, তিনি পলাতক রয়েছেন। যার ফলে মধ্যস্থতা প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ
(৪১-৫৬) তম অধিবেশনে পেশকৃত অভিযোগসমূহ এবং বিশেষজ্ঞ মতামত

৯৬.
‘অভিবাসীর আদালত’-এর ৪১তম অধিবেশনে পেশকৃত জহুরা বেগমের অভিযোগঃ

আমি জহুরা বেগম। আমি টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতী উপজেলার বাসিন্দা। আমি আমার এক প্রতিবেশীর মাধ্যমে ‘অভিবাসীর আদালত’ সম্পর্কে প্রথম জানতে পারি। তারপর আমি টাঙ্গাইলের রামরু অফিসে যোগাযোগ করে অনুষ্ঠানটিতে আসার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করি। নিজের ছেলের অভিবাসনের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরতে ও পরামর্শ গ্রহণ করতে আমি আজকের এই ‘অভিবাসীর আদালত’-এ এসেছি।

দেশে চাকরি হবে না ভেবে আমি আমার ছেলে মোঃ আবুল কালামকে বিদেশ পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিই। এ ব্যাপারে গ্রামের দালাল আনজালির সাথে আলাপ করি। দালাল মালদ্বীপ পাঠানোর প্রস্তাব করে। সে ২,৪০,০০০/- টাকা (২,৮২৬/- ইউএস ডলার) খরচের কথা বলে। মাসিক বেতন বলে ২৫,০০০/- টাকা (২৯৪/- ইউএস ডলার)। কাজ দেবে রাজমিস্ত্রির। সব শুনে আমি রাজী হই। কারণ আমার গ্রামের একজন এর চেয়ে বেশি খরচে মালদ্বীপ গেছে। আমি বিভিন্ন জায়গা থেকে ধার-দেনা করে পুরো টাকা জোগাড় করে দালালকে দিই। দালাল সব কাগজপত্র করে। ফ্লাইটের ডেট আসে। দালাল আমার ছেলেকে মালদ্বীপ নেওয়ার কথা বলে প্রথমে ভারতে পাঠায়। ভারতে একমাস থাকার পরে সেখান থেকে মালদ্বীপ পাঠায়।

মালদ্বীপে প্রথম এক মাস কোনো কাজ দেয়নি। তারপর এক মাস পর আমার ছেলেকে লেবারের কাজ দেয়। কিন্তু আমার ছেলে লেবারের কাজ করতে পারে না। তারপর কোম্পানিতে কাজ পরিবর্তন করার জন্য দালালকে অনেকবার অনুরোধ করি। এভাবে বারবার অনুরোধ করার পর একদিন রাতে তাকে জোর করে একটা খোলা মাঠের মধ্যে নিয়ে গিয়ে স্বাক্ষর নিয়ে দেশে পাঠিয়ে দেয়। আমার ছেলে মোট দুই মাস ছিলো। দালাল গ্রামেই থাকে। দালালের দুই ছেলেও মালদ্বীপ থাকে। আমার ছেলে দেশে আসার পর দালাল উল্টো টিকিটের টাকা চাচ্ছে। আমরা এখন অনেক ক্ষতির মধ্যে পড়ে গেছি। ক্ষতিপূরণসহ বিদেশ যেতে যা টাকা নিয়েছে তা ফেরত পেতে কী করণীয় তা আপনাদের কাছে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জানতে চাই?

বিশেষজ্ঞ মতামতঃ

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ২৭ ধারায় বলা আছে, প্রতারণার স্বীকার প্রত্যেক অভিবাসীর আইনগত সুবিধা পাওয়ার অধিকার আছে। তাই আপনি অবশ্যই প্রতিকার পেতে পারেন। আমি আপনাকে বলব, ২০১২ সালের মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন আইনের ৬ ও ৭ ধারা মোতাবেক একটি মামলা দায়ের করতে। আপনি আপোষের চেষ্টাও করতে পারেন। কাজ না হলে মানবপাচার আইনে মামলা চলমান রাখেন।

আতাউর রহমান, পরিচালক, প্রশাসন ও অর্থ, বিএমইটি

আপনার ছেলে নিয়ম মেনে যায়নি। তবুও আমরা আপনার পাশে দাঁড়াবো। আপনি বিএমইটি-তে একটি অভিযোগ দাখিল করুন। আমাদের যতটুকু সম্ভব আপনাকে সহযোগিতা করবো।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থাঃ

'অভিবাসীর আদালত'-এ প্রাপ্ত পরামর্শের ভিত্তিতে অভিযোগকারী রামরু'র সহায়তায় স্থানীয় মেডিয়েশন কমিটির কাছে মধ্যস্থতার জন্য আবেদন করেন। কমিটি দুই পক্ষকে নোটিশ প্রদান করে মধ্যস্থতার আয়োজন করে। উভয় পক্ষ আলোচনার ভিত্তিতে ২৫,০০০/- টাকায় (২৯৪/- ইউএস ডলার) অভিযোগটির মিমাংসা হয়।

৯৭.

'অভিবাসীর আদালত'-এর ৪১তম অধিবেশনে পেশকৃত আব্দুল আলিমের অভিযোগঃ

আমার নাম আব্দুল আলিম। আমি টাঙ্গাইলের সদর উপজেলা থেকে এসেছি। আমি 'অভিবাসীর আদালত' অনুষ্ঠানটির নিয়মিত দর্শক। অনুষ্ঠান দেখে এখানে অংশ নেওয়ার ইচ্ছে হয়। রামরু'র অফিসে যোগাযোগ করলে তারা ব্যবস্থা করে দেয়। নিজের অভিবাসনের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরতে ও পরামর্শ নিতে তাই আজকের 'অভিবাসীর আদালত'-এ এসেছি।

আমি ২০১৯ সালে, পরিবারের অবস্থার উন্নতি ঘটানোর জন্য বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা করি। এ বিষয়ে আমার এলাকার দালাল শফিকের সাথে পরামর্শ করি। সে আমাকে সৌদি আরব যাওয়ার পরামর্শ দেয়। আমার পরিবারের সাথে পরামর্শ করে দালাল শফিকের মাধ্যমে সৌদি আরব যাওয়ার ব্যাপারে মৌখিক চুক্তি করি। চুক্তি অনুযায়ী, সব মিলিয়ে খরচ পড়বে ৩,৪০,০০০/- টাকা (৪,০০৩/- ইউএস ডলার)। আমাকে কাজ দেবে ড্রাইভিংয়ের। মাসিক বেতনও খুব ভাল হবে। এরপর আমি বিভিন্ন জায়গা থেকে ঋণ নিয়ে এবং আমার কিছু গরু-ছাগল বিক্রি করে টাকা জোগাড় করে দালালকে দিই। দালাল বাকী সব কাজ সারে। ফ্লাইটের ডেট আসে। ২০১৯ সালের মার্চ মাসে আমি সৌদি আরবের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি।

সৌদি আরব পৌঁছে চুক্তি অনুযায়ী চাকরি পাই না। আমি গাড়িচালক, কিন্তু আমাকে কাজ দেওয়া হয় লেবারের। আমি অনেক অসুস্থ হয়ে পড়ি। তবু লেবারের কাজই করতে থাকি। কিন্তু মাস চলে গেলেও আমাকে কোনো বেতন দেওয়া হয় না। আমি আমার প্রাপ্য বেতন দাবি করলে সেখানকার এক দালাল আমাকে মারধোর করে,

একটি রুমে কয়েকদিন আটকে রাখে। একদিন রাতে আমাকে একটি নির্জন জায়গায় ফেলে আসে। আমি এক বাংলাদেশীর সহায়তায় সেখান থেকে উদ্ধার হই এবং পরে আমাকে পুলিশ ধরে। পুলিশ ধরার পর জুন মাসে আমাকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়। আমি স্মার্টকার্ড নিয়ে গিয়েছিলাম। আমার কাছে দালালের সাথে লেনদেনের তেমন কোনো ডকুমেন্টস নেই এবং আমি অন্য কোথাও অভিযোগ করিনি। এখন আমার পরিবার খুব কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। আমি আমার টাকা এবং ক্ষতিপূরণ চাই। এজন্য আমার কী করণীয় তা আপনাদের কাছে জানতে চাই?

বিশেষজ্ঞ মতামত:

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

যেহেতু ওখানে গিয়ে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, সেহেতু আপনি ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ৩১ ধারায় একটি ফৌজদারী মামলা দায়ের করতে পারেন। টাকা আদায়ের জন্য কিছু কাগজপত্র সংগ্রহ করে বিএমইটি-তে একটি অভিযোগ করতে পারেন।

আতাউর রহমান, পরিচালক, প্রশাসন ও অর্থ, বিএমইটি

আপনি বিএমইটি-তে একটি অভিযোগ দাখিল করেন। আপনার কাছে যা যা ডকুমেন্টস তা-ই দাখিল করবেন। আপনার জন্য যতটুকু সম্ভব আমরা সহযোগিতা করবো।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:

'অভিবাসীর আদালত'-এ প্রাপ্ত পরামর্শের ভিত্তিতে অভিযোগকারী রামরু'র লিগ্যাল সাপোর্ট সেল-এর সহায়তায় বিএমইটি-তে একটি অভিযোগ দাখিল করেন। অভিযোগটি এখনও অনিষ্পন্ন অবস্থায় আছে।

৯৮.

'অভিবাসীর আদালত'-এর ৪১তম অধিবেশনে পেশকৃত মোঃ সোহেল মিয়ার অভিযোগ:

আমি মোঃ সোহেল মিয়া। আমি টাঙ্গাইলের সদর উপজেলার বাসিন্দা। টাঙ্গাইলের রামরু অফিসের মাধ্যমে 'অভিবাসীর আদালত' অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে প্রথম জানতে পারি। তারপর থেকে নিয়মিত অনুষ্ঠানটি দেখি। আজ তাদের সহযোগিতায় এ অনুষ্ঠানে এসেছি আমার নিজের প্রতারিত হওয়ার অভিজ্ঞতার কথা সবাইকে জানাতে এবং সহযোগিতা ও পরামর্শ গ্রহন করতে।

কোনো রকম দিনমজুরের কাজ করে খেয়ে-পরে বেঁচে ছিলাম। এরপর পরিবার এবং আত্মীয়-স্বজনদের সাথে পরামর্শ করে বিদেশ যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। আমার পাশের গ্রামে দালাল শহিদ মিয়ার বাড়ি। একদিন তার বাড়িতে যাই এ ব্যাপারে আলাপ করতে। সে আমাকে ইরাক যাওয়ার প্রস্তাব করে। আমি সব শুনে রাজী হয়ে যাই এবং তার সাথে ৪,০০,০০০/- টাকায় (৪,৭১০/- ইউএস ডলার) চুক্তিবদ্ধ হই। চুক্তি অনুযায়ী, দালাল আমাকে হোটেলের কাজ দেবে। মাসিক বেতন হবে ৩০,০০০/- টাকা (৩৫৩/- ইউএস ডলার)। দালালকে পাসপোর্ট এবং ৩০,০০০/- টাকা (৩৫৩/- ইউএস ডলার) দেওয়ার পর সে আমাকে ঢাকায় নিয়ে যায় এবং পনেরো দিন কার্পেন্টারের কাজ শেখায়। তারপর ফ্লাইটের জন্য বাকি টাকা চাইলে আমি তাড়াহুড়া করে কিছু

জমি অল্প টাকায় বিক্রি করে টাকা জোগাড় করে দালালকে দিই। দালাল পুরো টাকা পেয়ে আমাকে ফ্লাইটের কথা বলে ঢাকায় নিয়ে আসে। একদিন রেখে, ফ্লাইট ক্যানসেল হয়েছে বলে আমাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়।

বাড়িতে আসার পর আমি দালালকে ধরি। সে আমাকে সৌদি আরব পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দেয় এবং আমাকে আরো বেশি টাকার লোভ দেখায়। সে আমাকে পুনরায় মেডিকেল টেস্ট করায় এবং আবার ফ্লাইটের কথা বলে ঢাকা নিয়ে আসে এবং আবারো একই কথা বলে আমাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। এমনভাবে সে আমাকে কয়েকবার ফ্লাইটের কথা বলে ঢাকা নিয়ে এসেছিল। তারপর ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে বলে আমাকে আবার অন্য রাষ্ট্রে পাঠাবে এই প্রতিশ্রুতি দেয়। এভাবে সময় দীর্ঘায়িত করলে আমি এলাকাবাসীদের নিয়ে তার সাথে সালিশে বসি। সালিশে বসলে সে জানিয়ে দেয় যে, আমাকে বিদেশে পাঠাতে পারবে না। তখন আমি টাকা ফেরত চাই। সে বলে, টাকা দিয়ে দেবে। এভাবে আরো সময় চলে যায় কিন্তু টাকা দেয় না।

আমি খুবই গরীব মানুষ। এখন আমার তিন বেলা খাবার যোগানো কঠিন হয়ে যাচ্ছে। আমি চলতে পারছি না। এ অবস্থায় আমি রামরু'র মাধ্যমে আপনাদের কাছে এসেছি। এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমি একটি পরামর্শ চাই, কিভাবে আমি আমার টাকা ফেরত পেতে পারি তা জানতে চাই?

বিশেষজ্ঞ মতামতঃ

মোঃ হুমায়ুন কবীর, আইনজীবী, জজ কোর্ট, টাঙ্গাইল

খুবই দুঃখজনক ঘটনা। আপনার আরো সচেতন হওয়া উচিত ছিল। আপনি দালালকে উকিল নোটিশ দেন। এভাবে কিছু ডকুমেন্টস তৈরি হলে মামলা করতে সুবিধা হবে। আপনি ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ২৮ ধারায় একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা দায়ের করতে পারেন।

আতাউর রহমান, পরিচালক, প্রশাসন ও অর্থ, বিএমইটি

আপনি বিএমইটি-তে একটি অভিযোগ দাখিল করেন। আপনার জন্য যতটুকু সম্ভব আমরা সহযোগিতা করবো। আশা করি, প্রতিকার পাবেন।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থাঃ

'অভিবাসীর আদালত'-এ প্রাপ্ত পরামর্শের ভিত্তিতে অভিযোগকারী রামরু'র সহায়তায় স্থানীয় মেডিয়েশন কমিটির কাছে মধ্যস্থতার জন্য আবেদন করেন। কমিটি দুই পক্ষকে মধ্যস্থতার জন্য নোটিশ প্রদান করে। উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে আলোচনা সাপেক্ষে ১,৬০,০০০/- টাকায় (১,৮৮৪/- ইউএস ডলার) অভিযোগটি মিমাংসা হয়।

৯৯.

'অভিবাসীর আদালত'-এর ৫৬তম অধিবেশনে পেশকৃত মোঃ খোরশেদ আলমের অভিযোগঃ

আমি মোঃ খোরশেদ আলম; কুমিল্লার মুরাদনগরের বাসিন্দা। অভিবাসীদের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান 'অভিবাসীর আদালত' আমি অনেক দেখেছি। অনুষ্ঠানটিতে বিশেষজ্ঞরা অভিবাসীদের সাথে ঘটে যাওয়া নানা প্রতারণার

সমাধান নিয়ে আলোচনা করে। তাদের প্রতিকার বিষয়ে পরামর্শ পাওয়া দেখে খুব ভাল লাগে। তাই আমিও ন্যায়বিচার পেতে এবং নিজের অভিজ্ঞতার কথা শোনাতে এই অনুষ্ঠানে এসেছি।

স্ত্রী, দুই ছেলে, এক মেয়ে এবং ভাই-বোনসহ আমার মোট সাতজনের সংসার। মা মারা গেছেন। বাবার আলাদা সংসার। ভাই-বোনসহ বেশ বড় সংসার আমার। কাঠের ব্যবসা করি। কোনমতে টেনেটুনে সংসার চলে। অভাব-অনটন আর যায় না। আমার খালাতো ভাই কাদের ওমান থাকে। মাঝেমধ্যে ওখানে লোক নেয়। একদিন ও বলল, 'তোর সংসারে এতো অভাব! বিদেশে গেলে আর অভাব থাকবে না। কয়েক বছর কষ্ট করলে আর গাছ কেটে খাওয়া লাগবে না।' আমি আগ্রহী হয়ে শুনলাম। কাদের ওমান যাওয়ার প্রস্তাব করলো। বলল, মাসিক বেতন হবে ১৬,০০০/- টাকা (১৮৯ ইউএস ডলার)। আর যেতে খরচ হবে ২,৫০,০০০/- টাকা (২,৯৫৪/- ইউএস ডলার)'। বিদেশ যাওয়ার খুব একটা ইচ্ছে ছিল না আমার। খরচ, সুবিধা আর ভাগ্য পরিবর্তনের কথা ভেবে রাজী হয়ে গেলাম। নগদ টাকা ছিল শুধু ৫০,০০০/- টাকা (৫৯১/- ইউএস ডলার)। বাড়ির কাগজপত্র জমা দিয়ে বোন-জামাইয়ের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে ১,০০,০০০/- টাকা (১,১৮২ ইউএস ডলার) ঋণ নিলাম। কাদের-কে ১,৫০,০০০/- টাকা (১,৭৭২/- ইউএস ডলার) দিয়ে কাগজপত্র গোছাতে লাগলাম। এর ভেতর ভিসা হয়ে গেল।

২০১৯ সালে ওমান গিয়ে পৌঁছোলাম। কাদের খেজুর বাগানে কাজের কথা বলেছিল। কিন্তু কাজ পেলাম মরুভূমিতে ছাগলের জন্য ঘাস কাঁটার। মাঝেমধ্যে ঘরদোর পরিষ্কারের কাজও করতে হতো। তার ওপর মালিক ভালো না। ব্যবহার খুবই খারাপ। পান থেকে চুন খসলেই চলত অত্যাচার-নির্যাতন। আর ঠিকমতো খাবার দিত না। খাওয়ার কষ্ট নিয়ে এতো পরিশ্রম কি করা যায়? প্রথম মাস শেষ হওয়ার পরেও কোনো বেতন পাই না। নির্যাতনের ভয়ে বেতনের কথা মুখে আনি না। দেড়মাসের মাথায় বেতন পেলাম। কাদের বলেছিল, মাসিক ৮০ রিয়াল (২০৭/- ইউএস ডলার) বেতন হবে। কিন্তু বেতন পেলাম ৬০ রিয়াল (১৫৫/- ইউএস ডলার)। তার ওপরে আবার এখানে মেডিকেল চেক-আপের ২০ রিয়াল (৫২/- ইউএস ডলার) আমার বেতন থেকে কেটে রেখেছে। এ বিষয়ে প্রতিবাদ করলে নিয়োগকর্তা আমাকে শারিরীকভাবে নির্যাতন করত। আমার মালপত্র ফেলে দিত।

এক পর্যায়ে অসহনীয় হয়ে উঠলে পরিচিত অন্য বাংলাদেশী শ্রমিকদের কাছে বুদ্ধি নিই। তারা বলে লেবার কোর্টে যেতে। লেবার কোর্টের পাশেই থানা। আমি থানায় চলে গেলাম। থানায় গিয়ে আমার শরীরে নির্যাতনের দাগ দেখালাম। থানা নিয়োগকর্তার নামে কেইস নিলো। থানায় কেইস করে আমি অন্য বাংলাদেশীদের কাছে আশ্রয় নিলাম। ওরা বলল, ওরা আমার জন্য মাসিক ১২০ রিয়াল (৩১১/- ইউএস ডলার) বেতনের কাজ জোগাড় করে দেবে।

এদিকে আমার নিয়োগকর্তা খালাতো ভাই ও দালাল কাদেরকে ভয় দেখিয়ে আমাকে খুঁজে বের করতে বলেছে। কাদের আমার খোঁজ বের করে ফেলে। একদিন কাদের নিয়োগকর্তাসহ এসে আমাকে ধরে ফেলে। আমার পাসপোর্ট কেড়ে নেয় এবং জোর-জবরদস্তি করে আমাকে গাড়িতে তুলে সরাসরি এয়ারপোর্ট নিয়ে যায়। সেখান থেকে টিকিট করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়। প্রতিশ্রুত বেতনের চেয়ে আমাকে কম বেতন দেওয়া হয়েছে, অন্য কাজ করানো হয়েছে। শেষ মাসের বেতন দেওয়া হয়নি। আমি কোথায় গিয়ে আমার বকেয়া বেতন পেতে পারি?

বিশেষজ্ঞ মতামত:

মোঃ হুমায়ুন কবীর, জজকোর্ট, টাঙ্গাইল

আপনার বিষয়টি শুনলাম। এ রকম দুঃখজনক প্রতারণার ঘটনা আমরা প্রায়ই শুনে থাকি। এ বিষয়ে আপনি বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ৪১ ধারায় ক্ষতিপূরণের টাকা আদায়ের জন্য বিএমইটি-তে অভিযোগ দাখিল করতে পারেন। এছাড়াও দালালকে একটি উকিল নোটিশ দিতে পারেন।

আতাউর রহমান যুগ্ম সচিব ও পরিচালক, প্রশাসন ও অর্থ, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)

অবশ্যই বিদেশে গমন করার আগে চুক্তিপত্র ভালমতো বুঝে নিতে হবে। আপনি বিএমইটি-তে আসুন অথবা ডেমো অফিসে অভিযোগ করুন, বিষয়টি আমরা গুরুত্বের সাথে দেখব।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:

সংশ্লিষ্ট পর্ব প্রচারের পর অভিযোগকারী যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করায় অভিযোগটির সর্বশেষ অবস্থা জানা সম্ভব হয়নি।

১০০.

'অভিবাসীর আদালত'-এর ৫৬তম অধিবেশনে পেশকৃত মোঃ রিয়াদ হোসেনের অভিযোগ:

আমি মোঃ রিয়াদ হোসেন; কুমিল্লার মুরাদনগরের বাসিন্দা। আমার এক আত্মীয়'র কাছে 'অভিবাসীর আদালত' অনুষ্ঠানটির কথা প্রথম শুনে আগ্রহী হই। সে বলে, টেলিভিশনে অভিবাসীদের নিয়ে একটি অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানে বিদেশ থেকে প্রতারিত হয়ে ফিরে আসা অভিবাসীদের আইনগত প্রতিকারের বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়। এরপর আমি রামরুর সাথে যোগাযোগ করে আজকের 'অভিবাসীর আদালত'-এ এসেছি আমার নিজের স্বপ্নভঙ্গের গল্প বলতে।

আমার মা ও একটি বোন নিয়ে আমার পরিবার। ছোটবেলায় বাবা মারা যান। সেই থেকেই সংসারের দায়-দায়িত্ব আমার কাঁধে। আমাদের গরীবই বলা যায়। সংসারে স্বচ্ছলতা নেই। মা সব সময় দুশ্চিন্তা করতেন, কীভাবে সংসার চলবে এই নিয়ে। কোনমতে আমাদের দিন পার হচ্ছিল। আমার বড় মামা বাহরাইন থাকেন। তিনি একদিন বাহরাইন যাওয়ার প্রস্তাব করলেন। বললেন, সেখানে গেলে খুব ভাল হবে। অবস্থা পাল্টে যাবে। মামার মাধ্যমে দালালের সাথে পরিচয় হলো। দালাল বললো, পিয়নের কাজ, অফিসিয়াল কাজ। বাইরের ঝুট-ঝামেলা নেই, পরিশ্রমও কম হবে। খরচের কথা শুনে প্রথমে দমে গিয়েছিলাম। ৩,০০,০০০/- টাকা (৩,৫৪৫/- ইউএস ডলার)! এতো টাকা কোনমতেই আমাদের পরিবার থেকে বেরোনো সম্ভব নয়। আমরা বহু কষ্টে অল্প কিছু টাকা জোগাড় করলাম। বাকী টাকা জোগাড় করা সম্ভব হচ্ছে না দেখে মামা ধার দিলেন। ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে দালালের হাতে তার দাবিমতো টাকা দিয়ে বাহরাইন যাত্রা করলাম।

দালাল বলেছিল, আমাকে পিয়ন হিসেবে টুকটাক অফিসের কাজ করতে হবে। কিন্তু সেখানে পৌঁছে পেলাম একটি ডেন্টাল ক্লিনিকে ক্লিনারের কাজ। একজনের কাজ হলেও কথা ছিল। একাধিক লোকের কাজ একা

করতাম। আমি বারবার বললেও লোক নিয়োগ দিত না। কাজ আর ফুরাতো না। প্রতিদিন ওভারটাইম করতে হতো। আট ঘণ্টা কাজের কথা থাকলেও, প্রতিদিন আমি ১২/১৪ ঘণ্টা কাজ করতাম। এমনকি মাঝেমাঝে তা ২০ ঘণ্টায় গিয়েও ঠেকতো। ডেন্টাল ক্লিনিকে চাকরি হলেও আমাকে অন্য একটি কসমেটিকস-এর দোকানে প্যাকেজিং-এর কাজ করাতো, মেডিকেল ক্যাম্পের কাজে আউটডোরে নিয়ে যেত।

দেখতে দেখতে কাজের বয়স তিন মাস হয়ে গেলেও আমাকে কোনো বেতন দেয়নি ওরা। শুধু প্রথমে একবার পনেরো দিনের বেতন দিয়েছিল। ভেবেছিলাম ওভারটাইমের টাকার কথা তুলবো। এখন দেখি আসল বেতনই দিচ্ছে না। বেতনের কথা বললে রেগে যেত। অহেতুক নির্যাতন করতো। এমনকি মৃত্যুর হুমকিও দিত। কেরালার একজন ম্যানেজার ছিল সেখানে। তার কাছে সাহায্য চাইলে বলতেন, আমার কিছু করার নেই। একদিন বেতন চাওয়ার কারণে ক্লিনিকের মালিক/আরবাব আমাকে ছাদে নিয়ে গিয়ে ওপর থেকে ফেলে মেরে ফেলার হুমকি দেয়।

আরবাবের অত্যাচার আর সহ্য করতে পারছিলাম না। আমি বুঝতামই না কেন আমাকে মারছে। অহেতুক ডেকে নিয়ে চড় মারতো। আমি নিরুপায় হয়ে আরো নির্ভূলভাবে কাজ করার চেষ্টা করতাম। তবুও বারবার আমার সাথে এমন হতো। উপায়ন্তর না পেয়ে দালালকে জানাতাম। দালাল প্রতিবার বলতো, সময় গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে। ওখানকার বাংলাদেশী বন্ধুরা বলত, 'তোকে এতো অত্যাচার করছে, তার মানে তোকে দেশে পাঠিয়ে দেবে'।

২০১৮ সালের ডিসেম্বরে বেতন চাওয়ায় আরবাব/ক্লিনিকের মালিক খুব রেগে যায়। আমাকে জোর করে এয়ারপোর্টে এনে বিমানে উঠিয়ে দেয়। বলে, 'তোকে এখানে আনতে আমার অনেক টাকা খরচ হয়েছে। তোকে আনা ও পাঠানোর সব খরচ তোর বেতন থেকে কেটে নিলাম'। অথচ আমি যাওয়ার সময় অনেক কষ্টে টাকা জোগাড় করে নিজের খরচেই গিয়েছিলাম। ফিরে অনেক চেষ্টার পরেও দালালের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। এখন আমার করণীয় কী, আপনাদের কাছে জানতে চাই?

বিশেষজ্ঞ মতামত:

মোঃ হুমায়ুন কবীর, জর্জকোট, টাঙ্গাইল

আপনি বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩-এর ৪১ ধারার বিধান মোতাবেক ক্ষতিপূরণের টাকা আদায়ের জন্য বিএমইটি-তে একটি অভিযোগ দাখিল করতে পারেন। এছাড়াও একই আইনের ৩১ ধারায় এখতিয়ারভূক্ত প্রথম শ্রেণীর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে দালাল ও এজেন্সির বিরুদ্ধে একটি ফৌজদারী মামলা দায়ের করতে পারেন।

আতাউর রহমান, যুগ্ম সচিব ও পরিচালক, প্রশাসন ও অর্থ, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)

আপনার সাথে সুস্পষ্ট প্রতারণা করা হয়েছে। আপনি বিএমইটি বা ডেমো অফিসে একটি অভিযোগ দাখিল করতে পারেন।

অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা:

'অভিবাসীর আদালত'-এর সংশ্লিষ্ট পর্ব প্রচারিত হওয়ার পর প্রাপ্ত পরামর্শের ভিত্তিতে অভিযোগকারী একটি মামলা দায়েরের সিদ্ধান্ত নেন। পরে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করায় অভিযোগটির সর্বশেষ অবস্থা জানা যায় না।

978-984-34-9977-6